



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার



সিটি কর্পোরেশনের জন্য হোল্ডিং ট্যাক্স ব্যবস্থাপনা ম্যানুয়াল

স্থানীয় সরকার বিভাগ

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন এবং সমবায় মন্ত্রণালয়

ফেব্রুয়ারী ২০২১

সূচিপত্র

| | |
|---|----|
| ১. ভূমিকা | ৪ |
| ১.১ প্রাত্যহিক জীবনে কর | ৪ |
| ১.২ হোল্ডিং ট্যাক্স ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত ম্যানুয়াল প্রণয়নের উদ্দেশ্য ও পরিধি | ১১ |
| ২. কর | ১২ |
| ২.১ কর কী | ১২ |
| ২.১.১ করারোপের মূলনীতি | ১২ |
| ২.১.২ করের ভূমিকা | ১৩ |
| ২.১.৩ করের উল্লেখযোগ্য দিকসমূহঃ | ১৩ |
| ২.২ বাংলাদেশে কর | ১৪ |
| ৩. হোল্ডিং ট্যাক্স | ১৬ |
| ৩.১ হোল্ডিং ট্যাক্স কীঃ | ১৬ |
| ৩.১.১ করারোপনের ক্ষেত্র | ১৭ |
| ৩.১.২ করদাতা | ১৭ |
| ৩.১.৩ হোল্ডিং ট্যাক্সের পরিমাণ | ১৭ |
| ৩.১.৪ করের হার (শতাংশ) | ১৮ |
| ৩.১.৫ আরোপিত করের উপর ছাড় | ১৯ |
| ৩.২ হোল্ডিং ট্যাক্স আরোপ প্রক্রিয়া | ২২ |
| ৪. হোল্ডিং ট্যাক্স মূল্যায়ন ও নির্ধারণ | ২৪ |
| ৪.১ হোল্ডিং ট্যাক্স মূল্যায়ন পদ্ধতি | ২৩ |
| ৪.১.১ সিটি কর্পোরেশন বিধিমালায় বর্ণিত মূল্যায়ন পদ্ধতি | ২৩ |
| ৪.১.২ সিটি কর্পোরেশন বিধিমালা এবং পৌরসভা বিধিমালা | ২৪ |
| ৪.১.৩ চারটি সিটি কর্পোরেশনের মূল্যায়ন পদ্ধতিঃ | ২৫ |
| ৪.২ হোল্ডিং ট্যাক্স নির্ধারণ | ৩৭ |
| ৪.৩ হোল্ডিং ট্যাক্স ধার্যকরণ প্রক্রিয়া | ৩৮ |
| ৫. আপিল ও শুনানি | ৪৭ |
| ৫.১ কিভাবে আপিল করবেন | ৪৭ |
| ৫.২ মূল্যায়নের উপর আপত্তি কিভাবে কর পরিশোধকে প্রভাবিত করে | ৫০ |
| ৬. হোল্ডিং ট্যাক্স আদায় | ৫১ |
| ৬.১ হোল্ডিং ট্যাক্স কীভাবে আদায় করবেন | ৫৩ |
| ৬.১.১ হোল্ডিং ট্যাক্স আদায় মনিটরিং পদ্ধতি | ৬০ |
| ৬.২ কিভাবে কর আদায় নথিভুক্ত করবেন | ৬৪ |
| ৬.৩ কর পরিশোধের নির্ধারিত তারিখ | ৬৪ |
| ৬.৩.১ ছাড় | ৬৫ |
| ৬.৩.২ দেবীতে কর পরিশোধের সারচার্জ | ৬৬ |

| | |
|--|-----------|
| ৬.৪ অপরিশোধিত কর আদায় | ৬৭ |
| ৭. কর ব্যবস্থাপনা | 74 |
| ৭.১.১ কর্মপ্রবাহ | 75 |
| ৭.১.২ লিপিবদ্ধকরণে ভুল | 76 |
| ৭.১.৩ অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ পয়েন্ট (সিপি) এবং নিয়ন্ত্রণ পয়েন্ট (সিপি) শীট | 77 |
| ৭.১.৪ অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ | 78 |
| ৭.১.৫ অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্য এবং উপাদান | 78 |
| ৭.১.৬ অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ শক্তিশালীকরণ কৌশল | 79 |
| ৮. ভবিষ্যতের জন্য এজেন্ডা | ৭৭ |
| ৮.১. স্থাবর সম্পত্তি খতিয়ান বহি | ৭৮ |
| ৮.২ ই-ট্যাক্স | 83 |
| ৮.২.১ ই-গভর্নেন্সের মাধ্যমে করায়ন ব্যবস্থা | 83 |
| ৮.২.২ টাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনে ই-ট্যাক্সের অনুশীলন | 83 |
| ৮.৩ স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর কর | 87 |
| ৮.৩.১ স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর কর কী? | 87 |
| ৮.৪ ভূমি কর | 87 |
| ৮.৪.১ ভূমি কর কী? | 87 |
| ৮.৪.২ ভূমি কর হার: | 88 |
| ৯. পরিশিষ্ট | 89 |
| ৯.১ ফর্ম এ: ইমারত মালিককে ইমারতের তথ্য প্রদানের জন্য বিজ্ঞপ্তি | 89 |
| ৯.২ ফর্ম 'বি': ইমারত মালিক কর্তৃক ইমারতের তথ্য পূরণ করার জন্য ছক | 90 |
| ৯.৪ ফর্ম 'সি': কর নির্ধারণ তালিকা | 92 |
| ৯.৫ ফর্ম পি: কর নির্ধারণ এবং মূল্যায়নের বিরুদ্ধে আবেদন | ৮৯ |
| ৯.৬ বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল একাউন্টস্ রুল্‌স্, ১৯৩৫ এ উল্লিখিত দাবী ও আদায় রেজিস্টার কর (ফর্ম ১২) | ৯০ |
| ৯.৭ ফর্ম ৯: বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল একাউন্টস্ রুল্‌স্, ১৯৩৫ এর বিধি ৫২ এ বর্ণিত বিল ফর্ম | ৯৩ |
| ৯.৮ এমএসইউ সফটওয়্যার সৃষ্ট কর বিল: | ৯৪ |
| ৯.৯ ফর্ম ১৭: কর আদায় একত্রীকরণ ফর্ম | ৯৫ |
| ৯.১০ ফর্ম ক, বিধি ১০(১): কর খেলাপির নিকট প্রেরিতব্য নোটিশ | ৯৬ |
| ৯.১১ জাপানে জালিয়াতি | 101 |
| ৯.১২ অন্যান্য দেশে কর ব্যবস্থা (অস্ট্রেলিয়া, জাপান, নিউজিল্যান্ড, সিঙ্গাপুর, যুক্তরাজ্য) | ৯৮ |
| ৯.১২.১ দেশ অনুযায়ী কর ব্যবস্থার সংক্ষিপ্ত বিবরণ | 102 |
| ৯.১২.২ দেশ অনুযায়ী সম্পত্তি কর | 105 |
| ৯.১২.৩ দেশ অনুযায়ী খতিয়ান | ১০৪ |

সারণি সূচি

| | |
|---|-----|
| সারণি ১: বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার আরোপিত প্রধান প্রধান কর..... | ১৪ |
| সারণি ২: হোল্ডিং ট্যাক্স সম্পর্কিত আইনি বিধান..... | ১৫ |
| সারণি ৩: ৪টি সিটি কর্পোরেশনের ভিত্তি..... | ১৬ |
| সারণি ৪: হোল্ডিং ট্যাক্স উপাংশ রেইট (%) এবং উদ্দেশ্যাবলী..... | ১৭ |
| সারণি ৫: করের পরিমাণ নির্ধারণে অনুসৃত ধাপসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ..... | ১৮ |
| সারণি ৬: ৪টি সিটি কর্পোরেশনের কর হার..... | ২১ |
| সারণি ৭ কোন ক্ষেত্রে কে লাইটিং রেইট প্রদান করবেন..... | ২০ |
| সারণি ৮: পানির রেইট এবং পানির শূন্য পরিশোধের পর্যায়..... | ২১ |
| সারণি ৯: সম্পূর্ণ ভাড়া বাসা এবং নিজস্ব ব্যবহারের বাসার হোল্ডিং ট্যাক্স মূল্যায়ন পদ্ধতি..... | ২৩ |
| সারণি ১০: সিটি কর্পোরেশন এবং পৌরসভা কর বিধিমালার তুলনা..... | ২৫ |
| সারণি ১১ ইমারতের বার্ষিক মূল্য নির্ণয়ের তুলনামূলক আলোচনা (ভাড়া দেয়ার ক্ষেত্রে)..... | ২৬ |
| সারণি ১২ ইমারতের বার্ষিক মূল্য নির্ণয়ের প্রবাহ চার্ট (ভাড়া দেয়ার ক্ষেত্রে)..... | ২৭ |
| সারণি ১৩ ইমারতের বার্ষিক মূল্য নির্ণয়ের তুলনা (মালিকের নিজস্ব ব্যবহারের ক্ষেত্রে)..... | ২৮ |
| সারণি ১৪ ইমারতের বার্ষিক মূল্য নির্ধারণের প্রবাহ চিত্র (মালিকের নিজস্ব ব্যবহারের ক্ষেত্রে)..... | ২৯ |
| সারণি ১৫: গাসিকে অনুসৃত প্রমিত একক মূল্য (মাসিক মূল্য, বাংলাদেশী টাকা/বর্গফুট)..... | ৩০ |
| সারণি ১৬: নাসিকে অনুসৃত প্রমিত একক মূল্য..... | ৩০ |
| সারণি ১৭: রসিক এ অনুসৃত প্রমিত একক মূল্য..... | ৩১ |
| সারণি ১৮: কর নির্ধারণের ধরণ..... | ৩৫ |
| সারণি ১৯: চারটি সিটি কর্পোরেশনের সর্বশেষ কর ধার্য করার অর্থবছর..... | ৩৭ |
| সারণি ২০: চারটি সিটি কর্পোরেশনের হোল্ডিং ট্যাক্স আদায়ের হার (মার্চ ২০১৯ এর শেষ পর্যন্ত, %)..... | ৬২ |
| সারণি ২১ কর ছাড় এবং ছাড় হারের সময়সীমা..... | ৬৫ |
| সারণি ২২: চারটি সিটি কর্পোরেশনে দেরীতে কর পরিশোধের জন্য আরোপিত সারচার্জ..... | ৬৭ |
| সারণি ২৩: হোল্ডিং ট্যাক্স এবং স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর করের তুলনা..... | ৮৪ |
| সারণি ২৪ আন্তর্জাতিক কর প্রতিযোগিতাসূচক র্যাংকিং..... | ৯৮ |
| সারণি ২৫ দেশ অনুযায়ী কর কর্তৃপক্ষ..... | ৯৯ |
| সারণি ২৬ দেশ ও সরকারের স্তর অনুসারে প্রধান কর আইটেম..... | ১০০ |
| সারণি ২৭ দেশ অনুযায়ী সম্পত্তি করের সংক্ষিপ্ত বিবরণ..... | ১০১ |

চিত্র সূচি

| | |
|---|-------|
| চিত্র ১: বাংলাদেশে সরকার এবং সিটি কর্পোরেশন প্রদানকৃত পরিষেবাসমূহ..... | ৮ |
| চিত্র ২: সিটি কর্পোরেশন প্রদত্ত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবা..... | ৮ |
| চিত্র ৩: কর প্রদান, পরিষেবা সরবরাহ এবং জীবনযাত্রার মান সম্পর্কিত চক্র..... | ৯ |
| চিত্র ৪: ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে ৪ টি সিটি কর্পোরেশনের খাতওয়ারী রাজস্ব সংমিশ্রণ..... | ৯ |
| চিত্র ৫: ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে ৪টি সিটি কর্পোরেশনের খাতওয়ারী রাজস্ব সংমিশ্রণ (%)..... | ১০ |
| চিত্র ৬: ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে ৪টি সিটি কর্পোরেশনের মোট খাতওয়ারী রাজস্ব সংমিশ্রণ (একক: বাংলাদেশী টাকা)..... | ১০ |
| চিত্র ৭: সিটি কর্পোরেশন প্রদত্ত পরিষেবা হোল্ডিং ট্যাক্স পরিমান নির্ধারণের জন্য সূত্র | ১০ |
| চিত্র ৪: সিটি কর্পোরেশন প্রদত্ত পরিষেবা..... | ১২ |
| চিত্র ৯: করারোপনের মূলনীতি..... | ১৩ |
| চিত্র ১০: হোল্ডিং ট্যাক্স নির্ধারণ, আদায় ও ব্যবস্থাপনা তালিকা..... | ২২ |
| চিত্র ১১: হোল্ডিং ট্যাক্সের পরিমান নির্ধারণের সূত্র..... | ২৩ |
| চিত্র ১২: মূল্যায়ন পদ্ধতির সূত্র..... | ২৩ |
| চিত্র ১৩ মূল্যায়ন পদ্ধতি | ২৪ |
| চিত্র ১৪: ইমারতের গ্রস বার্ষিক মূল্য নির্ধারণের সূত্র..... | ৩০ |
| চিত্র ১৫ উদাহরণঃ ইমারতের সঠিক মূল্যের প্রতিফলনের জন্য নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর কর নির্ধারণ (ক্রমাবনতি হওয়ার ক্ষেত্রে)..... | ৩৪ |
| চিত্র ১৬ উদাহরণঃ ইমারতের সঠিক মূল্য প্রতিফলনের জন্য নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর কর নির্ধারণ (মূল্য বৃদ্ধির ক্ষেত্রে)..... | ৩৬ |
| চিত্র ১৭ কর নির্ধারণ প্রক্রিয়া | ৩৮ |
| চিত্র ১৮ ফর্ম এ: ইমারত সম্পর্কিত তথ্য প্রদানের জন্য ইমারত মালিককে বিজ্ঞপ্তি প্রদান..... | ৪১ |
| চিত্র ১৯ ফর্ম বি: ইমারত মালিক কর্তৃক ইমারত সংক্রান্ত তথ্য প্রদানের জন্য তথ্য ছক | ৪২ |
| চিত্র ২০ ফর্ম বি (কর নির্ধারক কর্তৃক পূরণযোগ্য): ইমারতের তথ্য পূরণের জন্য কর নির্ধারকের ফরম্যাট..... | ৪৩ |
| চিত্র ২১: ফর্ম সি: কর নির্ধারণ তালিকা | ৪৬ |
| চিত্র ২২: আপিল করার পদ্ধতি..... | ৪৭ |
| চিত্র ২৩: ফর্ম পি: কর নির্ধারণ এবং মূল্যায়নের বিরুদ্ধে আর্জি..... | ৪৮ |
| চিত্র ২৪: কর আদায় প্রক্রিয়া..... | ৫১ |
| চিত্র ২৫: চাহিদা ও আদায় রেজিস্টারসমূহ..... | ৫২-৫৪ |
| চিত্র ২৬: ফর্ম ৯: বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল একাউন্টস্ রুল্‌স্, ১৯৩৫ এ বর্ণিত বিল ফর্ম..... | ৫৫ |
| চিত্র ২৭: এমএসইউ সফ্টওয়্যারে তৈরি করা কর বিল | ৫৬ |
| চিত্র ২৮: ফর্ম ১৭ কর আদায় সংগলনের জন্য ফর্ম..... | ৫৭ |
| চিত্র ২৯: ২য় পর্যায়ের বাজেট পরিসীক্ষণ..... | ৫৯ |
| চিত্র ৩০: হোল্ডিং ট্যাক্স আদায়ের মনিটরিং পদ্ধতি | ৬০ |
| চিত্র ৩১: "বাজেট প্রস্তুতি_ পর্যায় ১" ফর্ম..... | ৬১ |
| চিত্র ৩২ হোল্ডিং ট্যাক্স আদায়ের মনিটরিং পদ্ধতি | ৬২-৬৩ |

| | |
|---|-----|
| চিত্র ৩৩: সিটি কর্পোরেশন সমূহে কর আদায় লিপিবদ্ধকরণ পদ্ধতি কর পোস্টারের নমুনা | ৬৪ |
| চিত্র ৩৪: কর পোস্টারের নমুনা | ৬৬ |
| চিত্র ৩৫: অপরিশোধিত কর আদায়ের প্রক্রিয়া | ৬৭ |
| চিত্র ৩৬: ফর্ম 'ক' বিধি ১০ (১): খেলাপীদের নিকট নোটিশ প্রেরণ | ৬৯ |
| চিত্র ৩৭: খেলাপীদের নিকট সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক প্রেরিত নোটিশের নমুনা | ৭০ |
| চিত্র ৩৮: হোল্ডিং ট্যাক্স আদায় প্রক্রিয়ার কর্মপ্রবাহ তালিকা | ৭১ |
| চিত্র ৩৯: বিক্রয় প্রক্রিয়া কর্মপ্রবাহ | ৭২ |
| চিত্র ৪০: ভিন্ন প্রকারের রেকর্ডিং ভুল | ৭৩ |
| চিত্র ৪১: লিপিবদ্ধকৃত ভুলের উদাহরণ | ৭৩ |
| চিত্র ৪২: সিপি শীটের উদাহরণ | ৭৪ |
| চিত্র ৪৩: অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্য ও উপাদান | ৭৫ |
| চিত্র ৪৪: অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ বাড়ানোর ধাপ | ৭৬ |
| চিত্র ৪৫: অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ বাড়ানোর জন্য তিনটি উপায় | ৭৭ |
| চিত্র ৪৬: সিটি কর্পোরেশনসমূহের বর্তমান পরিস্থিতি | ৭৮ |
| চিত্র ৪৭: জাপানের স্থানীয় সরকার প্রদত্ত সম্পত্তি কর সনদপত্রের উদাহরণ | ৭৯ |
| চিত্র ৪৮: জাপানের স্থানীয় সরকারে সম্পত্তি কর সনদপত্রে সম্পদের আইটেমওয়ারী বিবরণ | ৭৯ |
| চিত্র ৪৯: ই-রাজস্ব ব্যবস্থাপনার লগ স্ক্রীন | ৮১ |
| চিত্র ৫০: ই-রাজস্ব ব্যবস্থাপনার ড্যাশবোর্ড | ৮২ |
| চিত্র ৫১: ই-হোল্ডিং নিবন্ধনকরণ স্ক্রীন | ৮২ |
| চিত্র ৫২: স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তরের উপর আরোপিত কর | ৮৩ |
| চিত্র ৫৩: জাপানে জালিয়াতি | ৯৭ |
| চিত্র ৫৪: প্রদেয় হারের সূত্র ও ডলারের হার সিংগাপুর মূল্যায়ন বিজ্ঞপ্তি এর নমুনা | ১০২ |
| চিত্র ৫৫: প্রদেয় সম্পত্তি করের সূত্র যুক্তরাজ্য সম্পত্তি নিবন্ধনের নমুনা | ১০৩ |
| চিত্র ৫৬: অস্ট্রেলিয়ায় জমি হস্তান্তরের নমুনা | ১০৪ |
| চিত্র ৫৭: অস্ট্রেলিয়ায় পেনশনারদের জন্য ছাড়ের ফর্মের নমুনা | ১০৫ |
| চিত্র ৫৮: নিউজিল্যান্ডের জমি হস্তান্তরের নিবন্ধনের নমুনা | ১০৬ |
| চিত্র ৫৯: সিংগাপুর ভূমি শিরোনাম আইন অনুযায়ী ইজারা সংক্রান্ত ডকুমেন্টের প্রতিলিপি | ১০৭ |
| চিত্র ৬০: সিংগাপুর মূল্যায়ন বিজ্ঞপ্তি এর নমুনা | ১০৮ |
| চিত্র ৬১: যুক্তরাজ্য সম্পত্তি নিবন্ধনের নমুনা | ১০৯ |
| চিত্র ৬২: যুক্তরাজ্য কাউন্সিল কর বিলের নমুনা | ১১০ |

শব্দ সংক্ষেপণ ও ব্যাখ্যা

| | |
|----------|---|
| সিপি | কন্ট্রোল (নিয়ন্ত্রন) পয়েন্ট |
| আইসিটি | ইনফরমেশন এন্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি |
| ডিএসসিসি | ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন |
| ই-জিপি | ই-গভর্নমেন্ট (সরকারি) প্রকিউরমেন্ট (ক্রয়) |
| এফএমএমসি | ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট এন্ড মিউনিসিপ্যাল ফাইন্যান্স কন্সাল্টেন্সি |
| ডিসিআর | দাবী এবং আদায় রেজিস্টার (ডিমান্ড এন্ড কালেকশন রেজিস্টার) |
| এফওয়াই | অর্থ বছর (ফিন্যান্সিয়াল ইয়ার) |
| সিফোরসি | ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট অব্ সিটি কর্পোরেশন |
| এমএসইউ | মিউনিসিপ্যাল সাপোর্ট ইউনিট |
| এলজিইডি | স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর |
| এলজিডি | স্থানীয় সরকার বিভাগ |
| ওয়াসা | পানি সরবরাহ এবং পয়ঃ নিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ |
| এলজিআই | স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান |
| এসিটি | দুর্নীতি দমন কমিশন |
| ভ্যাট | মূল্য সংযোজন কর |
| বিডিটি | বাংলাদেশী টাকা |
| কেপিআই | কি পয়েন্ট ইন্ডিকেটর |
| কুসিক | কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন |
| গাসিক | গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন |
| রসিক | রংপুর সিটি কর্পোরেশন |
| নাসিক | নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন |

১. ভূমিকা

১.১ প্রাত্যহিক জীবনে কর

প্রাত্যহিক জীবনে সরকার, স্থানীয় সরকার প্রদত্ত বিভিন্ন প্রকারের পরিষেবা নাগরিকগণ ভোগ করে থাকেন। নিয়মিত পরিষেবাসমূহের মধ্যে সামাজিক পরিষেবা যেমনঃ স্বাস্থ্য, জনস্বাস্থ্য, শিক্ষা; নিরাপত্তা ও সুরক্ষা সম্পর্কিত পরিষেবা যেমনঃ প্রতিরক্ষা, জননিরাপত্তা ও অগ্নি নির্বাপন এবং অবকাঠামো সম্পর্কিত পরিষেবা যেমনঃ পানি সরবরাহ, পয়ঃনিষ্কাশন, রাস্তা-ঘাট ও সেতু ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এ সার্বজনীন পরিষেবাসমূহ নাগরিকদের সুন্দর জীবন-যাপনের জন্য অত্যাবশ্যিক।



চিত্র ১: সরকার এবং স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) প্রদত্ত পরিষেবাসমূহ

রাষ্ট্র ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে এ পরিষেবাগুলি প্রদানের জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হয়। এ সকল পরিষেবা ব্যবহারের জন্য সাধারণতঃ কোন ফি গ্রহণ করা হয় না। নাগরিকগণের প্রদানকৃত কর, ফি, রেইট, টোল ইত্যাদি দিয়ে সরকার ও স্থানীয় সরকার এ ব্যয় নির্বাহ করে থাকে। সিটি কর্পোরেশনকর্তৃক প্রদত্ত সেবাসমূহ নিচের চিত্রে উপস্থাপন করা হলো।



নিয়মিত কর প্রদানের মাধ্যমে রাজস্ব বৃদ্ধির ফলে নাগরিকদের মানসম্মত পরিষেবা প্রদান সহজ হয় যা নাগরিকদের জীবনযাত্রার

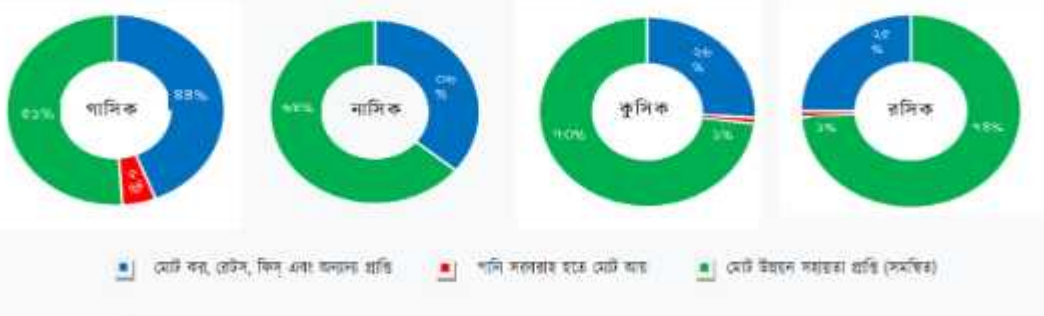
মান উন্নয়নে ভূমিকা রাখে। বিষয়টি চিত্র ২ এ বর্ণনা করা হয়েছে। সুতরাং, নাগরিকদের আস্থা অর্জনের স্বার্থে সিটি কর্পোরেশনকে সঠিকভাবে কর নির্ধারণ ও ফলপ্রসূ আদায় পদ্ধতি প্রণয়ন এবং এর বাস্তবায়ন করা গুরুত্বপূর্ণ।



চিত্র ৩: কর প্রদান, পরিষেবা সরবরাহ এবং জীবনযাত্রার মান সম্পর্কিত চক্র

কর খাতে আয় বৃদ্ধির মূল চাবিকাঠি হলো করদাতাদের আস্থা অর্জন। এ আস্থা অর্জনের জন্য সঠিকভাবে করের বিধিমালা প্রয়োগ, স্বচ্ছতা ও দক্ষতার সাথে কর আদায় পদ্ধতি পরিচালনা এবং করদাতাদের মধ্যে সমতা নিশ্চিত করা অত্যাবশ্যকীয়।

বাংলাদেশের স্থানীয় সরকারসমূহের আয় তাদের নিজস্ব আয়ের পাশাপাশি বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় ও অন্যান্য খাতের উপর কেন্দ্রীয় সরকারের অবদান, ক্ষেত্র বিশেষে উন্নয়ন সহযোগীদের নিকট প্রকল্প সহযোগিতা হিসেবে প্রাপ্ত ঋণ ও অনুদানের উপর নির্ভর করে। চিত্র-৩ এ ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট অব সিটি কর্পোরেশন (পরবর্তীতে "সিফরসি প্রকল্প" হিসাবে উল্লিখিত) প্রকল্পভুক্ত চারটি সিটি কর্পোরেশন এ ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে খাতওয়ারী রাজস্ব উপস্থাপন করা হলো^১। সিটি কর্পোরেশনসমূহে জনবল নিয়োগ এবং অবকাঠামোসমূহ পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যয় নির্বাহের জন্য তাদের রাজস্ব হিসাবের প্রাপ্তিগুলির উপর নির্ভর করতে হয়। উল্লেখ্য, সিটি কর্পোরেশনসমূহের ক্ষমতা বৃদ্ধির স্বার্থে তাদের নিজস্ব রাজস্ব আয় বৃদ্ধির দিকে মনোনিবেশ করা প্রয়োজন।



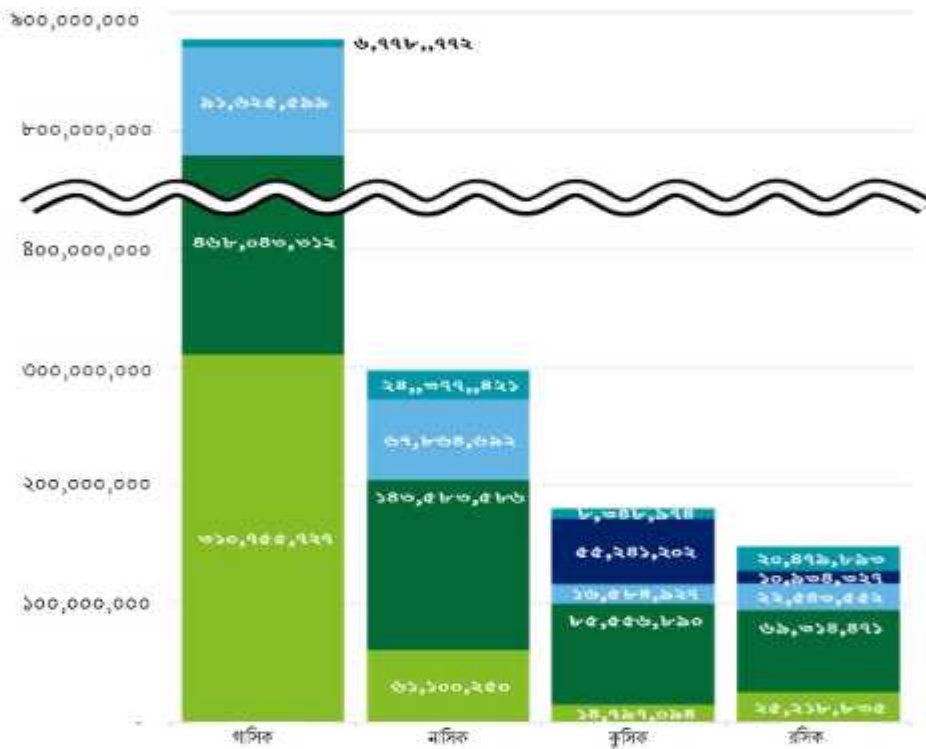
চিত্র ৪: ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে ৪ টি সিটি কর্পোরেশনের খাতওয়ারী রাজস্ব

^১ সিটি কর্পোরেশনসমূহের সক্ষমতা উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্পটি মারায়গঞ্জ সিটি কর্পোরেশন (নাসিক), কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন (কুসিক), রংপুর সিটি কর্পোরেশন (রাসিক), এবং গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন (গাসিক) সম্মিলিতভাবে "৪ সিটি" হিসাবে উল্লিখিত, এই ৪টি সিটি কর্পোরেশনের প্রশাসনিক এবং আর্থিক পরিচালনা ক্ষমতা উন্নত করার ক্ষেত্রে সহায়তা করছে।

বাংলাদেশের স্থানীয় সরকারসমূহের রাজস্ব আয়ের সঠিক নিরূপনযোগ্য এবং টেকসই উৎস হ'ল হোল্ডিং ট্যাক্স যা হতে সিটি কর্পোরেশনসমূহ তাদের নিজস্ব আয়ের অর্ধেকের বেশি রাজস্ব পেয়ে থাকে। চিত্র-৪ ও ৫ এ সম্পর্কিত তথ্য উপস্থাপন করা হলো।



চিত্র ৫: ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে ৪টি সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব আয়ের উৎস (%)



চিত্র ৬: ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে ৪টি সিটি কর্পোরেশনের মোট খাতওয়ারী রাজস্ব সংমিশ্রণ (একক: বাংলাদেশী টাকা)

সিটি কর্পোরেশনসমূহের আর্থিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণসহ হোল্ডিং ট্যাক্স সহ অন্যান্য রাজস্ব আয় বৃদ্ধি করা অত্যাবশ্যিক। মালিকানা চিহ্নিতকরণ^১, কর নির্ধারণে অনিয়ম, ম্যানুয়ালি (হাতে কলমে) কর নির্ধারণ ব্যবস্থা,



^১ মালিকানা সংক্রান্ত বিষয়ে উপযুক্ত তথ্যের অভাবে ইমারত মালিককে সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা না গেলে মালিকানা সনাক্তকরণ সংক্রান্ত সমস্যার উত্তর হয়। এ ছাড়াও, যৌথ মালিকদের কেউ একই

কর নির্ধারণে স্বচ্ছতার অভাব^১, করদাতাদের মধ্যে কর নির্ধারণ ও মূল্যায়ন পদ্ধতি সম্পর্কে সচেতনতার অভাব ইত্যাদি বিভিন্ন সমস্যা চিহ্নিত করে তা নিরসনের ব্যবস্থা করতে পারলে রাজস্ব আয় বৃদ্ধি পাবে। এগুলো করদাতাদের নিকট করারোপন প্রক্রিয়াকে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে হবে এ লক্ষ্যে বিদ্যমান কর বিধিমালা বোঝা, কর নির্ধারণ ও আদায় ইত্যাদি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন।

১.২ হোল্ডিং ট্যাক্স ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত ম্যানুয়াল প্রণয়নের উদ্দেশ্য ও পরিধি

ম্যানুয়ালটির উদ্দেশ্যঃ

১) কর নির্ধারণ ও কর আদায়ের দায়িত্বে নিয়োজিত সিটি কর্পোরেশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদেরকে এই ম্যানুয়াল বিদ্যমান কর আরোপ সংক্রান্ত বিধিমালার বিশদ ব্যাখ্যা প্রদান করবে। বিশেষ করে নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কর বিধিমালা এবং কর ব্যবস্থাপনার পুরো প্রক্রিয়া সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ ধারণা প্রদানের উদ্দেশ্যে ম্যানুয়ালটি প্রণয়ন করা হয়েছে। নিবন্ধিত ইমারতসমূহের পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গকে ম্যানুয়ালটি সহায়তা করবে। (বর্তমান বিধান অনুযায়ী প্রতি পাঁচ বছর অন্তর কর পর্যায়ক্রমিক পুনর্নির্ধারণ করা প্রয়োজন। সিটি কর্পোরেশনসমূহ এই উদ্দেশ্যে বেশ কিছু সংখ্যক অতিরিক্ত কর্মী নিয়োগ করে থাকেন। সিটি কর্পোরেশনসমূহ কর পুনর্নির্ধারণ সহজ করার জন্য অতিরিক্ত নিয়োজিত কর্মচারীদেরকে দ্রুত ও উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রদানেও এ ম্যানুয়ালটি ব্যবহার করা যেতে পারে।)

প্রত্যাশিত ব্যবহারকারীঃ

- ১) কর নির্ধারণ ও আদায়ের দায়িত্বে নিয়োজিত সিটি কর্পোরেশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদেরকে কর ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা প্রদান এবং করদাতাদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য এ ম্যানুয়াল একটি গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হবে।
- ২) আর্থিক হিসাব এবং প্রতিবেদন প্রণয়নের দায়িত্বে নিয়োজিত সিটি কর্পোরেশনের কর্মকর্তাদের জন্য প্রণীত এ ম্যানুয়ালে আর্থিক বিবরণীর উপযুক্ত মান নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় কর্মপ্রবাহ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে, ম্যানুয়ালটি বিশেষভাবে প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা এবং হিসাব বিভাগের ব্যবস্থাপক/পরিচালকদের জন্য প্রণীত হয়েছে, যারা কৌশলগত আর্থিক পরিকল্পনা^২ এবং বাজেট প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করেন।

^১ কর নির্ধারকদের অনুসরণের জন্য বিধিমালাসমূহ পর্যাপ্ত ও পরিষ্কার নয়।

^২ "কৌশলগত আর্থিক পরিকল্পনা" বলতে আর্থিক প্রক্ষেপণ এবং কৌশলগত বাজেটকে বোঝায়, যা স্থানীয় সরকার বিভাগের বাজেট ব্যবস্থাপনা ম্যানুয়ালে বর্ণিত হয়েছে।

২. কর

২.১ কর কী

একজন ব্যক্তির আয়, সম্পত্তি বা তার ক্রয়কৃত পণ্য বা পরিষেবার উপর ভিত্তি করে সরকারকে বাধ্যতামূলকভাবে প্রদেয় অর্থই কর। রাজস্ব আয় বৃদ্ধির জন্য করারোপ সরকারের একটি অন্যতম জনপ্রিয় পদ্ধতি। অপর জনপ্রিয় পদ্ধতি হল ফি। এটি হলো জনস্বার্থে সরকার প্রদত্ত পরিষেবা প্রদানের বিনিময়ে সরকারকে প্রদত্ত অর্থ। ফি প্রদানকারী সরকারের নিকট হতে নির্দিষ্ট সুবিধা ভোগ করে থাকেন।

২.১.১ করারোপের মূলনীতি

কর ব্যবস্থার নকশা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের সময়, করদাতাদের মনোভাব বোঝা ও বিশ্বাস অর্জনের জন্য কর ব্যবস্থাপনায় নিম্নলিখিত নীতি ও পদ্ধতিসমূহের প্রতিফলন অতীব জরুরি। জনগণের জন্য সকল মানবিক সেবা নিশ্চিত করা এবং সকল পরিষেবাকে পরিমাণগত ও গুণগতভাবে ধরে রাখা সরকারের একাধিক পক্ষে অসম্ভব। কর পদ্ধতির জন্য নিম্নোক্ত তিনটি আদর্শ মূলনীতি অনুসরণীয়ঃ

- **ন্যায্যতা ও স্বচ্ছতা**

বিভিন্ন আর্থিক স্তরের জনগণের কর প্রদানের ক্ষমতার ভিত্তিতে করের পরিমাণ নির্ধারিত হবে।

- **নিরপেক্ষতা**

কর আদায়কারী প্রতিষ্ঠান ব্যক্তির অর্থনৈতিক কার্যক্রম, সামাজিক মর্যাদা বা পেশীশক্তি দ্বারা প্রভাবিত হবে না।

- **সহজবোধ্যতা**

কর প্রদানের ব্যবস্থা সহজ ও সরল হবে। অর্থাৎ, কর ব্যবস্থা সহজবোধ্য হলে করদাতা কর প্রদানে উৎসাহিত হবে এবং করের পরিমাণ সম্পর্কে পূর্ব ধারণা তৈরী হবে।





চিত্র 9: কররোপনের মূলনীতি

২.১.২ করের ভূমিকা

করের তিনটি ভূমিকা রয়েছেঃ

- সরকার/স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) প্রদত্ত পরিষেবার জন্য তহবিল বৃদ্ধি (তহবিল সংগ্রহের কার্যক্রম)
- মানুষের আয় এবং সম্পদ পুনর্বিভাজন (আয় পুনর্বিভাজন কার্যক্রম)

আয়ের পুনর্বিভাজন ও উত্তরাধিকার কর ক্রমবর্ধমান হার কাঠামোর মাধ্যমে পুনর্বিভাজন এবং ব্যয়ের ক্ষেত্রে সামাজিক সুরক্ষা সুবিধা নিশ্চিত করার মাধ্যমে জনগণের আয় এবং সম্পদ পুনর্বন্টনে ভূমিকা পালন।

- অর্থনীতিকে স্থিতিশীল করা (অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা কার্যক্রম)

অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির সময় কর হার বা কর ভিত্তি বাড়িয়ে চাহিদায় লাগাম টানা এবং অর্থনৈতিক মন্দার সময় কর হার বা কর ভিত্তি হ্রাসের মাধ্যমে দ্রব্য চাহিদার বৃদ্ধিকে অনুপ্রাণিত করা (যে সমস্ত দেশে কার্যকর রাজস্ব নীতিমালা রয়েছে সে সমস্ত দেশের জন্য প্রযোজ্য)।

২.১.৩ করের উল্লেখযোগ্য দিকসমূহঃ

- কররোপনের উদ্দেশ্য

কররোপনের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে রাজস্ব বৃদ্ধি করা। ফি এবং চার্জ সরাসরি পরিষেবার সাথে সম্পৃক্ত থাকলেও কর পরিষেবার

প্রদানের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত নয়। তবে কর প্রদান কোন কোন ক্ষেত্রে সরকারি সম্পদ বা সুবিধা ব্যবহারের ক্ষেত্রে নাগরিকগণের আচরণকে উদ্বুদ্ধ করে। অনেক ধরনের কর রয়েছে। নিম্নে উদাহরণ হিসেবে কয়েকটি উল্লেখ করা হলোঃ

- আয়কর: ব্যক্তি বা একটি সংস্থার লাভের উপর এ কর ধার্য করা হয়।
- সম্পদ কর: একজন ব্যক্তি বা একটি সংস্থার মালিকানাধীন মোট সম্পদের উপর এ কর ধার্য করা হয়।
- ভোগ কর: পণ্য ও পরিষেবা ভোগের পরিমানের উপর এ কর ধার্য করা হয়।

• কাকে কর প্রদান করতে হবে?

- সরকারকে = সরকারকে প্রদেয় কর
- স্থানীয় সরকারকে = স্থানীয় সরকারকে প্রদেয় কর

• করের ব্যবহার কী?

- সাধারণ কর: সরকার এ অর্থ জনকল্যাণে যে কোনও কাজে ব্যয় করতে পারে।
- নির্ধারিত কর: এ ধরনের কর হতে প্রাপ্ত রাজস্বের ব্যবহারগুলি পূর্ব নির্ধারিত এবং এই করের অর্থ কেবলমাত্র পূর্ব নির্ধারিত পরিষেবার জন্য ব্যয় করা হয়ে থাকে।

২.২ বাংলাদেশে কর

বাংলাদেশে, করারোপনের চারটি ভূমিকা রয়েছেঃ

- ১) সরকার পরিচালনার জন্য কর একটি প্রয়োজনীয় রাজস্ব আয়ের উৎস;
- ২) কর সরকারি পরিষেবা এবং বিনিয়োগের (জনসাধারণের পণ্য খাতে) জন্য অর্থের যোগান দেয়;
- ৩) বিনিয়োগ, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি
- ৪) সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমতা এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য করারোপন একটি নির্ভরযোগ্য উপায়।

করারোপনের প্রথম ও দ্বিতীয় ভূমিকা অনুযায়ী স্থানীয় সরকারের পক্ষ হতে জনসাধারণকে প্রদানকৃত পরিষেবাসমূহ উন্নত করার ক্ষেত্রে কর খাতের আয় একটি গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক যোগান। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের সক্ষমতা উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির জন্য করখাতে রাজস্ব আয় বৃদ্ধি করা একান্ত প্রয়োজন। সুতরাং, কর খাতে প্রাপ্ত পর্যাপ্ত আয় জনসাধারণকে প্রদত্ত পরিষেবার মানকে উন্নত করবে যা নাগরিকদের জীবন-মান উন্নত করতে সহায়তা করবে।

সারণি ১ এ বাংলাদেশের প্রধান স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আরোপিত প্রধান প্রধান কর এবং প্রতিটি করের জন্য মডেল কর তফসিলের সাথে সম্পর্কিত বিধানসমূহ দেখানো হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে হোল্ডিং ট্যাক্স সংক্রান্ত আলোচনায় সিটি কর্পোরেশনের কর সম্পর্কিত আইনের ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

সারণি ১: বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার আরোপিত প্রধান প্রধান কর

| করের নাম | সিটি কর্পোরেশন মডেল কর তফসিল ২০১৬ এর সংশ্লিষ্ট ধারা |
|--------------------------------|--|
| ভূমি ও ইমারতের উপর কর | ৩ |
| অস্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর কর | ৪ |
| কনজারভ্যান্সি রেইট | ৫ |
| লাইটিং রেইট | ৬ |
| পানি সরবরাহ রেইট ^১ | ৭ |
| স্বাস্থ্য কর ^২ | ৮ |
| আবাসিক হোটেল ^৩ | ৯ |
| ব্যবসা, পেশা বা শিল্পের উপর কর | ১০ |

দ্রষ্টব্য: স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ২০০৯ এর চতুর্থ তফসিলে সিটি কর্পোরেশন আরোপিত কর এবং অন্যান্য রাজস্বের উৎস লিপিবদ্ধ রয়েছে।

* ইমারত নির্মাণ ও পুনর্নির্মাণের জন্য এ কর আরোপ করা হয়।

^১ যে সমস্ত সিটি কর্পোরেশনের পানির সরবরাহের দায়িত্ব ওয়াসার হাতে রয়েছে, সেখানে পানি সরবরাহাবাদ সিটি কর্পোরেশন কোন কর আরোপ করতে পারে না।

^২ এ কর শুধুমাত্র রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনে আরোপ করা হয়।

^৩ ভ্যাট বাদে ঘরের ভাড়ার উপর আবাসিক হোটেলের কর চার্জ করা হয়।

৩. হোল্ডিং ট্যাক্স

৩.১ হোল্ডিং ট্যাক্স কীঃ

হোল্ডিং ট্যাক্স বলতে সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন এলাকায় অবস্থিত জমি এবং ইमारতের মূল্যের উপর আরোপিত করকে বুঝায়। এ কর নির্ধারিত পরিষেবার জন্য দাবীকৃত রেইট বা নির্দিষ্ট করসহ একটি সমন্বিত কর। হোল্ডিং ট্যাক্স হতে প্রাপ্ত রাজস্ব সাধারণত স্থিতিশীল।

সারণি ২: হোল্ডিং ট্যাক্স সম্পর্কিত আইনি বিধান

| আইন/বিধিমালা | খণ্ড | মুদ্রণ |
|--|------------------------|--|
| স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ২০০৯ | ধারা ৮২-৮৭ এবং তফসিল ৪ | মৌলিক নীতিমালা এবং করারোপনের কর্তৃপক্ষ |
| সিটি কর্পোরেশন (করারোপন) বিধিমালা ১৯৮৬ | ৩-৩৮ | করারোপনের কর্তৃপক্ষ এবং পূর্ণাঙ্গ পদ্ধতি |
| সিটি কর্পোরেশন মডেল কর তফসিল, ২০১৬ | - | সিটি কর্পোরেশন মডেল কর তফসিল |
| বেঙ্গল মিউনিসিপাল একাউন্টিং রুলস্, ১৯৩৫ | অধ্যায় III ৩২-৭৫ | কর আদায় |
| পৌরসভা করারোপন ও আদায় পদ্ধতি বিধিমালা, ২০১৩ | ৩-৩৪ | মৌলিক নীতিমালা, জমি ও ইमारতের উপর কর, রেইটস এবং অস্থাবর সম্পত্তির উপর কর |

পৌরসভা এবং/অথবা ইউনিয়ন (সারণি ৩ দ্রষ্টব্য) একত্রিকরণের মাধ্যমে গঠিত তুলনামূলকভাবে নতুন ৪টি সিটি কর্পোরেশন হোল্ডিং ট্যাক্স ব্যবস্থাপনার জন্য এখনও সিটি কর্পোরেশন (করারোপন) বিধিমালা ১৯৮৬ অনুসরণ করছে।

সারণি ৩: ৪টি সিটি কর্পোরেশনের প্রতিষ্ঠার ডিভি

| সিটি কর্পোরেশনের নাম | প্রতিষ্ঠার তারিখ | সিটি কর্পোরেশনের অন্তর্ভুক্ত এলাকা |
|----------------------------|--------------------|---|
| গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন | জানুয়ারি ১৩, ২০১৬ | <ul style="list-style-type: none"> টকি পৌরসভা গাজীপুর পৌরসভা গাছা ইউনিয়ন পুর্বািল ইউনিয়ন বাসন ইউনিয়ন কুইলাটিয়া ইউনিয়ন কাশিমপুর ইউনিয়ন কোনাবাড়ি ইউনিয়ন |
| নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন | মে ৫, ২০১১ | <ul style="list-style-type: none"> নারায়নগঞ্জ সদর পৌরসভা সিদ্ধিরগঞ্জ পৌরসভা কদমরসুল পৌরসভা |
| কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন | জুলাই ১০, ২০১১ | <ul style="list-style-type: none"> কুমিল্লা সদর পৌরসভা কুমিল্লা দক্ষিণ পৌরসভা |
| রংপুর সিটি কর্পোরেশন | জুন ২৮, ২০১২ | <ul style="list-style-type: none"> রংপুর পৌরসভা পরশুরাম ইউনিয়ন উত্তম ইউনিয়ন তাপোধন ইউনিয়ন সাতগাড়া ইউনিয়ন দাশোরা ইউনিয়ন পামঘাট ইউনিয়ন রাজেন্দ্রপুর ইউনিয়ন কল্যানী ইউনিয়ন (আংশিক) সাতগ্রাম ইউনিয়ন (আংশিক) |

৩.১.১ করারোপনের ক্ষেত্র

হোল্ডিং ট্যাক্স আরোপনের ক্ষেত্র হলো স্থাবর সম্পত্তি জমি ও ইমারত। তবে বাস্তবে, হোল্ডিং ট্যাক্সের মূল ক্ষেত্র হলো ইমারত, যাতে জমির মূল্য প্রতিফলিত হয়। জমির জন্য "ভূমি কর" নামে পরিচিত পৃথক একটি কর রয়েছে, যা একই ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের মালিকানাধীন অনুন্নয়নকৃত জমির উপর আরোপিত বার্ষিক কর।

সিটি কর্পোরেশন (করারোপন) বিধিমালা ১৯৮৬



১৯. জমি ও ইমারতের বার্ষিক মূল্যের উপর নির্ধারণযোগ্য করসমূহঃ

এই অধ্যাদেশ ও বিধিমালার বিধান সাপেক্ষে, ইমারত এবং জমির বার্ষিক মূল্যের উপর শতাংশ হারে নিম্নলিখিত কর এবং রেইটগুলি আরোপ করা হবে:

(ক) ইমারত ও জমির উপর কর;

(খ) লাইটিং রেইট;

(গ) কনজারভ্যান্সি রেইট...

সারণি ৪: হোল্ডিং ট্যাক্স উপাংশ রেইট (%) এবং উদ্দেশ্যাবলী

| কর | সর্বোচ্চ হার (%) | উদ্দেশ্য |
|----------------------|------------------|---|
| জমি ও ইমারতের উপর কর | ৭% | ব্যয়ের খাত নির্দিষ্ট করা নেই |
| লাইটিং রেইট | ৫% | রাস্তার বাতি, বিদ্যুৎ এবং সংরক্ষণ ব্যয় নির্বাহ |
| কনজারভ্যান্সি রেইট | ৭% | বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও নালা/ড্রেন পরিষ্কার |
| পানি সরবরাহ রেইট | ৩% | পানি সরবরাহ |
| মোট | ২২% | |

উৎসঃ সিটি কর্পোরেশন মডেল কর তফসিল, ২০১৬ অনুযায়ী

৩.১.২ করদাতা

হোল্ডিং ট্যাক্সের করদাতা জমি বা ইমারতের মালিক।

সিটি কর্পোরেশন (করারোপন) বিধিমালা ১৯৮৬



৩৩. কারা কর প্রদান করবেন

এই বিধিমালায় বর্ণিত ব্যতিক্রম ব্যতিরেকে ইমারত বা জমির বার্ষিক মূল্যহার অনুযায়ী নির্ধারিত কর ইমারত বা জমির মালিক কর্তৃক প্রদেয় ...

৩.১.৩ হোল্ডিং ট্যাক্সের পরিমাণ

ইমারতের মূল্যকে ভিত্তি করে হোল্ডিং ট্যাক্স নির্ধারণ করা হয়। প্রদানযোগ্য করের পরিমাণ তিনটি ধাপে নির্ধারণ করা হয়। এ বিষয়ে অধ্যায় ৪ হোল্ডিং ট্যাক্সের মূল্যায়ন ও নির্ধারণ শীর্ষক আলোচনায় বিস্তারিত বলা হয়েছে।

সারণি ৫: করের পরিমাণ নির্ধারণে অনুসৃত ধাপসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

| নির্ধারণের ধাপসমূহ | পদ্ধতি | নির্ধারণ পদ্ধতি | সম্পর্কিত বিষয় |
|------------------------------|-------------|---|----------------------|
| ১) ইমারতের বার্ষিক মূল্য | কর নির্ধারণ | মানুস্যাল পদ্ধতিতে মূল্যায়ন এবং নির্ধারণের মাধ্যমে | • মানগত একক মূল্য |
| ২) প্রদানযোগ্য বার্ষিক কর | কর নির্ধারণ | নির্ধারিত কর নির্ধারণ সূত্র অবলম্বনে | • কর • কর রেয়াত |
| ৩) প্রকৃত কর প্রদানের পরিমাণ | কর আদায় | নির্ধারিত কর নির্ধারণ সূত্র অবলম্বনে | • ছাড় • সারচার্জ |

(১) ইমারতসমূহের বার্ষিক মূল্য নির্ধারণ

একজন কর নির্ধারণকারী করদাতার জমা দেয়া ইমারত বিবরণীকে ভিত্তি ধরে বার্ষিক মূল্য নির্ধারণ করেন।

(২) পরিশোধযোগ্য বার্ষিক করের পরিমাণ গণনা

একজন কর নির্ধারণকারী ইমারতের বার্ষিক মূল্যকে নির্ধারিত কর হার দ্বারা গুন করে প্রদেয় বার্ষিক করের পরিমাণ নির্ধারণ করেন। এ প্রক্রিয়াতে কর ছাড়ের বিষয়টি বিবেচনা রাখা হয়।

(৩) পরিশোধযোগ্য করের পরিমাণ নির্ধারণ

কর পরিশোধের ক্ষেত্রে ছাড় প্রদান বা সারচার্জ প্রয়োগের বিধান রয়েছে বিধায় হোল্ডিং ট্যাক্সের প্রকৃত পরিমাণ কর পরিশোধের তারিখের উপর নির্ভর করে।

৩.১.৪ করের হার (শতাংশ)

সিটি কর্পোরেশন হোল্ডিং ট্যাক্সের হার (শতাংশ) আইনি কাঠামোর আওতায় নির্ধারণ করে। পরবর্তী অর্থবছরের বার্ষিক বাজেট চূড়ান্ত হওয়ার আগে ইমারতসমূহের বার্ষিক মূল্যহার নির্ধারণ করা হয়। সিটি কর্পোরেশন সরকার জারিকৃত নির্ধারিত মডেল কর তফসিলে বর্ণিত কর হারের চাইতে বেশি হারে কর নির্ধারণ করতে পারে না।

সিটি কর্পোরেশন (করারোপন) বিধিমালা ১৯৮৬

৩. কর, রেইটস ইত্যাদির সর্বোচ্চ হার —

অধ্যাদেশের অধীনে আরোপিত কোনও কর, রেইটস, উপকর (সেস), টোল বা ফি সিটি কর্পোরেশনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য মডেল কর তফসিলে বর্ণিত কর হারের বেশি হতে পারবে না।



সিটি কর্পোরেশন (করারোপন) বিধিমালা ১৯৮৬

৩৫. বার্ষিক বাজেট চূড়ান্ত করার আগে কর হার বা রেইটস এর শতাংশ নির্ধারণ —

সরকার অনুমোদিত সর্বোচ্চ কর হার সাপেক্ষে, সিটি কর্পোরেশন বার্ষিক বাজেট চূড়ান্ত হওয়ার পূর্বে অনুষ্ঠেয় সভায় ইমারত এবং জমির বার্ষিক মূল্য হার নির্ধারণ করবে, যার উপর ভিত্তি করে বিধি ১৯ এ বর্ণিত কর বা রেইটস পরবর্তী অর্থবছরে আদায়যোগ্য হবে এবং সিটি কর্পোরেশন পরবর্তীতে অনুষ্ঠিত সভায় বার্ষিক মূল্যের উপর অন্য কোন কর হার নির্ধারণ না করা পর্যন্ত ধার্যকৃত কর হার বহাল থাকবে, যা পরবর্তী বছরের শুরুতে আদায়যোগ্য হবে।

তবে শর্ত থাকে যে, কোন এলাকা প্রথম এই অধ্যাদেশের আওতাভুক্ত হলে অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত তারিখ হতে উক্ত এলাকার কর বা রেইটস আদায়যোগ্য হবে।



নীচের সারণিতে সিটি কর্পোরেশন মডেল কর তফসিল, ২০১৬ এ বর্ণিত আইনানুগ সর্বোচ্চ কর হার এবং ৪টি সিটি কর্পোরেশনের করের হারগুলি দেখানো হলো।

সারণি ৬: ৪টি সিটি কর্পোরেশনের করহার*

| | মডেল কর ডবলিং, ২০১৬ (সর্বোচ্চ %) | গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন | | নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন | কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন | রংপুর সিটি কর্পোরেশন |
|----------------------|--|------------------------|-----------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| | | অকল ১,৪ | অকল ২,৩,৫,৬,৭,৮ | | | |
| জমি ও ইমারতের উপর কর | ৭.০% | ৭.০% | ৭.০% | ৭.০% | ৭.০% | ৭.০% |
| লাইটিং রেইট | ৫.০% | ২.০% | ০.০% | ৫.০% | ২.০% | ৩.০% |
| কনজারভ্যান্সি রেইট | ৭.০% | ১.০% | ০.০% | ৭.০% | ৭.০% | ৭.০% |
| পানির রেইট | ৩.০% | প্রযোজ্য নয় | প্রযোজ্য নয় | ৩.০% | ১.০% | ৩.০% |
| মোট | ২২.০% | ১০.০% | ৭.০% | ২২.০% | ১৭.০% | ২০.০% |

উৎস: সিটি কর্পোরেশনসমূহের সরবরাহকৃত তথ্যের ভিত্তিতে জাইকা C4C দলের সমন্বয়কৃত তথ্য

গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন (গাসিক) এলাকায় সিটি কর্পোরেশন পানি সরবরাহ করে, কিন্তু এ জন্য তারা ইমারত মালিকদের নিকট হতে কোন প্রকার পানির রেইটস আদায় করে না। (নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন (নাসিক) ঢাকা ওয়াসার নিকট হতে পানি সরবরাহের কার্যক্রমের দায়িত্ব বুঝে নিয়েছে।)

৩.১.৫ আরোপিত করের উপর ছাড়

হোল্ডিং ট্যাক্স নির্ধারণের পরে উক্ত নির্ধারিত করের উপর কিছু ছাড় দেয়ার বিধান রয়েছে (কর বিধিমালা অনুযায়ী এই ছাড় সিটি কর্পোরেশনের করারোপ ক্ষমতার উপর "বিধিনিষেধ" হিসাবে অভিহিত)। ইমারতের উপর আরোপিত কর, লাইটিং রেইটস এবং পরিচ্ছন্নতা ও সংরক্ষণ রেইটসের উপর ছাড় প্রদানের জন্য সিটি কর্পোরেশন (করারোপন) বিধিমালা ১৯৮৬-এ বিধান রয়েছে। সিটি কর্পোরেশন (করারোপন) বিধিমালা ১৯৮৬ তে পানি সরবরাহের জন্য রেইট ধার্য করার কোন বিধান না থাকায় এবং সিটি কর্পোরেশন আইন, ২০০৯ এ সিটি কর্পোরেশনকে পানি সরবরাহের উপর রেইটস আদায়ের অনুমতি দেয়ায় শুধুমাত্র পানির রেইট আরোপ ও আদায়ের জন্য সিটি কর্পোরেশনকে পৌরসভা করারোপ ও আদায় পদ্ধতি বিধিমালা, ২০১৩-এর বিধান অনুসরণ করা হয়।

• ইমারতের উপর ধার্যকৃত করের উপর ছাড়

- ধর্মীয় উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত যে কোনও ইমারত কনজারভ্যান্সি রেইটসসহ ইমারতের উপর ধার্যকৃত কর হতে অব্যাহতিপ্রাপ্ত।
- জনসাধারণের জন্য দাতব্য প্রতিষ্ঠান হিসাবে ব্যবহৃত যে কোনও ইমারতকে ধার্যকৃত কর হতে ছাড় দেয়া যেতে পারে।
- বার্ষিক মূল্য ২০০ টাকার কম এমন যে কোনও ইমারত, ধার্যকৃত কর হতে অব্যাহতিপ্রাপ্ত।

সিটি কর্পোরেশন (করারোপন) বিধিমালা ১৯৮৬



৩৬. ইমারতের উপর কর আরোপের ক্ষেত্রে বিধিনিষেধসমূহ-

- (১) যে সমস্ত ইমারত শুধুমাত্র উপাসনার কাজে ব্যবহৃত হয়, যেখানে জনসাধারণের অবাধ প্রবেশাধিকার রয়েছে বা যে সমস্ত ইমারত শবাগার হিসাবে ব্যবহৃত হয় বা যে সমস্ত স্থান শ্মশান বা কবরস্থান হিসাবে নিবন্ধিত রয়েছে এমন স্থান বা ইমারতের উপর কনজারভ্যান্সি রেইটসসহ হোল্ডিং ট্যাক্স ধার্য করা যাবে না।
- (২) সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে কোনও ইমারত জনসাধারণের জন্য দাতব্য উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হলে সিটি কর্পোরেশন সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে উক্ত ইমারতকে হোল্ডিং ট্যাক্স হতে আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে অব্যাহতি প্রদান করতে পারে।
- (৩) সিটি কর্পোরেশনের অভ্যন্তরে অবস্থিত কোনও ইমারতের বার্ষিক মূল্য দুইশত টাকার বেশি না হলে উক্ত ইমারতের উপর কর ধার্য করা যাবে না।

• লাইটিং রেইট

সিটি কর্পোরেশন (করারোপন) বিধিমালা ১৯৮৬-এর বিধি ৩৭ অনুসারে কেবলমাত্র সেই এলাকায় অবস্থিত ইমারতের উপর লাইটিং রেইট আরোপ করা যেতে পারে যেখানে সরকার অনুমোদিত বিদ্যুতের তার স্থাপন এবং অন্যান্য সরঞ্জামাদি ব্যবহারের প্রকল্প রয়েছে। উপরন্তু, সংশ্লিষ্ট এলাকার রাস্তা আলোকায়ন না হওয়া পর্যন্ত লাইটিং রেইট দাবী করা যাবে না। এমনকি ইমারতসমূহ সংশ্লিষ্ট এলাকার ভেতরে থাকলেও যদি উক্ত ইমারতসমূহ রাস্তার ল্যাম্পপোস্ট হতে তিন শতাধিক ফুট দূরত্বে অবস্থিত থাকে, তাহলে উক্ত ইমারতের উপর লাইটিং রেইট ধার্য করা যাবে না। নীচের সারণিতে কোন কোন ক্ষেত্রে লাইটিং রেইট ধার্য করা যায় তা দেখানো হলো।

সারণি ৭: লাইটিং রেইট প্রদানকারী

| ইমারতের অবস্থান | রেইট প্রদানকারী |
|---|--------------------------|
| রাস্তার লাইটিং এলাকার অভ্যন্তরে অবস্থিত ইমারতের ক্ষেত্রে | ইমারত মালিক পরিশোধ করবেন |
| রাস্তা লাইটিং এলাকার অভ্যন্তরে, কিন্তু নিকটস্থ ল্যাম্পপোস্ট হতে ৩০০ গজের বেশি দূরে অবস্থিত ইমারতের ক্ষেত্রে | রেইট পরিশোধ যোগ্য নয় |
| রাস্তার লাইটিং এলাকার বাহিরে অবস্থিত ইমারতের ক্ষেত্রে | রেইট পরিশোধ যোগ্য নয় |

সিটি কর্পোরেশন (করারোপন) বিধিমালা ১৯৮৬

৩৭. লাইটিং রেইট আরোপের উপর বিধিনিষেধ -

লাইটিং রেইট নিম্নলিখিত বিধিনিষেধ অনুসরণ সাপেক্ষে ধার্য করা যায়, যথা: -

- (ক) লাইটিং রেইট শুধুমাত্র সেই ইমারতের উপর আরোপযোগ্য হবে যেখানে বিদ্যুতায়নের জন্য তার, ল্যাম্পপোস্ট অথবা অনুরূপ যন্ত্রপাতি স্থাপনের জন্য সরকার অনুমোদিত প্রকল্প রয়েছে;
- (খ) এলাকার রাস্তায় বাতি না জ্বালানো পর্যন্ত এ রেইট আদায়যোগ্য হবে না; এবং
- (গ) রাস্তার ল্যাম্প পোস্ট হতে তিন শতাধিক ফুট দূরে অবস্থিত ইমারতের উপর লাইটিং রেইট ধার্য করা যাবে না।

• কনজারভ্যান্সি রেইট

সিটি কর্পোরেশন (করারোপন) বিধিমালা ১৯৮৬ এর বিধি ৩৮ অনুসারে, যেখানে কনজারভ্যান্সি সেবা প্রদান করা হচ্ছে না

সেখানে অবস্থিত ইমারতসমূহের উপর কনজারভ্যান্সি রেইট ধার্য করা যাবে না।

সিটি কর্পোরেশন (করারোপন) বিধিমালা ১৯৮৬



৩৮. কনজারভ্যান্সি পরিষেবার জন্য রেইট আরোপের উপর বিধিনিষেধ –

একটি এলাকায় ব্যক্তিগত ল্যান্ড্রিন, প্রস্রাব, নর্দমা এবং জনসাধারণের ব্যবহার্য রাস্তা পরিষ্কারের ব্যবস্থা না করা পর্যন্ত উক্ত এলাকায় কনজারভ্যান্সি রেইট আরোপযোগ্য হবে না।

• পানি সরবরাহ রেইট

সিটি কর্পোরেশন (করারোপন) বিধিমালা ১৯৮৬ এ পানি সরবরাহের জন্য রেইট ধার্য কোন বিধান না থাকায় জনগণের মধ্যে পানীয় জল সরবরাহ পরিষেবার জন্য সিটি কর্পোরেশনগুলি পৌরসভা করারোপ ও আদায় পদ্ধতি বিধিমালা, ২০১৩ অনুসরণ করতে পারে। পৌরসভা করারোপ ও আদায় পদ্ধতি বিধিমালা, ২০১৩ এর ৩১ বিধির বিধান অনুসারে কেবলমাত্র সেই অঞ্চলের অন্তর্গত ইমারতসমূহে পানির রেইট আরোপ করা যাবে, যেখানে সরকার অনুমোদিত পাইপের মাধ্যমে পানি সরবরাহের জন্য পানির পাইপ স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প রয়েছে। উপরন্তু, এলাকায় পানি সরবরাহ না করা পর্যন্ত ইমারত মালিকদের নিকট পানির রেইট দাবী করা যাবে না। অন্য কথায়, বিধি ৩১ এর বিধান অনুযায়ী পানি সরবরাহ করা হয় এমন অঞ্চলে বসবাস করলে তার বাসায় পানির পাইপের সংযোগ থাকুক বা না থাকুক ইমারত মালিকগণকে পানির রেইটের জন্য অর্থ প্রদান করতে হবে। হেভিৎ ট্যাক্সের সংগে পানির রেইট অন্তর্ভুক্ত বিধায় তারা এ সম্পর্কে খুব একটা অবগত নয়।

পানির রেইটের পাশাপাশি নাগরিকবৃন্দকে পানির জন্য শুক্ক দিতে হয় যা পানির ব্যবহারের জন্য আরোপিত শুক্ক হিসেবে পরিচিত। তবে এ শুক্কের পরিমাণ পানির ব্যবহারের উপর ভিত্তি করে নয়, পানি সরবরাহের পাইপের ব্যাসের উপর ভিত্তি করে নির্ধারিত হয়। পাশাপাশি, কিছু সিটি কর্পোরেশনে পানির মিটার এবং ব্যবহারভিত্তিক পানির শুক্ক প্রবর্তনের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। নীচের সারণিতে পানির রেইট ও পানির শুক্কের ক্ষেত্র এবং কে পরিশোধ করবে তা দেখানো হলো।

সারণি ৮: পানির রেইট এবং পানির শুক্কের ক্ষেত্র ও প্রদানকারী

| ইমারত | পানির রেইট | পানির শুক্ক |
|--|--------------------------|------------------------------|
| পানি সরবরাহ করা হয় এমন এলাকায় অবস্থিত এবং পানির পাইপ দ্বারা সংযুক্ত | ইমারত মালিক পরিশোধ করেন | পানি ব্যবহারকারী পরিশোধ করেন |
| পানি সরবরাহ করা হয় এমন এলাকায় অবস্থিত কিন্তু পানির পাইপ দ্বারা সংযুক্ত নয় | ইমারত মালিক পরিশোধ করেন | পরিশোধ করার প্রয়োজন নাই |
| পানি সরবরাহ এলাকার বাহিরে অবস্থিত | পরিশোধ করার প্রয়োজন নাই | পরিশোধ করার প্রয়োজন নাই |

পৌরসভা করারোপ এবং আদায় পদ্ধতি বিধিমালা, ২০১৩



৩১। পানি ও বাতি রেইট আরোপের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা।-

নিম্নবর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে পানি ও বাতি রেইট আরোপিত হইবে, যথাঃ-

(ক) যে এলাকায়, পানি সরবরাহের জন্য পাইপ লাইন স্থাপন অথবা আলোকিত করিবার জন্য তার, ক্যাবলস, ল্যাম্প-পোস্ট স্থাপন করা হইয়াছে অথবা অনুরূপ যন্ত্রপাতি স্থাপনের জন্য কোন প্রকল্প অনুমোদিত হইয়াছে শুধুমাত্র সেই এলাকায় ইমারতের উপর রেইট আরোপ করা যাইবে;

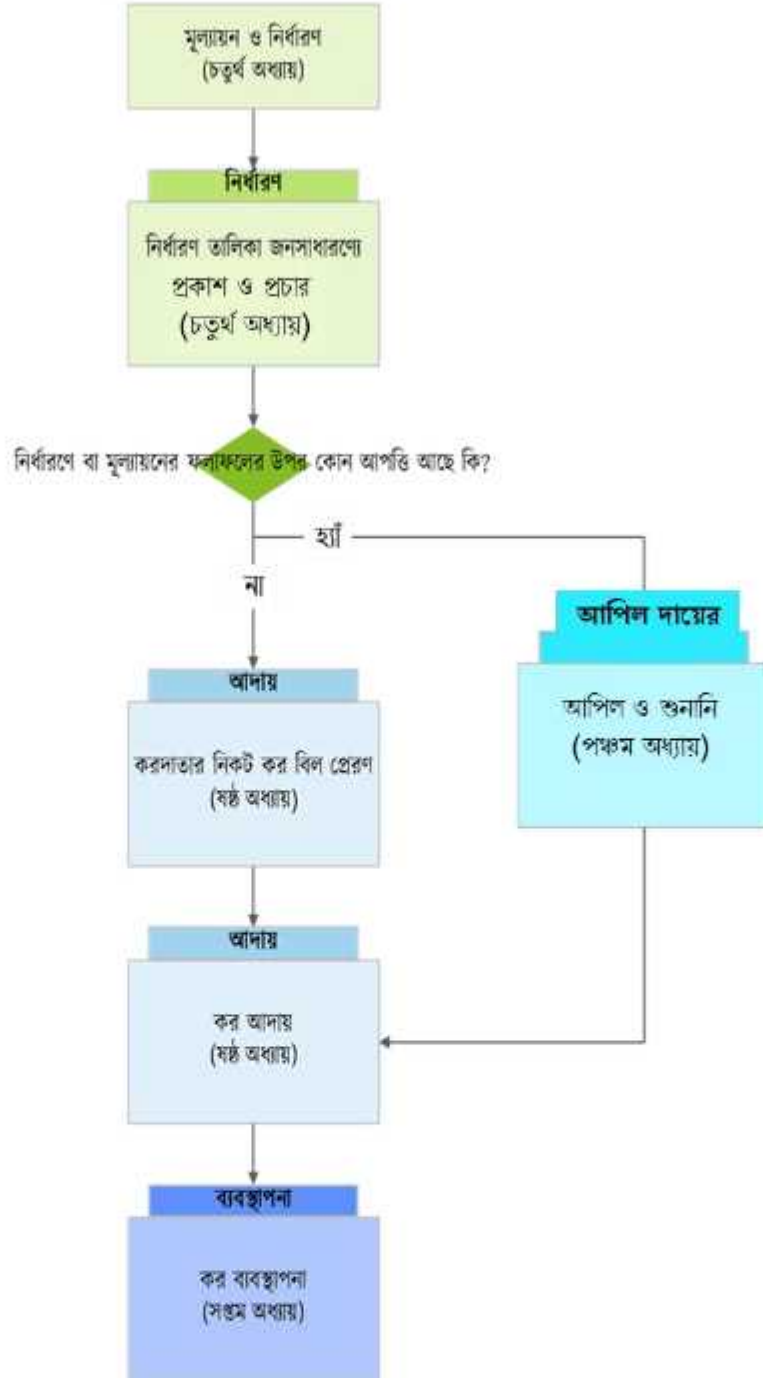
(খ) কোন এলাকার ইমারতের উপর আরোপিত রেইট আদায় করা যাইবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না উক্ত এলাকায় পানি সরবরাহ করা হয় বা বাতি জ্বালানো হয়;

এবং

(গ) ।...

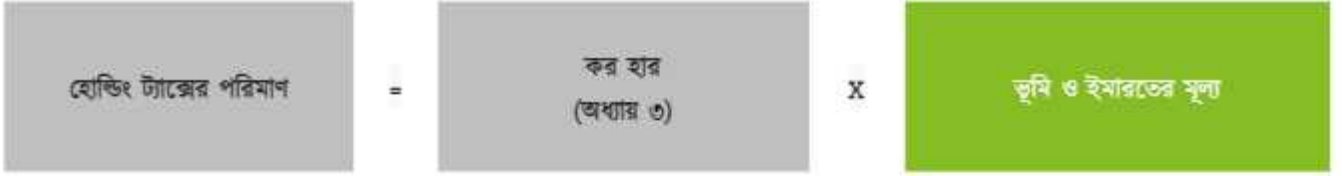
৩.২ হোল্ডিং ট্যাক্স আরোপ প্রক্রিয়া

হোল্ডিং ট্যাক্স নির্ধারণ, আদায় এবং ব্যবস্থাপনা প্রবাহ নিম্নে ব্যাখ্যা করা হলোঃ



চিত্র 10: হোল্ডিং ট্যাক্স নির্ধারণ, আদায় ও ব্যবস্থাপনা প্রবাহ তালিকা

8. হোল্ডিং ট্যাক্স মূল্যায়ন ও নির্ধারণ



চিত্র 11: হোল্ডিং ট্যাক্সের পরিমাণ নির্ধারণের জন্য সূত্র

এ অধ্যায়ে হোল্ডিং ট্যাক্সের পরিমাণ নির্ধারণের মূল ভিত্তি জমি ও ইमारতের মূল্য নির্ধারণের প্রক্রিয়া বর্ণনা করা হয়েছে। মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় ভূমি এবং ইमारতের বার্ষিক মূল্য নির্ধারণ করা হয়। মূল্যায়ন করার পর ভূমি ও ইमारতের বার্ষিক মূল্য নির্ধারণ পদ্ধতি¹⁰ অনুযায়ী নির্ধারণ করা হবে।

8.1 হোল্ডিং ট্যাক্স মূল্যায়ন পদ্ধতি

8.1.1 সিটি কর্পোরেশন বিধিমালায় বর্ণিত মূল্যায়ন পদ্ধতি

সিটি কর্পোরেশন (করারোপন) বিধিমালা, ১৯৮৬ এর বিধি ২০ এ ইमारতের বার্ষিক মূল্য নির্ধারণ পদ্ধতি তিন প্রকারের ভবনের জন্য বর্ণিত হয়েছে: (ক) সম্পূর্ণরূপে ভাড়া দেওয়া ইमारত, (খ) পুরোপুরি নিজস্ব ব্যবহারের ইमारত, এবং (গ) আংশিক ভাড়া দেয়া এবং আংশিক নিজের ব্যবহারের ইमारত। (ক) ও (খ) এর জন্য মূল্যায়ন পদ্ধতি নীচের সারণিতে দেখানো হলো। (গ) এর ক্ষেত্রে, (ক) এবং (খ) এর সংমিশ্রণে ইमारতের মূল্য নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। ইमारতের মোট বার্ষিক মূল্য এবং ছাড়সমূহ প্রতি পাঁচ বছর অন্তর অন্তর পুনঃনির্ধারণের সময় গণনা করা হয়।



চিত্র 12: মূল্যায়ন পদ্ধতির সূত্র

সারণি ৯: সম্পূর্ণ ভাড়া বাসা এবং নিজস্ব ব্যবহারের বাসার হোল্ডিং ট্যাক্স মূল্যায়ন পদ্ধতি

| | ক) ভাড়া | খ) স্ব-ব্যবহৃত |
|----------------------|--|--|
| (গ্রস) বার্ষিক মূল্য | বাসাবাড়ির ১২ (বার) মাসের ভাড়া বাবদ আয় ইमारতের বার্ষিক মূল্য হিসাবে বিবেচিত। | নীচের দু'টির মধ্যে যা কম তা গৃহের বার্ষিক মূল্য হিসাবে বিবেচিত। ● হোল্ডিং ট্যাক্স নির্ধারণের তারিখে ইमारতের অন্তর্ভুক্ত জমিসহ ইमारতের মূল্যের ৭.০%। ● অনুরূপ সুবিধা সম্পন্ন ইमारতের ১২ (বার) মাসের ভাড়া বাবদ আয়। |
| ছাড় (১) | ইमारতের ২ (দুই) মাসের ভাড়া বাবদ | ইमारতের নির্ধারণকৃত বার্ষিক মূল্যের ১/৬ অংশ অথবা |

| | | |
|---|--|--|
| সংরক্ষণ ব্যয় বাদ | আয়ের সমপরিমাণ অর্থ ইমারতের বার্ষিক মূল্য হতে রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় বাদ ব্যয়িত অর্থ ছাড় দেয়া যেতে পারে। | সমমানের ইমারতের ভাড়াবাবদ দুই মাসের আয় ইমারতের বার্ষিক মূল্য হতে রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় বাদ ছাড় দেয়া যেতে পারে। |
| ছাড় (২) মালিকানাভাবদ ছাড় | প্রযোজ্য নয় | রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় বাদ দেয়ার পর ইমারতের বার্ষিক মূল্যের ৪০% ছাড় দেয়া যেতে পারে। |
| ছাড় (৩) ব্যাকের সুদ ব্যয় বাদ | যদি ইমারতটি সরকার কিংবা কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নিকট বন্ধক রাখা হয়ে থাকে, তবে ব্যাংক ঋণের বার্ষিক সুদজনিত ব্যয় ছাড় পাওয়া যাবে। | (ক) ভাড়ার অনুরূপ |

উৎসঃ সিটি কর্পোরেশন (করারোপন) বিধিমালা, ১৯৮৬

সিটি কর্পোরেশন (করারোপন) বিধিমালা, ১৯৮৬

২০। মূল্যায়ন তালিকা প্রস্তুতকরণ



(৩) ইমারত এবং জমির বার্ষিক মূল্য নির্ধারণের পদ্ধতি নিম্নরূপ হবে: -

(ক) সম্পূর্ণরূপে ভাড়া দেয়া ইমারতের জন্য:

- ইমারতের বার্ষিক মূল্য ইমারতের রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় নির্বাহের জন্য দু' মাসের ভাড়া বাদ দিয়ে হিসাব করতে হবে; এবং যদি সম্পত্তি নির্মাণ কাজের ব্যয় নির্বাহ বা ক্রয়ের জন্য নিবন্ধিত দলীলমূলে বন্ধক রেখে সরকার, বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফিন্যান্স কর্পোরেশন, তফসিলী ব্যাংক বা অন্য কোনও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে অর্থ সংগ্রহ করা হয়, তা হলে এ জাতীয় বন্ধক ঋণের কারণে প্রদেয় বার্ষিক সুদও বার্ষিক মূল্য হতে বাদ দেয়া হবে।
- যদি কোনও ইমারতের মাসিক ভাড়া অস্বাভাবিকভাবে বেশি বা কম বলে পরিগণিত হয় তা হলে মূল্য নির্ধারণকারী বার্ষিক মূল্য নির্ধারণের সময় অনুরূপ সুবিধা সম্বলিত ইমারত এবং জমির ভাড়ার সাথে সংগতি রেখে একই এলাকার ভাড়া দেয়া ইমারতের ভাড়া বিবেচনায় নিতে পারেন।

(খ) সম্পূর্ণরূপে মালিক ব্যবহৃত ইমারতের জন্য:

ইমারতের বার্ষিক মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে ঐ এলাকার অনুরূপ সুবিধা সম্বলিত ইমারত ও জমির বার্ষিক ভাড়াকে সম্ভাব্য বার্ষিক ভাড়া হিসাবে বিবেচনা করতে হবে অথবা কর ধার্য করার তারিখে নির্ধারিত ইমারতের মূল্য এবং ইমারতের জমির খাজনা একত্র করে তার ৭%, এ দুটোর মধ্যে যেটি কম সেটি বিবেচনায় নিতে হবে। এমন ধার্যকৃত মূল্য হতে নিম্ন-বর্ণিত ব্যয়সমূহ বাদ দিতে হবেঃ

- দু' মাসের ভাড়া বা বার্ষিক মূল্যের ছয়ের এক ভাগ, যেখানে যেমন প্রযোজ্য, রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়;
- অনুচ্ছেদ (i) এ বর্ণিত অর্থ বাদ দেওয়ার পর বার্ষিক মূল্যের ৪০ শতাংশ;
- যদি সম্পত্তি নির্মাণ কাজের ব্যয় নির্বাহ বা ক্রয়ের জন্য নিবন্ধিত দলীলমূলে বন্ধক রেখে সরকার, বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফিন্যান্স কর্পোরেশন, তফসিলী ব্যাংক বা অন্য কোনও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে অর্থ সংগ্রহ করা হয়, তা হলে এ জাতীয় বন্ধক ঋণের কারণে প্রদেয় বার্ষিক সুদ।

(গ) আংশিক ভাড়া ও আংশিক মালিক ব্যবহৃত ইমারতের জন্য—

ভাড়া দেয়া অংশের জন্য বার্ষিক মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে অনুচ্ছেদ (ক) এ বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে এবং সম্পূর্ণরূপে মালিক ব্যবহৃত অংশের ক্ষেত্রে অনুচ্ছেদ (খ) এ বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে।

৪.১.২ সিটি কর্পোরেশন বিধিমালা এবং পৌরসভা বিধিমালা

নীচের সারণিতে সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভা বিধিমালার তুলনা দেখানো হয়েছে। ইমারতের মূল্য, মালিক ব্যবহৃত ইমারতের

ক্ষেত্রে ছাড়ের শতকরা হার এবং ব্যাংক সুদের হার নির্ধারণের পদ্ধতিসমূহের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে। নবসৃষ্ট সিটি কর্পোরেশনসমূহের সিটি কর্পোরেশনের কর বিধিমালা সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা প্রয়োজন।

সারণি ১০: সিটি কর্পোরেশন এবং পৌরসভা কর বিধিমালার তুলনা^৯

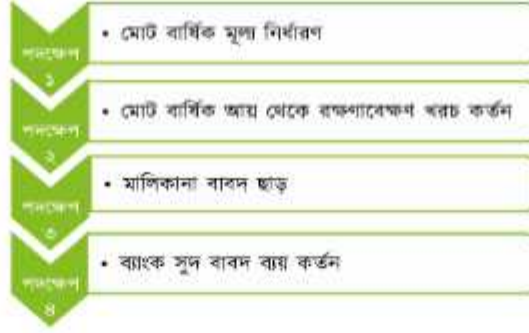
| | সিটি কর্পোরেশন | পৌরসভা |
|--|--|---|
| কর বিধিমালা | সিটি কর্পোরেশন (করারোপন) বিধিমালা, ১৯৮৬ | করারোপ এবং কর আদায় ও পদ্ধতি বিধিমালা, ২০১৩ |
| (গ্রস) বার্ষিক মূল্য | নিম্নের দুটি মূল্যমানের মধ্যে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রতরটি বার্ষিক মূল্য হিসাবে পরিগণিত। <ul style="list-style-type: none"> ● হোল্ডিং ট্যাক্স ধার্য করার তারিখে ইমারতের অন্তর্ভুক্ত জমির খাজনাসহ ইমারত মূল্যের ৭.০%। ● একই এলাকার অনুরূপ সুবিধা সম্বলিত ইমারতের ১২ মাসের ভাড়া বাবদ আয়। | নিম্নের দুটি মূল্যমানের মধ্যে ক্ষুদ্রতরটি বার্ষিক মূল্য হিসাবে পরিগণিত। <ul style="list-style-type: none"> ● ইমারতে ব্যবহৃত ভূমির ভূমি উন্নয়ন কর সহ ইমারত মূল্যের ৭.৫। ● একই এলাকার অনুরূপ সুবিধা সম্বলিত ইমারতের ১২ মাসের ভাড়া বাবদ আয়। |
| ছাড় (১) রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় | পৌরসভার অনুরূপ | বার্ষিক ইমারত মূল্যের ১/৬ ভাগ অথবা দু' মাসের ভাড়ার সমপরিমান অর্থ ছাড় দেয়া যেতে পারে। |
| ছাড় (২) মালিকানা বাবদ ছাড় (সম্পূর্ণ ইমারত মালিকের দখলে থাকলে প্রযোজ্য) | রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় বাদ দেয়ার পর বার্ষিক ইমারত মূল্যের ৪০% ছাড় দেয়া যেতে পারে। | রক্ষণাবেক্ষণজনিত ব্যয় বাদ দেয়ার পর বার্ষিক মূল্যের ১/৪ ভাগ ছাড় দেয়া যেতে পারে। |
| ছাড় (৩) ব্যাংকের সুদ বাবদ ব্যয় | ইমারত সরকার অথবা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নিকট বন্ধ রাখা হলে ব্যাংক ঋণের উপর দাবীকৃত বার্ষিক সুদ ছাড় দেয়া যেতে পারে। (বাণিজ্যিক বা অবাণিজ্যিক ইমারতের জন্য ছাড়ে কোন পার্থক্য নেই) | (অবাণিজ্যিক) ইমারত সরকার অথবা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নিকট বন্ধ রাখা হলে ব্যাংক ঋণের উপর দাবীকৃত বার্ষিক সুদ ছাড় দেয়া যেতে পারে। (বাণিজ্যিক) ইমারত আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নিকট বন্ধ রাখা হলে ব্যাংক ঋণের উপর দাবীকৃত বার্ষিক সুদের এক চতুর্থাংশ ছাড় দেয়া যেতে পারে। |

৪.১.৩ চারটি সিটি কর্পোরেশনের মূল্যায়ন পদ্ধতিঃ

যদিও সিটি কর্পোরেশন (করারোপন) বিধিমালা-১৯৮৬ তে মূল্যায়ন পদ্ধতি নির্ধারিত করা সত্ত্বেও কিছু কিছু সিটি কর্পোরেশন তাদের নিজস্ব মূল্যায়ন পদ্ধতি গ্রহণ করেছে। নিম্নের সারণিতে চারটি সিটি কর্পোরেশনে ব্যবহৃত মূল্যায়ন পদ্ধতির তুলনামূলক চিত্র দেখানো হলো।

৯ উৎস: সিটি কর্পোরেশন (করারোপন) বিধিমালা ১৯৮৬ এবং পৌরসভা করারোপ ও আদায় পদ্ধতি বিধিমালা ২০১৩

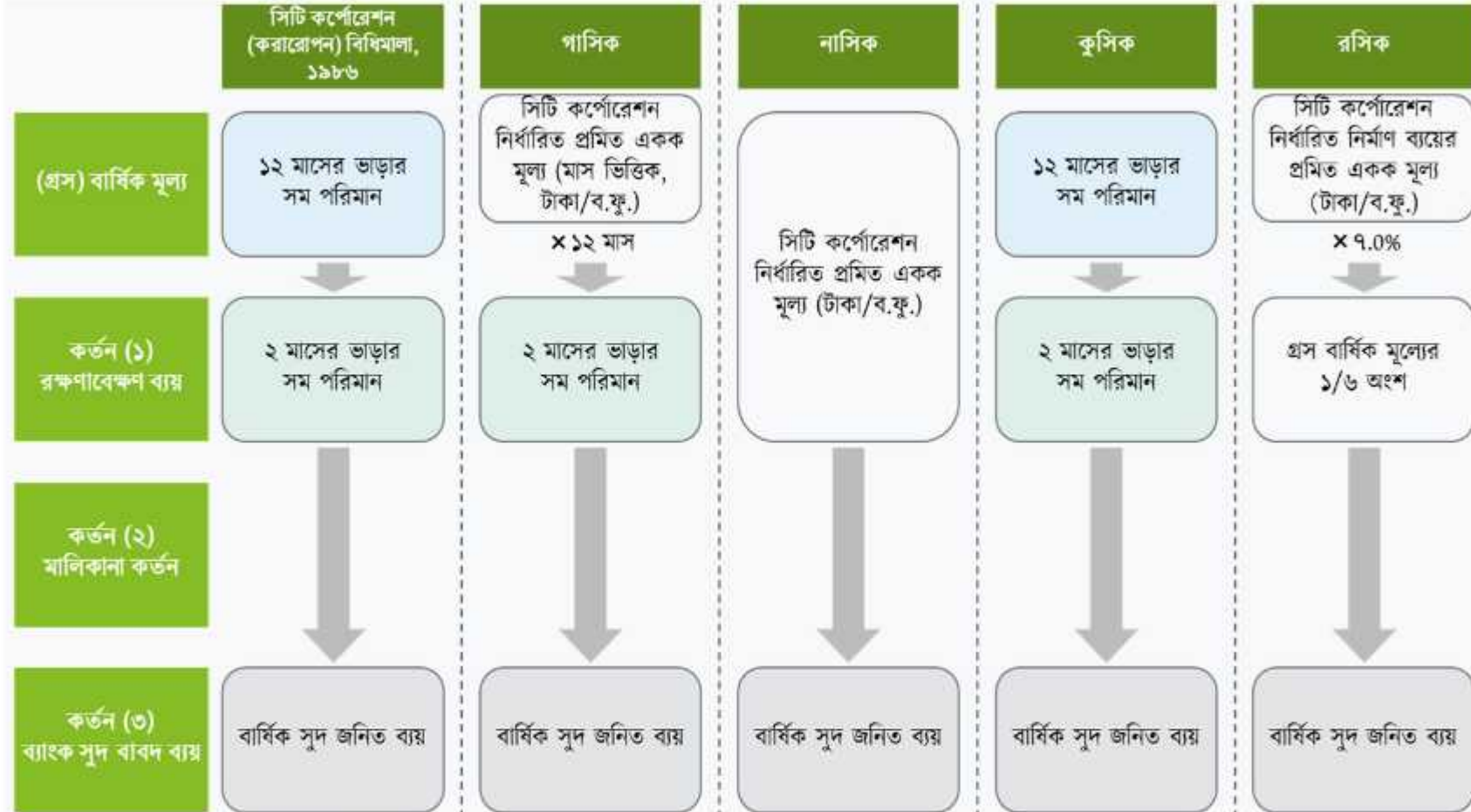
চিত্র ১৩:
মূল্যায়ন পদ্ধতি



সারণি ১১: ইমারতের বার্ষিক মূল্য নির্ণয়ের তুলনামূলক আলোচনা (ভাড়া দেয়ার ক্ষেত্রে)

| | সিটি কর্পোরেশন (করারোপন) বিবিআলা, ১৯৮৬ | ৪টি সিটি কর্পোরেশন | | | |
|---|---|--|--|-----------------------------------|--|
| | (ক) ভাড়া দেয়ার ক্ষেত্রে | গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন | নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন | ফুশিঙ্গা সিটি কর্পোরেশন | রংপুর সিটি কর্পোরেশন |
| গ্রেন) বার্ষিক মূল্য | বার্ষিক মূল্য ১২ মাসের ভাড়ার সমান | সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক নির্ধারিত আদর্শ একক মূল্য ব্যবহার করে। | সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক নির্ধারিত আদর্শ একক মূল্য ব্যবহার করে। | (ক) ভাড়া দেয়ার ক্ষেত্রের অনুরূপ | ইমারত নির্মাণ ব্যয়ের ৭.০% (নির্মাণ ব্যয়ের প্রমিত একক মূল্য সিটি কর্পোরেশন নির্ধারিত) |
| ছাড় (১) রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় | রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় বাবদ ২ মাসের সম পরিমান ভাড়া, বার্ষিক মূল্য হতে ছাড় প্রদান করা হয়। | (ক) ভাড়া দেয়ার ক্ষেত্রের অনুরূপ | আদর্শ একক মূল্যের অন্তর্ভুক্ত। | (ক) ভাড়া দেয়ার ক্ষেত্রের অনুরূপ | গ্রস বার্ষিক মূল্যের ১/৬ অংশ। |
| ছাড় (২) মালিকানা কর্তন | প্রযোজ্য নয় | প্রযোজ্য নয় | প্রযোজ্য নয় | প্রযোজ্য নয় | প্রযোজ্য নয় |
| ছাড় (৩) ব্যাংক সুদ বাবদ ব্যয় | সরকার বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নিকট ইমারত বন্ধককৃত হলে, ব্যাংক ঋণ বাবদ বার্ষিক সুদজনিত ব্যয় ছাড়যোগ্য। | প্রকৃত সুদজনিত ব্যয়। | প্রকৃত সুদজনিত ব্যয়। | প্রকৃত সুদজনিত ব্যয়। | প্রকৃত সুদজনিত ব্যয়। |

সারণি ১২: ইমারতের বার্ষিক মূল্য নির্ণয়ের প্রবাহ চার্ট (ভাড়া দেয়ার ক্ষেত্রে)

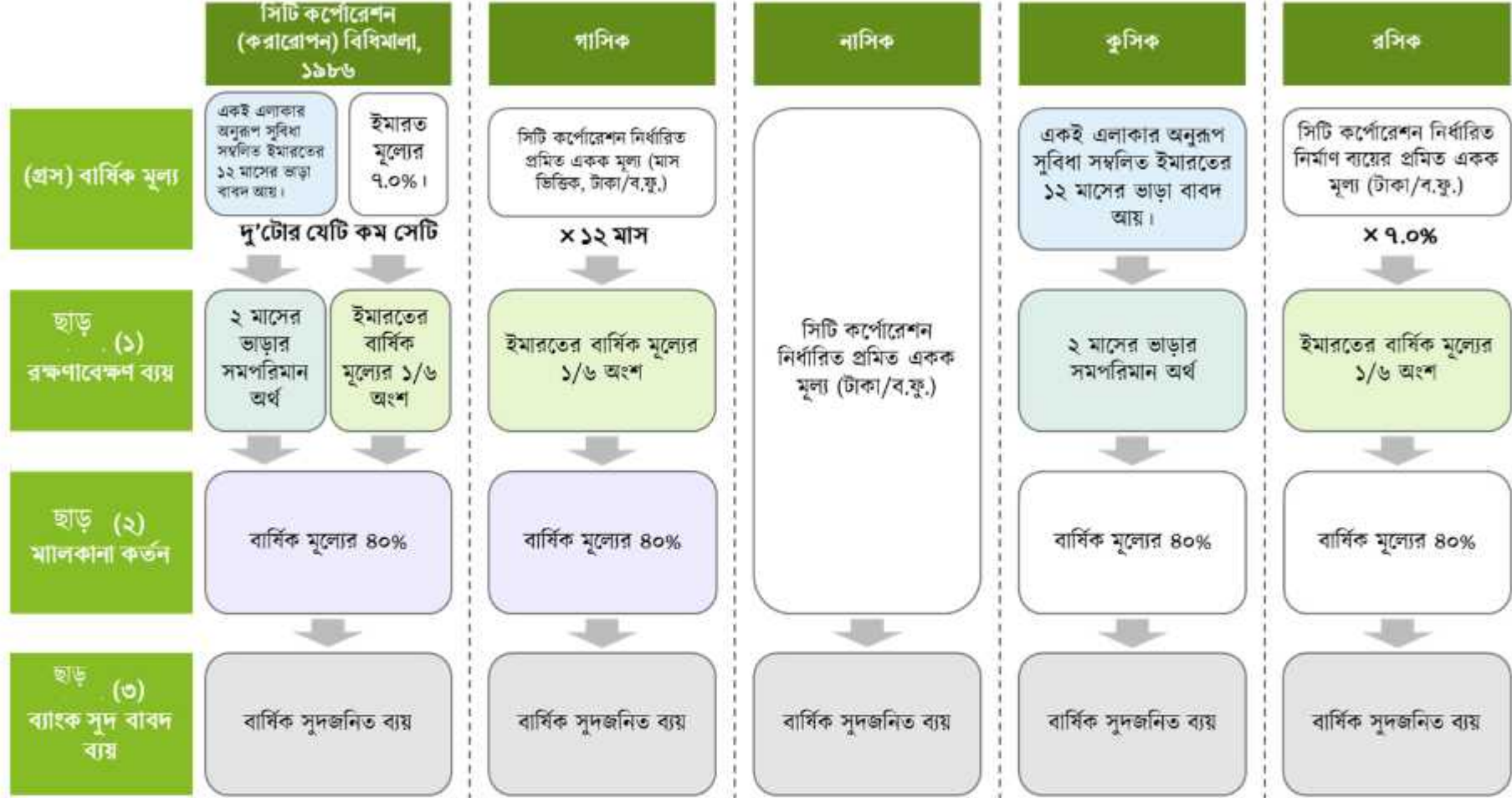


* সম বিষয়সমূহের ঘর একই রং দ্বারা চিত্রিত করা হয়েছে।

সারণি ১৩: ইमारতের বার্ষিক মূল্য নির্ণয়ের তুলনা (মালিকের নিজস্ব ব্যবহারের ক্ষেত্রে)

| | সিটি কর্পোরেশন (করারোপন) বিধিমালা, ১৯৮৬ | ৪টি সিটি কর্পোরেশন | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|---|--|
| | (খ) স্ব-ব্যবহৃত | গাসিক | নাসিক | কুসিক | রসিক |
| (গ্রন) বার্ষিক মূল্য | <p>নিম্নের দুটির মধ্যে কমটি গৃহের বার্ষিক মূল্য</p> <ul style="list-style-type: none"> একই এলাকার অনুরূপ সুবিধা সম্বলিত ইमारতের ১২ মাসের ভাড়া বাবদ আয়। গৃহকর নির্মাণের তারিখে ইमारতের অন্তর্ভুক্ত জমি সহ ইमारত মূল্যের ৭.০%। | সিটি কর্পোরেশন নির্ধারিত প্রমিত একক মূল্য ব্যবহার করে। | সিটি কর্পোরেশন নির্ধারিত প্রমিত একক মূল্য ব্যবহার করে। | একই এলাকার অনুরূপ সুবিধা সম্বলিত ইमारতের ১২ মাসের ভাড়া বাবদ আয়। | ইमारত নির্মাণ ব্যয়ের ৭.০% (নির্মাণ ব্যয়ের প্রমিত একক মূল্য সিটি কর্পোরেশন নির্ধারিত) |
| ছাড় (১) রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় | ২ মাসের ভাড়ার সমপরিমান অর্থ বা ইमारতের বার্ষিক মূল্যের ১/৬ অংশ বার্ষিক মূল্য হতে ছাড় দেয়া যেতে পারে। | ইमारতের বার্ষিক মূল্যের ১/৬ অংশ | প্রমিত একক মূল্যের অন্তর্ভুক্ত | ২ মাসের ভাড়ার সমপরিমান অর্থ | ইमारতের বার্ষিক মূল্যের ১/৬ অংশ |
| ছাড় (২) মালিকানা ছাড় | রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় ছাড়ের পর বার্ষিক মূল্যের ৪০% মালিকানা ছাড় দেয়া যেতে পারে | ৪০% | প্রমিত একক মূল্যের অন্তর্ভুক্ত | ৪০% | ৪০% |
| ছাড় (৩) ব্যাংক সুদ বাবদ ব্যয় | সরকার বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নিকট ইमारত বন্ধককৃত হলে, ব্যাংক স্বণ বাবদ বার্ষিক ব্যয় ছাড়যোগ্য। | প্রকৃত সুদজনিত ব্যয়। | প্রকৃত সুদজনিত ব্যয়। | প্রকৃত সুদজনিত ব্যয়। | প্রকৃত সুদজনিত ব্যয়। |

সারণি ১৪: ইमारতের বার্ষিক মূল্য নির্ধারণের প্রবাহ চিত্র (মালিকের নিজস্ব ব্যবহারের ক্ষেত্রে)



* সম বিষয়সমূহের ঘর একই রং দ্বারা চিত্রিত করা হয়েছে।

পদক্ষেপ ১**গ্রস বার্ষিক মূল্য নির্ধারণ**

ইমারতের মোট বার্ষিক মূল্য ইমারতের মালিক প্রদত্ত ভাড়া থেকে প্রাপ্ত আয় বা নির্মাণ ব্যয় সংক্রান্ত তথ্যের ভিত্তিতে মূল্যায়ন করা হয়। তবে কোন কোন সিটি কর্পোরেশন কর নির্ধারণে অভিন্নতা এবং সমতা নিশ্চিত করার জন্য প্রতি বর্গফুটে আদর্শ একক মান নির্ধারণ করে থাকে। গাসিক, নাসিক ও রসিক ইমারতের ধরণ (পাকা, আধা-পাকা) এবং ব্যবহারের ধরণ (আবাসিক, বাণিজ্যিক ও শিল্প) অনুসারে প্রতি বর্গফুট আদর্শ একক মান নির্ধারণ করে থাকে। নিম্নলিখিত সারণিসমূহে গাসিক, নাসিক এবং রসিক কর্তৃক ধার্যকৃত ও ব্যবহৃত আদর্শ একক মান উপস্থাপন করা হলো।

অন্যদিকে, কুসিক কোন আদর্শ একক মান ধার্য করে নাই। কাজেই সম্পত্তির গ্রস বার্ষিক মূল্য নির্ধারণের জন্য মালিকেরা সম্পত্তি হতে প্রাপ্ত বর্তমান ভাড়ার ভিত্তিতে বার্ষিক মূল্য ঘোষণা করে। মালিকদের মধ্যে যারা তাদের নিজস্ব ইমারত ব্যবহার করেন তাদের সম্পদের বার্ষিক মূল্য একই এলাকার অনুরূপ সুবিধা সম্পন্ন ভাড়া হতে প্রাপ্ত আয়ের ভিত্তিতে নির্ধারণ করা হয়।

$$\text{ইমারতের গ্রস বার্ষিক মূল্য} = \text{আদর্শ একক মূল্য (বর্গফুট)} \times \text{ইমারতের মোটের আয়তন}$$

চিত্র ১৪: ইমারতের গ্রস বার্ষিক মূল্য নির্ধারণের সূত্র

সারণি ১৫: গাসিকে অনুসৃত আদর্শ একক মূল্য (মাসিক মূল্য, বাংলাদেশি টাকা/বর্গফুট)

| | পাকা | আধা পাকা | কাঁচ (হেট নির্মিত নয়) |
|-----------|------|----------|------------------------|
| আবাসিক | ৪.০ | ৩.০ | ২.০ |
| বাণিজ্যিক | ৬.০ | ৫.০ | ৪.০ |
| শিল্প | ৬.০ | ৫.০ | ৪.০ |

উৎস: সিটি কর্পোরেশন প্রদত্ত তথ্যকে ভিত্তি করে জাইকা C4C টিমের সমন্বিত বিবরণী।

সারণি ১৬: নাসিকে অনুসৃত আদর্শ একক মূল্য

| বাসাবাড়ির ধরণ | বাংলাদেশী টাকা/ বর্গফুট |
|---------------------------------|-------------------------|
| ব্যক্তিমালিকানাধীন বাড়ি (পাকা) | ১১.০ |
| ব্যক্তিমালিকানাধীন বাড়ি | ১০.০ |
| আধা পাকা | ৭.০ |
| টিন শেড ভবন | ৫.০ |
| বাণিজ্যিক | ১৫.০ |
| শিল্প | ১৮.০ |
| সরকারি (পাকা) | ৩০.০ |

| | |
|-------------------|------|
| সরকারি (আধা-পাকা) | ১৭.০ |
|-------------------|------|

উৎস: সিটি কর্পোরেশন প্রদত্ত তথ্যকে ভিত্তি করে জাইকা C4C টিমের সমন্বিত বিবরণী।

সারণি ১৭: রসিক এ অনুসৃত আদর্শ একক মূল্য

| বাসাবাড়ির ধরণ | বাংলাদেশী টাকা/ বর্গফুট ^৩ |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| ইটের প্রাচীর দেয়া টিমের ঘর | ২৩৪.৩৬ |
| একতলা ইমারত (আরসিটি কর্পোরেশন ছাদসহ) | ৭৯৫.১৫ |
| দুইতলা ইমারত (আরসিটি কর্পোরেশন ছাদসহ) | ১৪৭৪.৭৭ |
| তিনতলা ইমারত (আরসিটি কর্পোরেশন ছাদসহ) | ২২১১.৩৫ |
| ... | |

উৎস: সিটি কর্পোরেশন প্রদত্ত তথ্যকে ভিত্তি করে জাইকা টিমের সমন্বিত বিবরণী।

পদক্ষেপ ২ গ্রস বার্ষিক মূল্য হতে রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় বাদ

রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় সংশ্লিষ্ট কর্তনের (১) এর জন্য গাসিক, কুসিক ও রসিক পৌরসভা করারোপ ও আদায় বিধিমালা, ২০১৩ এর বিধান অনুযায়ী গ্রস বার্ষিক মূল্যের ১/৬ অংশ নির্ধারণ করেছে। ইমারতের রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় সংক্রান্ত ছাড় অন্তর্ভুক্ত করে নাসিক একটি আদর্শ একক মান নির্ধারণ করেছে বিধায় উক্ত আদর্শ একক মানে রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কিত কোনও অতিরিক্ত ছাড়ের বিধান নাই।

পদক্ষেপ ৩ মালিকানা সংক্রান্ত ছাড়

ইমারতের মালিকানা সংক্রান্ত কর্তনের (২) ক্ষেত্রে কুসিক এবং রসিক পৌরসভা কর আরোপ ও আদায় বিধিমালা, ২০১৩ এর বিধান অনুযায়ী রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় সংক্রান্ত ছাড় বিয়োজনের পর ইমারতের বার্ষিক মূল্যের ২৫% গ্রহণ করেছে। এ বিষয়ে নাসিক একটি আদর্শ একক মান ধার্য করেছে যেখানে মালিকানা সংক্রান্ত ছাড় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। অন্য কথায়, ভাড়া এবং নিজস্ব ব্যবহারের ইমারতের মধ্যে আরোপযোগ্য করার কোনও পার্থক্য নেই এবং নাসিকে কর নির্ধারণের ক্ষেত্রে মালিকানা ছাড়ের বিষয়টি বিবেচনায় নেয়া হয় না।

পদক্ষেপ ৪ ব্যাংকের সুদ জনিত ব্যয় ছাড়

ব্যাংকের সুদ জনিত ব্যয় সংশ্লিষ্ট ছাড়ের সাথে সম্পর্কিত কর্তন (৩) নির্ধারণের ক্ষেত্রে চার সিটি কর্পোরেশনই সিটি কর্পোরেশনের সংশ্লিষ্ট বিধিতে বর্ণিত পদ্ধতি গ্রহণ করেছে। ইমারতটি বাণিজ্যিক বা অ-বাণিজ্যিক, যে ভাবেই ব্যবহৃত হোক না কেন রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত ব্যয় এবং মালিকানা ছাড়ের পর ব্যাংক সুদ খাতের প্রকৃত ব্যয়ের ১০০% বার্ষিক মূল্য হতে ছাড় দেয়া যেতে পারে।

^{১০} জুলাই, ২০১৯ হতে

প্রদেয় কর নির্ধারণের উদাহরণ

এ কলামে সিটি কর্পোরেশন (করারোপন) বিধিমালা, ১৯৮৬ এবং চারটি সিটি কর্পোরেশনের উপর ভিত্তি করে প্রদেয় করের পরিমাণ নির্ধারণের উদাহরণ দেয়া হয়েছে।

➤ অনুমিতি

| বিবরণ | ইমারতের ধরণ | ব্যবহারের ধরণ | ইমারতের মেঝের আয়তন (বর্গফুট) | তাড়া রাজস্ব (বাংলাদেশী টাকা/মাস) | সূদজনিত ব্যয় (বাংলাদেশী টাকা/মাস) |
|-------|-----------------------|---------------|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| | পাকা (এক তলা বাসা) | আবাসিক | ৩,০০০.০০ | ৮,০০০.০০ | ১,০০০.০০ |

➤ সিটি কর্পোরেশন (করারোপন) বিধিমালা, ১৯৮৬ এর বিধান অনুযায়ী প্রদেয় করের পরিমাণ নিরূপণ

| কর নির্ধারণ বিবরণ | নির্ধারণ | |
|---|---|--|
| | ক) তাড়া | খ) নিজস্ব ব্যবহার |
| (প্রস) বার্ষিক মূল্য | ৮,০০০ টাকা × ১২ মাস = ৯৬,০০০ টাকা | ৮,০০০ টাকা × ১২ মাস = ৯৬,০০০ টাকা |
| ছাড় (১) রক্ষণাবেক্ষণ জনিত ব্যয় | ৮,০০০ টাকা × ২ মাস = ১৬,০০০ টাকা | ৮,০০০ টাকা × ২ মাস = ১৬,০০০ টাকা |
| ছাড় (২) মালিকানা জনিত ছাড় | প্রযোজ্য নয় | (৯৬,০০০ - ১৬,০০০) × ৪০% = ৩২,০০০ টাকা |
| ছাড় (৩) ব্যাংক সুদ ব্যবদ ব্যয় | ১০০০ টাকা | ১,০০০ টাকা |
| নীট বার্ষিক মূল্য (প্রস বার্ষিক মূল্য - (১) - (২) - (৩)) | ৯৬,০০০ টাকা - ১৬,০০০ টাকা - ১০০০ টাকা = ৭৯,০০০ টাকা | ৯৬,০০০ টাকা - ১৬,০০০ টাকা - ৩২,০০০ টাকা - ১,০০০ টাকা = ৪৭,০০০ টাকা |
| কর হার | ২২% | ২২% |
| প্রদেয় করের পরিমাণ | ৭৯,০০০ টাকা × ২২% = ১৭,৮৩০ টাকা | ৪৭,০০০ টাকা × ২২% = ১০,৩৪০ টাকা |

➤ প্রদেয় করের পরিমাণ নিরূপণ (গাসিক)

| কর নির্ধারণ বিবরণ | নির্ধারণ | |
|---|---|---|
| | ক) তাড়া | খ) নিজস্ব ব্যবহার |
| (প্রস) বার্ষিক মূল্য | প্রতি বর্গফুটে ৪ টাকা × ১২ মাস × ৩,০০০ ব.ফু. = ১৪৪,০০০ টাকা | প্রতি বর্গফুটে ৪ টাকা × ১২ মাস × ৩,০০০ ব.ফু. = ১৪৪,০০০ টাকা |
| ছাড় (১) রক্ষণাবেক্ষণ জনিত ব্যয় | ১৪৪,০০০ টাকা × ১/৬* = ২৪,০০০ টাকা | ১৪৪,০০০ টাকা × ১/৬ = ২৪,০০০ টাকা |
| ছাড় (২) মালিকানা জনিত ছাড় | প্রযোজ্য নয় | (১৪৪,০০০ টাকা - ২৪,০০০ টাকা) × ৪০% = ৪৮,০০০ টাকা |
| ছাড় (৩) ব্যাংক সুদ ব্যবদ ব্যয় | ১০০০ টাকা | ১,০০০ টাকা |
| নীট বার্ষিক মূল্য (প্রস বার্ষিক মূল্য - (১) - (২) - (৩)) | ১৪৪,০০০ টাকা - ২৪,০০০ টাকা - ১০০০ টাকা = ১১৯,০০০ টাকা | ১৪৪,০০০ টাকা - ২৪,০০০ টাকা - ৪৮,০০০ টাকা - ১,০০০ টাকা = ৭১,০০০ টাকা |
| কর হার | অঞ্চল ১,৪: ১০% অঞ্চল ২,৩,৫,৬,৭,৮: ৭% | অঞ্চল ১,৪: ১০% অঞ্চল ২,৩,৫,৬,৭,৮: ৭% |

| | | |
|--------------------|---|--|
| প্রদেয় করে পরিমান | অঞ্চল ১,৪: ১১৯,০০০ টাকা × ১০% = ১১,৯০০ টাকা | অঞ্চল ১,৪: ৭১,০০০ টাকা × ১০% = ৭,১০০ টাকা |
| | অঞ্চল ২,৩,৫,৬,৭,৮: ১১৯,০০০ টাকা × ৭% = ৮,৩১৩ টাকা | অঞ্চল ২,৩,৫,৬,৭,৮: ৭১,০০০ টাকা × ৭% = ৪,৯৭০ টাকা |

➤ প্রদেয় করে পরিমান নিরূপণ (নাসিক)

| কর নির্ধারণ বিবরণ | নির্ধারণ | |
|---|---|---|
| | ক) ভাড়া | খ) নিজস্ব ব্যবহার |
| (গ্রন) বার্ষিক মূল্য | প্রতি বর্গফুটে বার্ষিক ১১ টাকা হারে × ৩,০০০ ব.ফু. = ৩৩,০০০ টাকা | প্রতি বর্গফুটে বার্ষিক ১১ টাকা হারে × ৩,০০০ ব.ফু. = ৩৩,০০০ টাকা |
| ছাড় (১) রক্ষণাবেক্ষণজনিত ব্যয় | আদর্শ একক মানে রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় অন্তর্ভুক্ত | আদর্শ একক মানে রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় অন্তর্ভুক্ত |
| ছাড় (২) মালিকানা জমিত ছাড় | প্রযোজ্য নয় | আদর্শ একক মানে মালিকানা ছাড় অন্তর্ভুক্ত |
| ছাড় (৩) ব্যাংক সুদ বরাদ্দ ব্যয় | ১০০০ টাকা | ১,০০০ টাকা |
| নীট বার্ষিক মূল্য (গ্রন বার্ষিক মূল্য - (১) - (২) - (৩)) | ৩৩,০০০ টাকা - ১০০০ টাকা = ৩২,০০০ টাকা | ৩৩,০০০ টাকা - ১০০০ টাকা = ৩২,০০০ টাকা |
| কর হার | ১৯% | ১৯% |
| প্রদেয় করে পরিমান | ৩২,০০০ টাকা × ১৯% = ৬,০৮০ টাকা | ৩২,০০০ টাকা × ১৯% = ৬,০৮০ টাকা |

➤ প্রদেয় করে পরিমান নিরূপণ (কুসিক)

| কর নির্ধারণ বিবরণ | নির্ধারণ | |
|---|---|--|
| | ক) ভাড়া | খ) নিজস্ব ব্যবহার |
| (গ্রন) বার্ষিক মূল্য | ৮,০০০ টাকা × ১২ মাস = ৯৬,০০০ টাকা | ৮,০০০ টাকা × ১২ মাস = ৯৬,০০০ টাকা |
| ছাড় (১) রক্ষণাবেক্ষণজনিত ব্যয় | ৮,০০০ টাকা × ২ মাস = ১৬,০০০ টাকা | ৮,০০০ টাকা × ২ মাস = ১৬,০০০ টাকা |
| ছাড় (২) মালিকানা জমিত ছাড় | প্রযোজ্য নয় | (৯৬,০০০ - ১৬,০০০) × ৪০% = ৩২,০০০ টাকা |
| ছাড় (৩) ব্যাংক সুদ বরাদ্দ ব্যয় | ১০০০ টাকা | ১,০০০ টাকা |
| নীট বার্ষিক মূল্য (গ্রন বার্ষিক মূল্য - (১) - (২) - (৩)) | ৯৬,০০০ টাকা - ১৬,০০০ টাকা - ১০০০ টাকা = ৭৯,০০০ টাকা | ৯৬,০০০ টাকা - ১৬,০০০ টাকা - ৩২,০০০ টাকা - ১,০০০ টাকা = ৪৭,০০০ টাকা |
| কর হার | ১৭% | ১৭% |
| প্রদেয় করে পরিমান | ৭৯,০০০ টাকা × ১৭% = ১৩,৪৩০ টাকা | ৪৭,০০০ টাকা × ১৭% = ৭,৯৯০ টাকা |

➤ প্রদেয় করে পরিমান নিরূপণ (রসিক)

| কর নির্ধারণ বিবরণ | নির্ধারণ | |
|---|---|---|
| | ক) লাভ | খ) নিজস্ব ব্যবহার |
| (গ্রন্থ) বার্ষিক মূল্য | প্রতি বর্গফুট ৭৯৫.১৫ টাকা হারে × ৩,০০০ ব.ফু. × ৭.০% = ১৬৬,৯৮১.৫০ টাকা | প্রতি বর্গফুট ৭৯৫.১৫ টাকা হারে × ৩,০০০ ব.ফু. × ৭.০% = ১৬৬,৯৮১.৫০ টাকা |
| ছাড় (১) রক্ষণাবেক্ষণজনিত ব্যয় | ১৬৬,৯৮১.৫০ টাকা × ১/৬ = ২৭,৮৩০.২৫ টাকা | ১৬৬,৯৮১.৫০ টাকা × ১/৬ = ২৭,৮৩০.২৫ টাকা |
| ছাড় (২) মাসিকানা জনিত ছাড় | প্রযোজ্য নয় | (১৬৬,৯৮১.৫০ টাকা - ২৭,৮৩০.২৫ টাকা) × ৪০% = ৫৫,৫৬০.৫০ টাকা |
| ছাড় (৩) ব্যাংক সুদ বরাদ্দ ব্যয় | ১০০০ টাকা | ১,০০০ টাকা |
| নেট বার্ষিক মূল্য (গ্রন্থ বার্ষিক মূল্য - (১) - (২) - (৩)) | ১৬৬,৯৮১.৫০ টাকা - ২৭,৮৩০.২৫ টাকা - ১০০০ টাকা = ১৩৮,১৫১.২৫ টাকা | ১৬৬,৯৮১.৫০ টাকা - ২৭,৮৩০.২৫ টাকা - ৫৫,৫৬০.৫০ টাকা - ১০০০.০০ টাকা = ৮২,৪৯০.৭৫ টাকা |
| কর হার | ২০% | ২০% |
| প্রদেয় করে পরিমান | ১৩৮,১৫১.২৫ টাকা × ২০% = ২৭,৬৩০.২৫ টাকা | ৮২,৪৯০.৭৫ টাকা × ২০% = ১৬,৪৯৮.১৫ টাকা |

➤ সিটি কর্পোরেশন (করারোপন) বিধিমালা, ১৯৮৬ এবং বিভিন্ন সিটি কর্পোরেশন প্রদেয় করে তুলনা (টাকা)

| | সিটি কর্পোরেশন (করারোপন) বিধিমালা, ১৯৮৬ | পাসিক | | মাসিক | কুসিক | বসিক |
|-------------------|---|-----------|-------------------|-------|--------|-----------|
| | | অঞ্চল ১,৪ | অঞ্চল ২,৩,৫,৬,৭,৮ | | | |
| ক) লাভ | ১৭,৮৩০ | ১১,৯০০ | ৮,৩৩০ | ৬,০৮০ | ১৩,৪৩০ | ২৭,৬৩০.২৫ |
| খ) নিজস্ব ব্যবহার | ১০,৩৪০ | ৭,১০০ | ৪,৯৭০ | ৬,০৮০ | ৭,৯৯০ | ১৬,৪৯৮.১৫ |

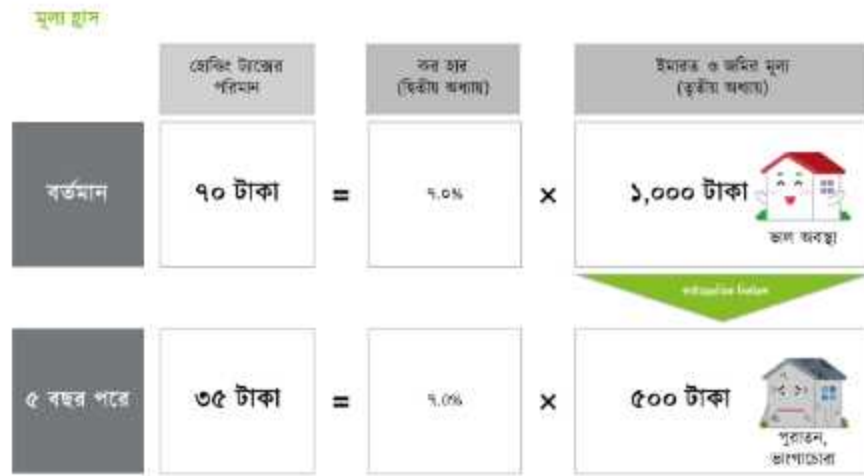
৪.২ হোল্ডিং ট্যাক্স নির্ধারণ

সারণি ১৮: কর নির্ধারণের ধরণ

| নির্ধারণ পদ্ধতি | বিষয় | পৌনঃপুনিকতা | সিটি কর্পোরেশন (করারোপন) বিধিমালা ১৯৮৬ |
|--------------------------|----------------------------|----------------|--|
| পর্ষারক্রমিক কর নির্ধারণ | বিদ্যমান ইমারতসমূহ | পাঁচ বছর অন্তর | বিধি ২১ |
| নিয়মিত নির্ধারণ | (i) নব নির্মিত ইমারতসমূহ | যেমন প্রয়োজন | বিধি ২৬ (১) (ক) |
| | (ii) সম্প্রসারিত ইমারতসমূহ | যেমন প্রয়োজন | বিধি ২৬ (১) (ঘ) |
| | ধ্বংসপ্রাপ্ত ইমারতসমূহ | যেমন প্রয়োজন | বিধি ২৬ (১) (ঙ) |

জমি ও ইমারতের মূল্য নির্ধারণের জন্য 'নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর কর' নির্ধারণ এবং নিয়মিত কর নির্ধারণ পরিচালনা করা হয়। বিষয়ের ভিত্তিতে নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর কর নির্ধারণ এবং নিয়মিত কর নির্ধারণের মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়।

নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর কর নির্ধারণ: বিদ্যমান ইমারতসমূহের 'নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর' কর নির্ধারণ করা হয়। সিটি কর্পোরেশন (করারোপন) বিধিমালা, ১৯৮৬ এর বিধি ২১ এর বিধান অনুযায়ী পাঁচ বছর অন্তর অন্তর এ কর নির্ধারণ করা প্রয়োজন। জমি ও ইমারতের মূল্য বিভিন্ন কারণে সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তিত হয় বিধায় প্রকৃত হোল্ডিং ট্যাক্সের পরিমাণ সঠিকভাবে প্রতিফলিত করার জন্য জমি ও ইমারতের মূল্য যথাযথভাবে নির্ধারণ করা জরুরি।



চিত্র ১৫ উদাহরণঃ ইमारতের সঠিক মূল্যের প্রতিফলনের জন্য নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর কর নির্ধারণ
(সময়ের সাথে সাথে ইमारতের মানের ক্রমাবনতি হওয়ার ক্ষেত্রে)

| মূল্যবৃদ্ধি | হোল্ডিং টাকের পরিমাণ | কর হার (দ্বিতীয় অধ্যায়) | ইमारত ও জমির মূল্য (দ্বিতীয় অধ্যায়) |
|-------------|----------------------|---------------------------|---------------------------------------|
| বর্তমান | ৭০ টাকা | ৭.০% | ১,০০০ টাকা নতুন, পরিষ্কার |
| ৫ বছর পরে | ৮৪ টাকা | ৭.০% | ১,২০০ টাকা মূল্য বেড়েছে |

চিত্র ১৬ উদাহরণঃ ইमारতের সঠিক মূল্য প্রতিফলনের জন্য নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর কর নির্ধারণ
(অর্থনৈতিক উন্নয়নের কারণে মূল্য বৃদ্ধির ক্ষেত্রে)

সিটি কর্পোরেশন (করারোপন) বিধিমালা, ১৯৮৬



২১. মূল্যায়ন তালিকা প্রস্তুতকরণ. - সরকার কর্তৃক অন্য কোন আদেশ জারি না করা হইলে সিটি কর্পোরেশন প্রতি পাঁচ বছর অন্তর অন্তর বিধি ২০ এর আলোকে নতুন মূল্যায়ন তালিকা প্রস্তুত করবে।

'নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর' কর নির্ধারণ প্রতি পাঁচ বছরে করা হয়ে থাকে। এছাড়াও নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে নিয়মিত কর নির্ধারণ করা হয়ঃ

- সিটি কর্পোরেশন (করারোপন) বিধিমালা ১৯৮৬ এর বিধি ২৬, উপবিধি (১) এর (ক) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী নতুন ইमारত নির্মাণ করা হলে;
- সিটি কর্পোরেশন (করারোপন) বিধিমালা ১৯৮৬ এর বিধি ২৬ এর (ঘ) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ইमारতের আয়তন বাড়ানো হলে;
- সিটি কর্পোরেশন (করারোপন) বিধিমালা ১৯৮৬ এর বিধি ২৬ এর (ঙ) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কোনও বিদ্যমান ইमारত ধ্বংস প্রাপ্ত হলে।

এ জাতীয় ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর কর নির্ধারণের সময় নির্বিশেষে উপরোক্ত বিষয়াবলী চিহ্নিত হওয়ার সাথে সাথেই কর নির্ধারণ করা হয়। নিয়মিত কর নির্ধারণ প্রক্রিয়াটি মূলত নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর কর নির্ধারণ প্রক্রিয়ার অনুরূপ। তবে এ দু'য়ের মধ্যকার প্রধান পার্থক্য হ'ল নিয়মিত কর নির্ধারণের জন্য সরকারের নিকট কোন প্রস্তাব প্রেরণের প্রয়োজন নেই। সদ্য নির্মিত / সম্প্রসারিত / ধ্বংসপ্রাপ্ত ইमारত সংক্রান্ত তথ্য প্রাপ্তি ও তা চিহ্নিতকরণের সাথে সাথে এ প্রক্রিয়া শুরু হয়। ইमारত সনাক্ত করার পর উক্ত ইमारত সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করা হয়। দুটি মূল উৎস হতে সদ্য নির্মিত/সম্প্রসারিত ইमारতের তথ্য সংগ্রহ করা হয়ে থাকে। এর একটি হলো প্রকৌশল বিভাগ, যেখানে ইमारত নির্মাণের আবেদন দাখিল করা হয় (যেখানে সিটি কর্পোরেশনের ইमारত নির্মাণের পারমিট দেয়া হয়)। অপরটি হ'ল কর আদায়কারীগণ, যারা কর আদায়ের

সময় ইমারত মালিকদের বাসা-বাড়ি পরিদর্শন করেন। উভয়েরই নতুন নির্মিত/সম্প্রসারিত ইমারত সম্পর্কিত তথ্য প্রাপ্তির সুবিধা রয়েছে এবং তাদের সহযোগিতা গ্রহণ করা কর নির্ধারণকারীদের জন্য আবশ্যিক। কর ত্রাসের ক্ষেত্রে ধ্বংসপ্রাপ্ত বা ক্ষতিগ্রস্ত ইমারতের মালিকরা নিজেরাই নিয়মিত কর নির্ধারণ করার জন্য অনুরোধ জানান।

সিটি কর্পোরেশন (করারোপন) বিধিমালা, ১৯৮৬



২৬. তালিকার সংশোধন বা পরিবর্তন

- (১) সিটি কর্পোরেশন যে কোনও সভায়, যে কোনও সময়ে, কর নির্ধারণ তালিকার প্রত্যক্ষ পরিবর্তন বা সংশোধন করতে পারে -
- (ক) কোন ব্যক্তির নাম বা কোন সম্পত্তি, যা তাদের মতে, কর তালিকাভুক্ত হওয়া উচিত অথবা যে কোনও সম্পত্তি, যা বিধি ২৫ এর বিধান অনুযায়ী চূড়ান্ত তালিকা প্রস্তুতের পরে করারোপযোগ্য হয়েছে, সেগুলো অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে; অথবা
- (খ) মালিকানা স্থানান্তরজনিত কারণে অথবা অন্য কোন কারণে ইমারত মালিকের নাম পরিবর্তিত হলে নতুন মালিকের নাম প্রতিস্থাপন করে; অথবা
- (গ) তাদের মতে, ভুলভাবে নির্ধারণ বা মূল্যায়ন করা হয়েছে এমন ইমারত বা জমির মূল্য নির্ধারণ বা মূল্যায়নের মাধ্যমে পরিবর্তন করে তা পুনরায় অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে; অথবা
- (ঘ) কোন ইমারত বা জমি পুনর্নির্মাণ বা সম্প্রসারণের মাধ্যমে ঐ ইমারতের বা জমির মূল্য সংযোজন বা পরিবর্তন দ্বারা বৃদ্ধি হয়েছে এমন প্রতীয়মান হওয়ায় পুনরায় মূল্য নির্ধারণ বা মূল্যায়ন করা হলে; অথবা
- (ঙ) কোনও ইমারত বা জমির মূল্য যা সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে ধ্বংস হয়েছে বা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বা অন্য যে কোন কারণে এর মূল্য ত্রাস পেয়েছে, তার মালিকের আবেদনের প্রেক্ষিতে মূল্যায়নের মাধ্যমে; অথবা
- (চ) ক্লারিক্যাল বা গাণিতিক ভুল সংশোধনের মাধ্যমে সংশোধন করা যেতে পারে।
- (২) উপ-বিধি (১) এর অনুচ্ছেদ (ক), (খ), (গ), (ঘ) বা (চ) এর অধীনে কর তালিকায় কোন পরিবর্তন বা সংশোধনী প্রস্তাব আনয়ন করা হলে সে বিষয়ে এবং কত তারিখে উক্ত বিষয়ে শুনানী অনুষ্ঠিত হবে তার উল্লেখসহ সিটি কর্পোরেশন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে কমপক্ষে এক মাসের নোটিশ প্রদান করবে।
- (৩) উপ-বিধি (২) এর অধীনে জারীকৃত নোটিশ এবং উপ-বিধি (১) এর অনুচ্ছেদ (ঙ) এর অধীনে দায়েরকৃত আপত্তির প্রেক্ষিতে বিধি ৭, ২৫ এবং ২৭ এর বিধানাবলী প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাপেক্ষে প্রয়োগ করা যেতে পারে।

সিটি কর্পোরেশন (করারোপন) বিধিমালা, ১৯৮৬



২৭. কোন ইমারত বা জমির কর নির্ধারণের পরিমাণ বৃদ্ধি

এ বিধিমালায় যাই থাকুক না কেন, যদি সিটি কর্পোরেশন এইমর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, চূড়ান্তভাবে নির্ধারিত কর তালিকা প্রকাশের পর কোন ইমারত বা তার জমির অংশবিশেষ সেই পরিমাণে বাড়ানো হয়েছে যাতে সিটি কর্পোরেশনের নিকট প্রতীয়মান যে উক্ত ইমারতের পুনর্মূল্যায়ন যৌক্তিক, তা হলে সিটি কর্পোরেশন মালিককে শুনানীর সুযোগ দেওয়ার পর এ ধরনের ইমারতের মূল্য বাড়িয়ে মূল্যায়ন তালিকা সংশোধনীর নির্দেশ দিতে পারবে।

চার সিটি কর্পোরেশনের সর্বশেষ পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ন (জুন ২০১৯ পর্যন্ত) সারণি ১৯ এ চারটি সিটি কর্পোরেশনের ২০১৯ সালে পরিচালিত সর্বশেষ বছরের কর ধার্য করার তারিখটি দেখানো হয়েছে। চারটি সিটি কর্পোরেশনের সবগুলোতেই ২০১৯ সাল পর্যন্ত পূর্ববর্তী পাঁচ বছরের কর নির্ধারণ করা হয়েছেঃ

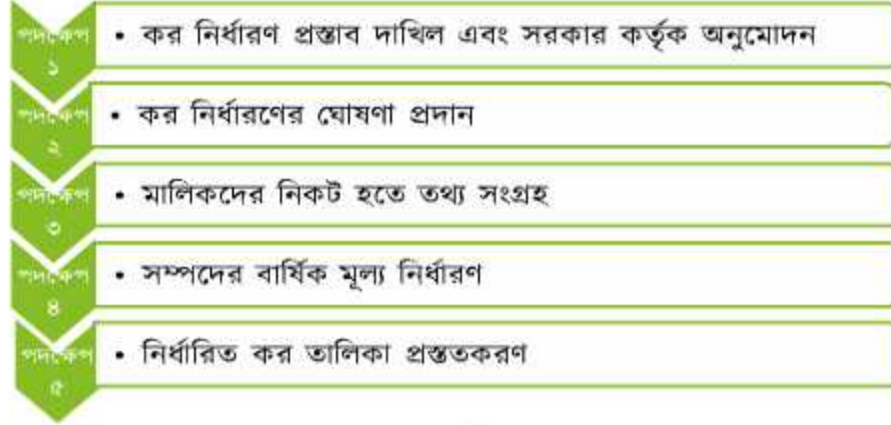
সারণি ১৯: চারটি সিটি কর্পোরেশনের সর্বশেষ কর ধার্য করার অর্থবছর

| সিটি কর্পোরেশন | এলাকা | সর্বশেষ ধার্যকরণ | হালনাগাদকরণ (যদি থাকে) |
|----------------|-------|------------------|------------------------|
| গাসিক | - | ২০১৩-২০১৪ | - |

| | | | |
|-------|------------------|-----------|-----------|
| | নগরভবন সদর এলাকা | ২০১৫-২০১৬ | - |
| নাসিক | সিদ্ধিরগঞ্জ | ২০১৭-২০১৮ | - |
| | কদমরসুল | ২০১৭-২০১৮ | - |
| কুসিক | - | ২০১২-২০১৩ | ২০১৭-২০১৮ |
| রসিক | - | ২০১৪-২০১৫ | - |

৪.৩ হোল্ডিং ট্যাক্স ধার্যকরণ প্রক্রিয়া

চারটি সিটি কর্পোরেশনের কর নির্ধারণ প্রক্রিয়া নিম্নরূপঃ



চিত্র ১৭: কর নির্ধারণ প্রক্রিয়া

পদক্ষেপ ১ কর নির্ধারণ প্রস্তাব পেশ ও সরকার কর্তৃক অনুমোদন

কর নির্ধারণ প্রস্তাব সরকারের নিকট জমা দেয়ার মাধ্যমে কর নির্ধারণের কাজ শুরু হয়। করারোপনের দায়িত্বে থাকা অর্থ ও সংস্থাপন সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটি কর নির্ধারণের বিষয়ে একটি প্রস্তাব প্রস্তুত করে এবং সিটি কর্পোরেশনের নামে সরকারের নিকট উক্ত প্রস্তাব দাখিল করা হয়। উক্ত প্রস্তাবনায় সরকারের অনুমোদন পাওয়ার পর সিটি কর্পোরেশন কর নির্ধারণের কাজ শুরু করে।

সিটি কর্পোরেশন (করারোপন) বিধিমালা, ১৯৮৬



৪. কর ধার্য করার পদ্ধতি, ইত্যাদি।

(১) এই অধ্যাদেশের অধীনে যে কোনও কর, রেইট, উপকর, টোল বা ফি আদায়ের প্রস্তাব সিটি কর্পোরেশনের একটি বিশেষ সভায় বিবেচনা করা হবে এবং সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

(২) সিটি কর্পোরেশন অফিসের নোটিশ বোর্ডে, প্রতিটি ওয়ার্ডে সর্বসাধারণের নিকট প্রদর্শনযোগ্য কিছু স্থানে এবং বহুল প্রচারের জন্য যথাযথ বলে বিবেচিত অন্যান্য পদ্ধতিতে প্রস্তাবনার একটি অনুলিপি সংযুক্ত করে প্রস্তাবটি প্রকাশ করবে।

(৩) প্রস্তাবিত কর দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিবর্গ প্রস্তাব প্রকাশের তারিখ হতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে সিটি কর্পোরেশনের বিবেচনার জন্য পরামর্শ বা আপত্তি জানাতে পারে।

(৪) সিটি কর্পোরেশন প্রাপ্ত প্রস্তাব বা আপত্তি (যদি থাকে) বিবেচনার পরে হয় প্রস্তাবসহ অথবা প্রস্তাব ব্যতিরেকে সংশোধনী

সহ বা সংশোধনী ছাড়া অগ্রসর হতে পারে অথবা প্রস্তাবটি ত্যাগ করতে পারে।

(৫) যদি সিটি কর্পোরেশন প্রস্তাবটি বাস্তবায়ন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তাহলে সিটি কর্পোরেশন অনুমোদনের জন্য কর, রেইট, উপকর, টোল বা ফি আদায়ের প্রস্তাব সরকারের নিকট জমা দিবে।

(৬) প্রস্তাব জমা দেওয়ার সময় সিটি কর্পোরেশন নিম্নলিখিত বিবরণাদি পেশ করবে, যথা:

- (i) কর, রেইট, উপকর, টোল বা ফি এর নাম;
- (ii) যে হার বা হারসমূহের উপর কর ধার্য করার প্রস্তাব করা হয়েছে;
- (iii) বার্ষিক আনুমানিক প্রাপ্তি;
- (iv) ব্যক্তি, সম্পত্তি অথবা পণ্য যা কর, রেইট, উপকর, টোল বা ফি সাপেক্ষ হবে;
- (v) কর, রেইট, উপকর, টোল বা ফি ধার্য এবং আদায়ের জন্য প্রস্তাবিত ব্যবস্থা এবং আদায়ের জন্য সম্ভাব্য অতিরিক্ত ব্যয়;
- (vi) আলাদা আলাদাভাবে বিদ্যমান কর, রেইট, উপকর, টোল, ফি এর বিবরণ এবং এগুলো হতে বার্ষিক আয়;
- (vii) প্রাপ্তি সাপেক্ষে সিটি কর্পোরেশনের পূর্ববর্তী তিন বছরের আয় ও ব্যয় বিবরণী;
- (viii) কর, রেইট, উপকর, টোল বা ফি আদায়ের উদ্দেশ্যে, অর্থাৎ বর্তমান বাজেটের ঘাটতি পূরণ অথবা কোনও নতুন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ; এবং
- (ix) করহার প্রয়োগের প্রস্তাবিত তারিখ।

৫. প্রস্তাব অনুমোদন

সরকার প্রস্তাবসমূহ বিবেচনা করার পর কোন প্রকার সংশোধনী ব্যতিরেকে বা সংশোধনপূর্বক প্রস্তাবটি অনুমোদন করতে পারে অথবা বাতিল করে দিতে পারে।

স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ২০০৯ এর ৮৫ অনুচ্ছেদের বিধান অনুযায়ী সরকার সিটি কর্পোরেশনকে কর নির্ধারণের আদেশ দিতে পারে। এ ক্ষেত্রে সিটি কর্পোরেশনসমূহ একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কর নির্ধারণ প্রক্রিয়া আরম্ভ করবে। এ বিষয়টি সিটি কর্পোরেশন (করারোপন) বিধিমালা, ১৯৮৬ তে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়নি, তবে পৌরসভা (করারোপ ও আদায় ব্যবস্থা) বিধিমালা, ২০১৩ এ বলা হয়েছে যে, সংশ্লিষ্ট পৌরসভা আদেশ প্রাপ্তির এক মাসের মধ্যেই কর নির্ধারণ শুরু করবে।

স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ২০০৯



৮৫. কর আরোপের ক্ষেত্রে নির্দেশাবলী।---

(১) সরকার, কর্পোরেশনকে ----

(ক) আরোপণীয় যে কোন কর, উপ-কর, রেইট, টোল অথবা ফি আরোপ করিবার নির্দেশ দিতে পারিবে;

(খ) দফা (ক) এর অধীনে আরোপিত কোন কর ইত্যাদি হ্রাস বা বৃদ্ধির নির্দেশ দিতে পারিবে;

(গ) দফা (ক) অধীনে আরোপিত কোন কর ইত্যাদি হতে কোন ব্যক্তি বা সম্পত্তিকে অব্যাহিত দিতে অথবা উহা হুগিত রাখিতে বা প্রত্যাহার করিতে নির্দেশ দিতে পারিবে।

পৌরসভা কর আরোপ ও আদায় পদ্ধতি বিধিমালা, ২০১৩



৬. কর আরোপের ক্ষেত্রে সরকারের নির্দেশ।---

- (১) আইনের ধারা ১০১ এর অধীনে সরকার কর্তৃক কোন পৌরসভাকে কর আরোপের জন্য কোন নির্দেশ প্রদান করা হইলে সংশ্লিষ্ট পৌরসভা ১ (এক) মাসের মধ্যে উক্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে এবং পৌরসভা কার্যালয়ের কোন প্রকাশ্য স্থানে বা নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্দেশিত অন্য কোন স্থানে উহা প্রাক-প্রকাশ করিবে।
- (২) উপবিধি (১) এর অধীন কর আরোপের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারে এইরূপ কোন ব্যক্তি উক্ত প্রস্তাব প্রকাশের তারিখ হতে ১ (এক) মাসের মধ্যে মেয়রের নিকট আপত্তি দাখিল করিতে পারিবেন।
- (৩) উপ-বিধি (২) এর অধীন কোন আপত্তি দাখিল করা হইলে মেয়র তা নিষ্পত্তির জন্য কর নিরূপন ও আদায় কমিটির নিকট প্রেরণ করিবেন এবং কমিটি প্রয়োজনীয় গুনানী গ্রহণ করে আপত্তি নিষ্পত্তি করিবে এবং এ ক্ষেত্রে কমিটির সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হইবে।

পদক্ষেপ ২ কর নির্ধারণের ঘোষণা প্রদান

সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হওয়ার পর সিটি কর্পোরেশন এটি সরকারী গেজেটে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের মাধ্যমে অবহিত করবে।

সিটি কর্পোরেশন (করারোপন) বিধিমালা, ১৯৮৬



৬. করারোপের বিজ্ঞপ্তি

সরকার কর্তৃক ধার্যকৃত কর, রেইট, উপকর, টোল বা ফি অনুমোদিত হওয়ার পরে সিটি কর্পোরেশন তা সরকারী গেজেটে প্রকাশ করবে এবং সিটি কর্পোরেশনের নোটিশ বোর্ডে এর অনুলিপি সংযুক্ত করে বা অন্য কোন উপায়ে উপযুক্ত বলে বিবেচিত হলে প্রকাশের ব্যবস্থা করবে এবং যে তারিখ হ'তে কর, রেইট, উপকর, টোল বা ফি আদায় করা হবে সে তারিখটিও বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ করা হবে।

পদক্ষেপ ৩ মালিকদের নিকট হ'তে তথ্য সংগ্রহ

সম্পত্তির বার্ষিক মূল্য নির্ধারণের জন্য সম্পত্তি সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করা প্রয়োজন। সিটি কর্পোরেশন (করারোপন) বিধিমালা, ১৯৮৬ এর বিধি ২০ এ বর্ণিত বিধান অনুযায়ী মূল্যায়ন তালিকা প্রস্তুত করা হয়।

সিটি কর্পোরেশন (করারোপন) বিধিমালা, ১৯৮৬



২০. মূল্যায়ন তালিকা প্রস্তুত

(১) বিধি ১৯ এ বর্ণিত কর বা রেইট আদায়ের উদ্দেশ্যে সিটি কর্পোরেশনকে এর আওতাধীন এলাকায় অবস্থিত সমস্ত ইमारতের মূল্য নির্ধারণপূর্বক মূল্য তালিকা প্রস্তুত করতে হবে এবং এই তালিকা সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে

নিয়োগপ্রাপ্ত একজন মূল্যায়নকারী প্রস্তুত করবেন।

(২) মূল্যায়নকারী, প্রয়োজন অনুসারে তদন্তের পর এই বিধিমালায় প্রদত্ত পদ্ধতিতে সিটি কর্পোরেশনের অভ্যন্তরে অবস্থিত সকল ইমারত এবং জমির বার্ষিক মূল্য নির্ধারণ করবেন এবং মূল্য নির্ধারণী তালিকায় এ মূল্য অন্তর্ভুক্ত হবে।

ফর্ম 'এ'
[বিধি ২২ দেখুন]
সিটি কর্পোরেশন

সিটি কর্পোরেশনের নাম লিখুন

সিটি কর্পোরেশন (কর) বিধিমালা, ১৯৮৬ এর বিধি ২২ অনুযায়ী বিজ্ঞপ্তি নং -----

বরাবর,

এখানে ট্র্যাফিং নং দিন

এখানে ফর্ম গ্রহণকারী করদাতার নাম ও ঠিকানা লিখতে হবে।

সিটি কর্পোরেশন (করারোপন) বিধিমালা, ১৯৮৬ এর বিধি ২২ অনুযায়ী জমি এবং ইমারতের সংশোধিত মূল্যায়ন তালিকা প্রণয়নের উদ্দেশ্যে প্রণীত বিজ্ঞপ্তিটি গ্রহণ এবং গ্রহণের তারিখ হইতে ১৫(পনের) দিনের মধ্যে আপনার মালিকানাধীন ইমারত ও জমির প্রকৃত ও সঠিক জাড়া ও মূল্য এবং ইমারত ও জমির প্রকৃত ও সঠিক বর্ণনা এতদসাথে সংযুক্ত 'বি' ফর্মে প্রদান করার জন্য অনুরোধ করা হল।

নির্ধারিত তারিখের মধ্যে তথ্য প্রদানে ব্যর্থ হইলে, আপনাকে ২,০০০ (দুই হাজার) টাকা পর্যন্ত জরিমানা এবং 'বি' ফর্মে যাচিত তথ্য দাখিল না করা পর্যন্ত প্রতি দিনের জন্য যে অতিরিক্ত ১,০০০ (এক হাজার) টাকা পর্যন্ত জরিমানা প্রদানে বাধ্য থাকিবেন।

সিটি কর্পোরেশন অফিস।

সিটি কর্পোরেশনের নাম এখানে লিখতে হবে

ফর্মের ইস্যুর তারিখ

তারিখঃ

এখানে কর নির্ধারকের স্বাক্ষর দিতে হবে

কর নির্ধারক

চিত্র ১৪ : 'ফর্ম এ' ইমারত সম্পর্কিত তথ্য প্রদানের জন্য ইমারত মালিককে বিজ্ঞপ্তি প্রদান

সম্পদ সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহের জন্য সিটি কর্পোরেশন ইমারত মালিকদেরকে ইমারত সংক্রান্ত তথ্য প্রদানের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রদান করে। উক্ত বিজ্ঞপ্তির ফরম্যাট সিটি কর্পোরেশন (করারোপন) বিধিমালা, ১৯৮৬ এর বিধি ২২ এর ফর্ম 'এ' হিসাবে নির্ধারিত হয়েছে।

এখানে সিটি কর্পোরেশনের নাম লিখতে হবে

ফর্ম-বি
[বিমি ২২ দেখুন]
.....সিটি কর্পোরেশন

পৌর কর নির্ধারণ বা ইতোপূর্বে নির্ধারিত পৌর কর সংশোধনের জন্য ইমারত ও জমির বার্ষিক মূল্য এবং জমি ও ইমারতের প্রকৃত ও সঠিক অবস্থার বর্ণনার রিটার্ন।
[মালিক বা দখলদার কর্তৃক পূরণযোগ্য]

১. ওয়ার্ডের নং:

২. মহল্লা/রাস্তা/সড়কের নাম:

৩. নির্ধারণী তালিকায় ইমারত/জমি (পুত্র)র বর্তমান সংখ্যা:

৪. (ক) পিতা/স্বামীর নামসহ মালিকের/দের নাম;
(খ) পিতা/স্বামীর নাম সহ দখলদার(দের) নাম:

৫. ইমারত/জমির আয়তন

(ক) ইমারতের আয়তন (১) পাকা ইমারত
(২) সেমি পাকা
(৩) কাঁচা
(৪) মোট

(খ) খালি জমির আয়তন (১) পুকুর/খাদ
(২) খাল
(৩) বাগান
(৪) কাঁচা পায়খানা
(৫) অন্যান্য ব্যবহার

৬. ইমারতের বর্ণনা
(অনুসারে সংশোধিত শীটে তথ্য প্রদান করুন)

এখানে রিটার্ন প্রস্তুতকারীর স্বাক্ষর দিতে হবে

(রিটার্ন প্রস্তুতকারীর স্বাক্ষর)

এখানে ইমারত ও জমির তথ্য প্রদান করুন।
১: ওয়ার্ডের নাম
২: মহল্লা/রাস্তার নাম
৩: নির্ধারণী তালিকায় ইমারত / জমির বর্ণনা সংখ্যা
৪: পিতা/ স্বামীর নাম সহ মালিকদের নাম
(খ) পিতা/স্বামীর নাম সহ দখলদারদের নাম

এখানে ইমারত ও জমির আয়তন প্রদান করুন।
(ক) ইমারতের আয়তন
(১) পাকা ইমারত
(২) সেমি পাকা
(৩) কাঁচা
(৪) মোট
(খ) খালি জমির আয়তন
(১) পুকুর/খাদ
(২) খাল
(৩) বাগান
(৪) কাঁচা পায়খানা
(৫) অন্যান্য ব্যবহার

ভূমি মালিক বা দখলদার কর্তৃক পূরণীয়

ক. মালিকের দখলাধীন

ইমারতের বর্ণনা
(পরবর্তী পৃষ্ঠার কলাম ৬ এর মাধ্যমে)

| ইমারতের প্রকার | নির্মিতের প্রকার, পাকা ইমারত, কাঁচা, পাকা করেমো অথবা কুড়েখার, সমতল ছাদ অথবা টিলির ছাদ, ছোপনার চাল বা ডেউটিন বা বাউজারী দেয়া ইত্যাদি | ইমারতের বয়স ও সাময়িক অবস্থা | তালার সংখ্যা | সংখ্যা, মাত্রা ও বর্ণনা | | | | মোট মেঝের এলাকা | মালিক/দখলদারের দখলাধীন ইমারত ও সংলগ্ন জমির বর্তমান মূল্য এবং বার্ষিক ভাড়া | মন্তব্য |
|----------------------|---|-------------------------------|--------------|-------------------------|---------------------------|----------|-----------|-----------------|--|---------|
| | | | | কক্ষ | বারান্দা (খোলা অথবা বন্ধ) | রাসের ছর | বাগানসমূহ | | | |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) | (১১) |
| (ক) আবাসিক ইমারত | | | | | | | | | | |
| (খ) গুদামঘর/ কারখানা | | | | | | | | | | |
| খ. দখলদারের দখলাধীন | (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) | (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) |
| (ক) আবাসিক ভবন | | | | | | | | | | |
| (খ) গুদামঘর/ কারখানা | | | | | | | | | | |

এখানে "ফর্ম বি" এর ৬ নং কলামে উল্লিখিত বিভিন্ন এর বর্ণনা দিতে হবে।
(১) ইমারতের প্রকার
(২) নির্মিতের প্রকার
(৩) ইমারতের বয়স ও সাময়িক অবস্থা
(৪) তালার সংখ্যা
(৫) কক্ষ
(৬) বারান্দা
(৭) রাসের ছর
(৮) বাগানসমূহ
(৯) মোট মেঝের এলাকা
(১০) ইমারত ও সংলগ্ন জমির বর্তমান মূল্য এবং বার্ষিক ভাড়া
(১১) মন্তব্য

চিত্র ১৭: 'ফর্ম বি' ইমারত মালিক কর্তৃক ইমারত সংক্রান্ত তথ্য প্রদানের জন্য তথ্য ছক

এই ফর্ম কর নির্ধারক কর্তৃক পূরণ করতে হবে। [কর নির্ধারক কর্তৃক পূরণীয়]

১. ইমারত/ জমি(পূহ)র জন্য বরাদ্দকৃত নম্বর, যেটি থাকে: নতুন বাড়ি নির্মাণ করলে এখানে রেজিড না দিতে হবে

২. কর নির্ধারক কর্তৃক নির্ধারিত বার্ষিক মূল্য: এখানে কর নির্ধারক কর্তৃক নির্ধারিত বার্ষিক মূল্য (১) অসামান্য মালিকানাধীন এবং মালিকানাধীন (২) উল্লিখিত কাউন্সিলের মোট (৩) মোট বার্ষিক মূল্য উল্লেখ করতে হবে

| | আবাসিক জলন | কলমেঘর/কারখানা | খালি জায়গা (পৃথকভাবে কর নির্ধারণ করা হলে) | মোট |
|----------------------------|------------|----------------|--|---------|
| (ক) মালিকের মালিকানাধীন | (১) | (১) | (১) | (২) |
| (খ) মালিকদারের মালিকানাধীন | (১) | (১) | (১) | (২) |
| | | | | মোট (৩) |

৩. বার্ষিক মূল্য নির্ধারণের যৌক্তিকতা উল্লেখ করে কর নির্ধারকের মতামত এবং একটি এলাকায়, সড়কে বা রাস্তায় অবস্থিত অনুরূপ স্থানের সম্পত্তির নির্ধারিত কর হতে পৃথক হলে তার সংশ্লিষ্ট বারনামা:

বার্ষিক মূল্য নির্ধারণের যৌক্তিকতা উল্লেখ করে কর নির্ধারকের মতামত থাকলে এখানে উল্লেখ করতে হবে।

(৪)

চিত্র 20: 'ফর্ম বি' (কর নির্ধারক কর্তৃক পূরণযোগ্য); ইমারতের তথ্য পূরণের জন্য কর নির্ধারকের ফরম্যাট

ইমারত মালিকদের নিকট হতে তথ্য সংগ্রহের জন্য নির্ধারিত ফরম্যাট ফর্ম বি, যা ফরম এ প্রেরণের সময় একসাথে ইমারত মালিকদের নিকট প্রেরণ করা হয়। এতে ইমারত মালিকগণ তাদের নিজস্ব ঘোষণার ভিত্তিতে এ ফরম্যাট পূরণপূর্বক দাখিল করবেন। মালিক কর্তৃক নিম্নলিখিত আইটেমগুলি পূরণ করা প্রয়োজনঃ

● ফর্ম বি

১. ওয়ার্ডের নাম

২. মহল্লা / রাস্তা / সড়কের নাম

৩. মূল্যায়ন তালিকায় অন্তর্ভুক্ত বর্তমান ইমারত /জমি (গৃহ) এর নম্বর

৪. (ক) পিতা বা স্বামীর নামসহ মালিকবৃন্দের নাম

(খ) ভোগ-দখলকারীর নামসহ পিতা বা স্বামীর নাম

৫. ইমারত/জমির আওতাধীন এলাকা

(ক) ইমারত অনুযায়ী (i) পাকা দালান, (ii) আধা পাকা, (iii) কাঁচা, (iv) মোট

(খ) শূণ্য স্থান অনুযায়ী (i) পুকুর/খাদ, (ii) খাল, (iii) বাগান, (iv) কাঁচা পায়খানা, (v) অন্য কাজে ব্যবহৃত

৬. ইমারতের বর্ণনা (সংযুক্ত পাতায় তথ্য প্রদানযোগ্য)

● ফর্ম বি' এর সাথে সংযুক্ত পাতা যা'র সাথে "৬. ইমারতের বিবরণ" এর মিল রয়েছে

১. ইমারতের ধরণ

২. নির্মাণের ধরণ

৩. ইমারতের বয়স এবং অবস্থা

৪. তলার সংখ্যা

সংখ্যা, পরিমাপ (বর্গফুট) এবং বর্ণনা —

৫. কক্ষসমূহ

৬. বারান্দা (খোলা বা দেয়াল ঘেরা)

৭. জানের ঘর (গুলো)

৮. সিঁড়ি (গুলো)

৯. মোট মেকের জায়গা

১০. মালিকের/দখলদারদের দখলাধীন ইমারত এবং ইমারত সংলগ্ন জমির বর্তমান মূল্য/বার্ষিক ভাড়া

১১. মতব্য

কর নির্ধারক মালিক কর্তৃক সরবরাহকৃত তথ্য দৈবচয়নকৃত নমুনার মাধ্যমে পরীক্ষা করবেন এবং যদি প্রদানকৃত তথ্য বাস্তবসম্মত না হয় তবে মূল্যায়নকারী বিশদ তথ্য সংগ্রহের জন্য পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। কর নির্ধারক ইমারতে প্রবেশ, কর নির্ধারণের জন্য পরিদর্শন ও পরিমাপ করতে পারবেন।

সিটি কর্পোরেশন (করারোপন) বিধিমালা, ১৯৮৬



২২. বার্ষিক মূল্য নিরূপনের জন্য প্রয়োজনীয় রিটার্নস

মূল্যায়ন তালিকা প্রস্তুত করার জন্য কর নির্ধারক ফর্ম এ-তে বিজ্ঞপ্তি জারী করে ইমারত বা জমির মালিক বা দখলদারকে এক সপ্তাহের মধ্যে ভাড়া বা সত্যিকারের আয় বা তার বার্ষিক মূল্য সরবরাহ করার জন্য এবং নির্ধারকের নির্দেশনা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী ফর্ম বি'তে সংযুক্ত করে ইমারতের একটি সত্য এবং সঠিক বিবরণ দাখিল করবেন এবং মূল্যায়নকারী সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্তের মধ্যে যে কোনও সময়ে উক্ত ইমারত পরিদর্শন এবং পরিমাপ করতে পারবেন।

তবে শর্ত থাকে যে, কোনও ইমারতে প্রবেশ, পরিদর্শন ও পরিমাপের জন্য নোটিশ প্রাপ্তি থেকে মালিক/দখলদারকে ছাড় দেয়া না হলে, কর নির্ধারক ইমারতে প্রবেশ, পরিদর্শন ও পরিমাপের অভিপ্রায় ব্যক্ত করে কমপক্ষে চব্বিশ ঘণ্টা পূর্বে দখলদারকে নোটিশ প্রদান করবেন।

কলাম: করদাতার দায়িত্বাবলী

• তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা এবং ব্যাপকতা

করদাতাদের উপস্থাপিত তথ্যকে ভিত্তি করে হোল্ডিং ট্যাক্স নির্ধারণ করা হয়। তথ্য করদাতার স্ব-ঘোষিত এবং এ তথ্য প্রদানের পদ্ধতি বিধিমালায় প্রদান করা হয় নাই। কাজেই, করদাতা কর্তৃক প্রদানকৃত তথ্যের যথার্থতা নিরূপণ সম্পূর্ণরূপে করদাতাদের উপর বর্তায়। তবে সিটি কর্পোরেশন করদাতাদের দেওয়া সমস্ত তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত করতে পারে না।

যথাযথ কর ব্যবস্থাপনার জন্য করদাতা প্রদত্ত তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা এবং ব্যাপকতা নিশ্চিত করা অপরিহার্য। ভুল তথ্য প্রদানের জন্য দন্ডের বিধান করে তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা এবং সামগ্রিকতা নিশ্চিত করা যায়; মিথ্যা ঘোষণার জন্য দন্ডের বিধান তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা এবং তথ্য উপস্থাপনায় প্রত্যাখ্যান বা অসম্পূর্ণ তথ্য প্রদানের জন্য দন্ডের বিধান সামগ্রিক তথ্য অন্তর্ভুক্তির বিষয় নিশ্চিত করবে। তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা এবং সামগ্রিকতা নিশ্চিত করা কেবলমাত্র যথাযথ কর ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য গুরুত্বপূর্ণ নয়, সমস্ত প্রশাসনিক কার্যক্রমের নির্ভরযোগ্যতা সুরক্ষার ক্ষেত্রেও কার্যকর ভূমিকা পালন করে।

• দন্ডের বিধান সম্পর্কিত প্রচলিত বিধিবিধান

প্রচলিত সিটি কর্পোরেশন (করারোপন) বিধিমালা, ১৯৮৬ তে মিথ্যা ঘোষণা, তথ্য সরবরাহে অস্বীকৃতি বা অসম্পূর্ণ তথ্য প্রদানের জন্য কোন শাস্তি প্রদানের বিধান করা হয়নি। এর পরিবর্তে, স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ২০০৯ এর ৯২ এবং ৯৩ ধারা প্রয়োগ করা যেতে পারে। তবে উল্লিখিত ধারাসমূহ কেবলমাত্র স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ২০০৯ সম্পূর্ণ অধ্যয়নের মাধ্যমেই নির্ধারণ করা যাবে এবং যার ফলে শাস্তির বিধানাবলীর অস্তিত্বই প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে। স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ২০০৯ এর ৯২ ধারার ৫ম তফসিলে বর্ণিত সকল অপরাধ সাজাযোগ্য মর্মে নির্দেশ করা হয়েছে এবং ধারা ৯৩ এ উক্ত অপরাধের প্রেক্ষিতে জরিমানা এবং শাস্তির বিধান উল্লেখ রয়েছে:

স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ২০০৯



৯২. অপরাধ,

পঞ্চম তফসিলে বর্ণিত প্রতিটি অপরাধ এ আইনের অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হইবে।

৯৩. দন্ড

এ আইনের অধীনে যে সকল অপরাধের জন্য কোন দন্ডের উল্লেখ উহাতে স্পষ্টভাবে নাই, তজ্জন্য অনধিক পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদন্ড করা যাইবে, এবং যদি অনবরতভাবে ঘটিতে থাকে, তাহা হইলে প্রথম দিনের অপরাধের পর পরবর্তী প্রত্যেক দিনের জন্য অপরাধীকে অতিরিক্ত অনধিক পাঁচশত টাকা পর্যন্ত অর্থদন্ড করা যাইবে।

এ আইনের অধীনে পঞ্চম তফসিলে বর্ণিত অপরাধসমূহ

২. এ আইন বা কোন বিধি বা প্রবিধানের অধীনে যে সকল বিষয়ে কর্পোরেশন তথ্য চাওয়ার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত সে সকল বিষয়ে কর্পোরেশনের তলব অনুযায়ী তথ্য সরবরাহের ব্যর্থতা বা ভুল তথ্য সরবরাহ করা।

যদিও, এ বিধানগুলির দ্বারা যে সমস্ত ক্ষেত্রে হোল্ডিং ট্যাক্স সম্পর্কিত তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা এবং সামগ্রিকতা লক্ষিত করে সে সমস্ত ক্ষেত্রে শাস্তি দেওয়া যেতে পারে, এটি নির্দিষ্টভাবে শুধুমাত্র হোল্ডিং ট্যাক্স নির্ধারণে অসদুপায় অবলম্বনের ক্ষেত্রে সাজা হিসাবে ব্যবহৃত হয় না, নাগরিকবৃন্দের সকল প্রকার তথ্য উপস্থাপন ব্যর্থতার ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয়।

জাপান ও সিঙ্গাপুরের মতো অন্যান্য দেশের কর আইন এবং সম্পূর্ণ আইনগুলিতে অসত্য তথ্য সরবরাহ বা কর আইনের সাথে সামঞ্জস্য না রাখার জন্য জরিমানার বিধান রয়েছে। ন্যায্য কর ব্যবস্থা এবং প্রশাসনিক কার্যক্রম উভয় ক্ষেত্রে অতিরিক্ত নির্ভরযোগ্যতা এবং সামগ্রিকতা অর্জনের জন্য সিটি কর্পোরেশনের উচিত একটি নির্দিষ্ট জরিমানার বিধান প্রতিষ্ঠার বিষয়টি বিবেচনা করা।



40

পদক্ষেপ ৪ সম্পত্তির বার্ষিক মূল্য নির্ধারণ

সিটি কর্পোরেশন (করারোপন) বিধিমালা, ১৯৮৬ এর বিধি ২০ এর অনুচ্ছেদ (৩) এ বর্ণিত মূল্যায়ন পদ্ধতি অনুসরণ করে সম্পত্তির বার্ষিক মূল্য নির্ধারণ সম্পর্কে ৪.২ অধ্যায়ে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

পদক্ষেপ ৫ নির্ধারিত কর তালিকা প্রস্তুতকরণ

ফরম 'বি' ব্যবহার করে ইমারত মালিকদের নিকট হতে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে সিটি কর্পোরেশনের কর নির্ধারণ তালিকা প্রস্তুত করা প্রয়োজন। কর নির্ধারণের তালিকা ফর্ম সি হিসাবে নির্ধারিত, যার মধ্যে সিটি কর্পোরেশন (করারোপন) বিধিমালা, ১৯৮৬ এর

বিধি ২৩-এ বর্ণিত বিষয়গুলি রয়েছে। প্রতিটি ওয়ার্ডের সকল মালিকের তথ্য নিয়ে প্রতিটি ওয়ার্ডের জন্য কর নির্ধারণ তালিকা প্রস্তুত করা হয়।

| ফর্ম 'সি' | | | | |
|---|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| (বিধি ২৩ দেখুন) | | | | |
| এখানে সিটি কর্পোরেশনের নাম লিখুন | | এখানে কর্তৃক বছরের নাম লিখুন | | |
| সিটি কর্পোরেশন কর নির্ধারণ তালিকা।। অর্থ বছরের জন্য | | | | |
| ক্রমিক সংখ্যা | ইমারত/ জমি যে সড়কে অবস্থিত তার নাম | ইমারত/জমির পরিচিতি নম্বর | ইমারত/ জমির বর্ণনা | ইমারত/জমির বার্ষিক মূল্য |
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) |
| ১৯৮৬ সিটি কর্পোরেশন কর নির্ধারণ তালিকা নং সেরা সেরা | | | | |
| মালিকের নাম | বছরের পরিশোধযোগ্য করের পরিমাণ | ত্রৈমাসিক কিস্তির পরিমাণ | অন্যান্য তথ্য (যদি থাকে) | মন্তব্য |
| (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) |

এখানে ইমারতের বর্ণনা লিখুন:
 (১) ইমারত/ জমি যে সড়কে অবস্থিত তার নাম
 (২) ইমারত/জমির পরিচিতি নম্বর
 (৩) ইমারত/ জমির বর্ণনা
 (৪) ইমারত/জমির বার্ষিক মূল্য
 (৫) মালিকের নাম
 (৬) বছরের পরিশোধযোগ্য করের পরিমাণ
 (৭) ত্রৈমাসিক কিস্তির পরিমাণ
 (৮) অন্যান্য তথ্য (যদি থাকে)

চিত্র ২১: 'ফর্ম সি' কর নির্ধারণ তালিকা

সিটি কর্পোরেশন (করারোপন) বিধিমালা, ১৯৮৬

২৩. নির্ধারণ তালিকা প্রস্তুতকরণ

সিটি কর্পোরেশন ফর্ম 'সি' তে কর মূল্যায়ন তালিকা প্রস্তুত করবেন, যাতে নিম্ন-বর্ণিত বিষয়াবলী এবং সিটি কর্পোরেশন তালিকায় অন্তর্ভুক্তিকরণ যৌক্তিক বলে মনে করে এমন অন্যান্য বিষয়াবলী থাকবেঃ

- যে রাস্তা/সড়কে ইমারত বা জমি অবস্থিত সে সড়কের নাম;
- রেজিস্টারে উল্লিখিত ইমারত বা জমির সংখ্যা;
- ইমারত বা জমির বিবরণ;
- ইমারত বা জমির বার্ষিক মূল্য;
- মালিকের নাম;
- বছরে প্রদেয় কর বা রেইটের পরিমাণ (প্রতিটি কর বা রেইটকে আলাদাভাবে দেখাতে হইবে);
- ত্রৈমাসিক কিস্তির পরিমাণ; এবং
- কর নির্ধারণ হতে অব্যাহতি প্রাপ্ত ইমারত বা জমির ক্ষেত্রে এতদসংক্রান্ত টিকা।

সিটি কর্পোরেশন (করারোপন) বিধি, ১৯৮৬

২৪. কর নির্ধারণ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ

(১) বিধি ২৩ এ বর্ণিত কর নির্ধারণ তালিকা প্রস্তুত করা হলে, মেয়র বা তার অনুপস্থিতিতে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা তালিকার প্রতি পৃষ্ঠায় স্বাক্ষর করে সেগুলো সঠিক বলে চিহ্নিত করবেন, অতঃপর তা সিটি কর্পোরেশন কার্যালয়ে জমা দিবেন এবং কোথায় উক্ত তালিকা পরিদর্শন করা যেতে পারে সে ব্যাপারে গণবিজ্ঞপ্তি জারি করবেন।

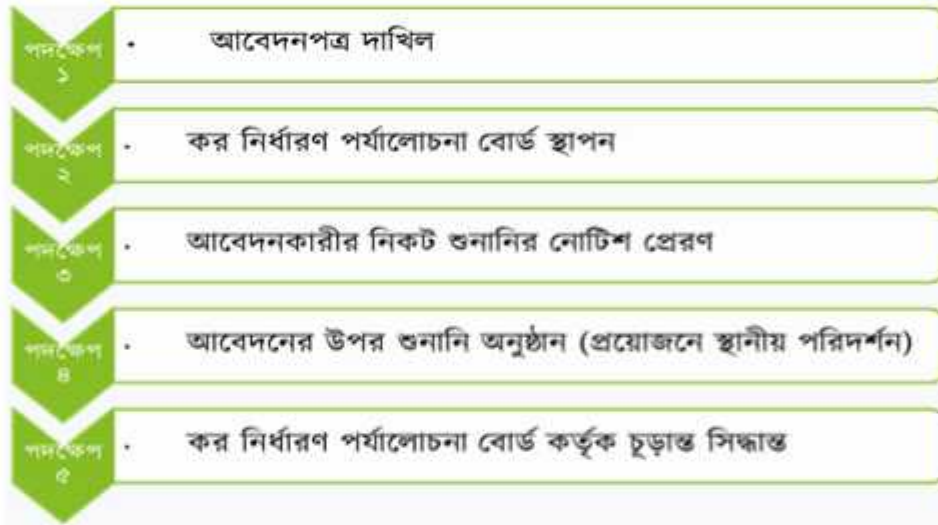
(২) যে কোনও ক্ষেত্রে প্রথমবারের মতো কোনও সম্পত্তি মূল্যায়ন করা হলে বা বিধি ২৮ (১) এর বিধান অনুযায়ী নির্ধারিত করের পরিমানের পরিবর্তন হলে, সিটি কর্পোরেশন সম্পত্তির মালিক বা দখলদারকে (যদি জানা থাকে) বিজ্ঞপ্তি প্রদান করবে:

তবে শর্ত থাকে যে, যখন সাধারণ কর নির্ধারণ করা হবে, সেটি সিটি কর্পোরেশন কার্যালয় এবং প্রতিটি ওয়ার্ডের লক্ষনীয় স্থানে কর নির্ধারণ তালিকার একটি অনুলিপি সংযুক্ত করে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করবেন এবং অন্য কোন যৌক্তিক বিবেচিত উপায়ে জনসমক্ষে প্রচার করবেন।

৫. আপিল ও শুনানি

কর নির্ধারণের ফলাফল নিয়ে কেউ অসন্তুষ্ট হলে, তিনি বিষয়টি পুনর্বিবেচনার জন্য সিটি কর্পোরেশনে আবেদন করতে পারেন। আবেদন করার পদ্ধতি সিটি কর্পোরেশন (করারোপন) বিধিমালা, ১৯৮৬ এর বিধি ৭ এ বর্ণনা করা হয়েছে। ইমারত মালিকদের আপিল করার সুযোগ নিশ্চিত করার জন্য সিটি কর্পোরেশন (করারোপন) বিধিমালা, ১৯৮৬ এর বিধি ২৪ অনুযায়ী সর্বসাধারণের অবগতির জন্য পরিদর্শনযোগ্য স্থানে কর নির্ধারণ তালিকা নির্ধারিত উপায়ে প্রকাশ করবে (অধ্যায় ৪ দ্রষ্টব্য)।

৫.১ কিভাবে আপিল করবেন



চিত্র ২২: আপিল করার পদ্ধতি

পদক্ষেপ ১ আবেদন দাখিল

ইমারত মালিকদের মধ্যে যারা কর পুনর্বিবেচনার জন্য আবেদন করবেন তাদের আবেদনগুলি সিটি কর্পোরেশন অফিসে দাখিল করবেন। কর নির্ধারণ ও মূল্যায়নের বিরুদ্ধে আবেদন করার জন্য ফরম্যাট সিটি কর্পোরেশন (করারোপন) বিধিমালা, ১৯৮৬ এর বিধি ৭ এ ফর্ম 'পি' হিসাবে নির্ধারণ করা হয়েছে।

সিটি কর্পোরেশন (করারোপন) বিধিমালা, ১৯৮৬



৭. মূল্যায়ন, কর নির্ধারণ, ইত্যাদির বিরুদ্ধে আর্জি

(১) এ অধ্যাদেশের অধীন যাদের কর, রেইট, উপকর, টোল বা ফি নির্ধারণ করা হয়েছে তাদের যে কেউ কর নির্ধারণ বা মূল্যায়ন বা তার উপর করারোপের দায়বদ্ধতার বিরুদ্ধে কর নির্ধারণ, মূল্যায়নের নোটিশ পাওয়ার তারিখ হতে ত্রিশ দিনের মধ্যে সিটি কর্পোরেশনে লিখিত আবেদন ৬ [ফর্ম পি] এর মাধ্যমে আপত্তি দাখিল করতে পারবেন।

(২) উক্ত আবেদনে কর নির্ধারণ বা মূল্যায়ন বা আবেদনকারীর দায়বদ্ধতার বিরুদ্ধে আপত্তি করার কারণ পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করতে হবে।

(৩) সিটি কর্পোরেশন যতগুলো কর নির্ধারণ পর্যালোচনা বোর্ড গঠন করা প্রয়োজন ততগুলো গঠন করতে পারবে।

(৪) ... (৫) ...

ফর্ম 'পি'
(বিধি ৭(১) অনুযায়ী)
কর নির্ধারণ ও মূল্যায়নের বিরুদ্ধে আবেদন
[আবেদনকারী কর্তৃক পূরণযোগ্য]

১. আবেদনকারীর নাম : _____ ১

২. যে প্রটের উপর ইমারতটি প্রতিষ্ঠিত সে প্রটের চৌকির নাম
এবং রাজ্য/সড়কের নাম : _____ ২

৩. (ক) পূর্ববর্তী মূল্যায়ন : _____
(খ) মূল্যায়নের বিরুদ্ধে আপত্তি : _____ ৩

৪. সংশ্লিষ্ট স্থানের স্থিতি : _____ ৪

তারিখ: _____ ইং আবেদনকারীর স্বাক্ষর

অফিস কর্তৃক পূরণযোগ্য

৫. ক্রমিক সংখ্যা ২ থেকে ৪ এ (টিকাই অঙ্কন) কর নির্ধারণ সংশোধনের অফিস সনদসমূহ : _____

৬. সংশ্লিষ্ট স্থানের সম্পর্কে মূল্যায়ন পর্যালোচনা বোর্ডের আদেশ :
(ক) আদেশের সারসর্ম্ব : _____
(খ) চতুষ্পাশ্বে নির্ধারিত সর্বত্র মূল্যায়ন : _____

৭. আবেদনকারীর নিকট কোন বক্তব্য পাঠানো আছে কি না এবং কোন কোন
ত্রৈমাসিক হতে আবেদন কার্যকর হবে সে বিষয়ে মন্তব্য : _____

৮. মূল্যায়ন পর্যালোচনা বোর্ডের সদস্যসমূহের স্বাক্ষর:
(ক) _____
(খ) _____
(গ) _____
(ঘ) _____
তারিখ: _____

এখানে আবেদনকারীর তথ্য প্রদান করতে হবে।

এখানে প্রতিটি তারিখ উল্লেখ করতে হবে।

এই আবেদন অফিস কর্তৃক পূরণ করতে হবে।

এখানে আবেদনকারীর স্বাক্ষর

এখানে আবেদনকারীর তথ্য প্রদান করতে হবে।

এখানে এসেলেসবই নির্দিষ্ট বোর্ডের সকল সদস্যদের স্বাক্ষর নিতে হবে।

চিত্র 23: 'ফর্ম পি' কর নির্ধারণ এবং মূল্যায়নের বিরুদ্ধে আর্জি

পদক্ষেপ ২ কর নির্ধারণ পর্যালোচনা বোর্ড গঠন

সিটি কর্পোরেশন প্রয়োজন মনে করলে কর নির্ধারণ পর্যালোচনা বোর্ড গঠন করতে পারে। উক্ত বোর্ড গঠন সম্পর্কে সিটি কর্পোরেশন (করারোপন) বিধিমালা, ১৯৮৬ এর ৭ নং বিধিতে বিস্তারিত বলা হয়েছে। বোর্ডের সদস্যের মধ্যে সিটি কর্পোরেশনের কর্মচারী/কর্মকর্তা নন এমন একজন আইনজীবী, একজন পুরকৌশল (Civil) প্রকৌশলী এবং সিটি কর্পোরেশনের বেতনভূক্ত কর্মচারীদের পক্ষ হতে একজন ওয়ার্ড কাউন্সিলর (ওয়ার্ড থেকে নির্বাচিত) এর সমন্বয়ে পর্যালোচনা বোর্ড গঠিত হবে। তবে, উক্ত ওয়ার্ড কাউন্সিলর তার নির্বাচনী এলাকায় অবস্থিত কোন সম্পত্তির উপর আবেদনে শুনানি করতে পারবেন না। আবেদনের উপর শুনানি চলার সময় বোর্ড প্রতি সপ্তাহে কমপক্ষে পাঁচ দিন অফিস চলাকালীন অফিসে শুনানি গ্রহণ করবে। বোর্ড সদস্যবৃন্দের পারিশ্রমিক সিটি কর্পোরেশন নির্ধারণ করবে এবং তা সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে। সিটি কর্পোরেশন কার্যালয়ে পর্যালোচনা বোর্ড এর অফিস থাকবে। বাস্তবে, পর্যায়ক্রমিক কর নির্ধারণের পর মূল্যায়ন পর্যালোচনা বোর্ড গঠিত হয় এবং সিটি কর্পোরেশনের উপর নির্ভর করে এক নাগারে ২-৩ মাস এর কাজ চলে।

সিটি কর্পোরেশন (করারোপন) বিধিমালা, ১৯৮৬

৭. কর নির্ধারণ, মূল্যায়ন ইত্যাদির বিরুদ্ধে আর্জি

(৩) সিটি কর্পোরেশন যতগুলো প্রয়োজন ততগুলো কর নির্ধারণ পর্যালোচনা বোর্ড গঠন করতে পারে।

(৪) প্রতিটি কর নির্ধারণ পর্যালোচনা বোর্ড সিটি কর্পোরেশনের কর্মচারী নন এমন একজন আইনজীবী, একজন পুরকৌশল প্রকৌশলী এবং সিটি কর্পোরেশনের বেতনভোগী কর্মচারীদের একজন কমিশনার নিয়ে গঠিত হ'বে:

তবে শর্ত থাকে যে বোর্ডের সদস্য নির্বাচিত কমিশনার এমন কোন আবেদনের শুনানিতে অংশগ্রহণ করবেন না যে শুনানির সাথে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি তিনি যে ওয়ার্ড হতে নির্বাচিত হয়েছেন সে ওয়ার্ডে অবস্থিত।

...

(১০) আবেদনের উপর শুনানির জন্য কর নির্ধারণ পর্যালোচনা বোর্ড অফিস চলাকালীন সপ্তাহে কমপক্ষে পাঁচ দিন বসবে।

(১১) কর নির্ধারণ পর্যালোচনা বোর্ডের প্রতিজন সদস্য প্রতিটি কার্যদিবসের শুনানিতে অংশগ্রহণের সেই পরিমাণ পারিশ্রমিক পাবেন যা সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক নির্ধারিত এবং সরকার কর্তৃক অনুমোদিত।

(১২) মূল্যায়ন পর্যালোচনা বোর্ডের কার্যালয় সিটি কর্পোরেশন কার্যালয়ে অবস্থিত হবে।

পদক্ষেপ ৩ আবেদনকারীর নিকট শুনানির নোটিশ প্রেরণ

উপর্যুক্ত দাখিলকৃত আবেদনের উপর সিদ্ধান্তের জন্য কর নির্ধারণ পর্যালোচনা বোর্ডের কর্তৃক শুনানি করা উচিত। নোটিশের মাধ্যমে শুনানির সময় এবং স্থান আবেদনকারীকে অবহিত করা হবে।

সিটি কর্পোরেশন (করারোপন) বিধিমালা, ১৯৮৬



৭. মূল্যায়ন, কর নির্ধারণের বিরুদ্ধে আর্জি, ইত্যাদি.

(৫) উপ-বিধি (১) এর অধীনে সিটি কর্পোরেশনে দাখিলকৃত আর্জি কর নির্ধারণ পর্যালোচনা বোর্ড শুনবেন এবং সিদ্ধান্ত প্রদান করবেন।

(৬) কর নির্ধারণ পর্যালোচনা বোর্ড আবেদনকারীকে যে সময় ও স্থানে তার আবেদন শুনবেন তার উল্লেখপূর্বক বিজ্ঞপ্তি প্রদান করবেন, এবং তদ্রূপ প্রমাণ গ্রহণ ও তদন্ত অনুষ্ঠান বা আবেদনকারী বা তার প্রতিনিধি (যদি থাকে) এর উপস্থিতিতে প্রয়োজন অনুযায়ী স্থানীয় পরিদর্শনের পর যা যৌক্তিক ও যথাযথ বলে মনে করে এমন আদেশ প্রদান করবেন, এবং যদি আবেদনকারী বা তার প্রতিনিধি নির্ধারিত তারিখে উপস্থিত না হন তবে বোর্ড একতরফা আদেশ প্রদান করবে।

পদক্ষেপ ৪ আবেদনের উপর শুনানি গ্রহণ

প্রথম শুনানির তারিখ থেকে ৪ মাসের বেশি নয় এমন সময়ের মধ্যে আবেদনের উপর সিদ্ধান্ত প্রদান করা উচিত। বোর্ড সদস্যবৃন্দের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের সিদ্ধান্ত বোর্ডের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হিসাবে বিবেচিত হবে। যদি বোর্ডের উপর্যুক্ত সিদ্ধান্তে আবেদনকারী ক্ষুব্ধ হন, তাহলে আবেদনকারীর সিটি কর্পোরেশন (করারোপন) বিধিমালা, ১৯৮৬এর বিধি ৭ এর উপধারা (১৩) এর বিধান অনুযায়ী অগ্রসর হওয়া উচিত। প্রয়োজন অনুভূত হলে স্থানীয় ভাবে পরিদর্শন করা যেতে পারে।

সিটি কর্পোরেশন (করারোপন) বিধিমালা, ১৯৮৬



৭. মূল্যায়ন, কর নির্ধারণের বিরুদ্ধে আর্জি, ইত্যাদি.

(৭) আবেদনের শুনানি একটি সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে পরিচালিত হবে যা প্রথম শুনানির তারিখ হতে চার মাসের মধ্যে সম্পন্ন হবে।

(৮) উপস্থিত সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের সিদ্ধান্ত সংশ্লিষ্ট কর নির্ধারণ পর্যালোচনা বোর্ডের সিদ্ধান্ত হিসাবে চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে এবং বোর্ডের সিদ্ধান্ত সিটি কর্পোরেশন আবেদনকারীকে অবহিত করবে।

(৯) ভোটের সমতার ক্ষেত্রে, সভায় সভাপতিত্বকারী ব্যক্তির দ্বিতীয় বা নির্ধারক ভোট থাকবে।

...

(১৩) উপ-বিধি (৮) এর অধীনে প্রদত্ত আদেশে সংশ্লিষ্ট যে কোনও ব্যক্তি আদেশ প্রাপ্তির ষাট দিনের মধ্যে সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক নিয়োজিত কর নির্ধারণ পর্যালোচনা বোর্ড কর্তৃক ধার্যকৃত করের ৭৫ শতাংশ জমা প্রদান করে যে বিভাগে ঐ সিটি কর্পোরেশন অবস্থিত সে বিভাগের বিভাগীয় কমিশনারের নিকট আপিল করবেন এবং বিভাগীয় কমিশনার তার নিকট আপীল দায়েরের ১২০ (একশত বিশ) কার্যদিবসের মধ্যে তার সিদ্ধান্ত প্রদান করবেন; এবং উক্ত আপীলে বিভাগীয় কমিশনারের সিদ্ধান্তই আপিলের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বলে পরিগণিত হবে।

পদক্ষেপ ৫ কর নির্ধারণ পর্যালোচনা বোর্ড কর্তৃক চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত

কর নির্ধারণ পর্যালোচনা বোর্ড / বিভাগীয় কমিশনারের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। আপিলের ফলে সৃষ্ট প্রতিটি সংশোধনী ও পরিবর্তন মেয়র কর্তৃক স্বাক্ষরিত হবে এবং অতঃপর কর নির্ধারণ তালিকা চূড়ান্ত হবে। সিটি কর্পোরেশন (করারোপন) বিধিমালা, ১৯৮৬ এর বিধি ২৬ এর অধীনে অন্য কোন পরিবর্তন বা সংশোধন আনয়নপূর্বক নতুন কোন তালিকা তৈরি না করা পর্যন্ত এই চূড়ান্ত কর নির্ধারণ তালিকা বৈধ বলে বিবেচিত হবে।

সিটি কর্পোরেশন (করারোপন) বিধিমালা, ১৯৮৬



২৫. কর নির্ধারণের চূড়ান্ত তালিকা এবং এর বৈধ সময়কাল

ক্ষেত্রমত, বিধি ৭(৭) এর অধীনে কর নির্ধারণ পর্যালোচনা বোর্ডের আদেশ অথবা বিধি ৭(১৩) এর অধীন বিভাগীয় কমিশনারের আদেশ অনুসারে কর নির্ধারণ তালিকায় আনিত প্রতিটি পরিবর্তন মেয়র অথবা তাঁর অনুপস্থিতিতে সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা কর্তৃক স্বাক্ষরিত হবে; এবং এইভাবে প্রস্তুতকৃত কর নির্ধারণ তালিকাটি কর নির্ধারণের চূড়ান্ত তালিকা বলে বিবেচিত হবে এবং বিধি ২৬ এর অধীনে কোন পরিবর্তন বা সংশোধন সাপেক্ষে একটি নতুন তালিকা প্রস্তুত না হওয়া পর্যন্ত তা কার্যকর থাকবে।

৫.২ মূল্যায়নের উপর আপত্তি কিভাবে কর পরিশোধকে প্রভাবিত করে

কর নির্ধারণ সংক্রান্ত কোন আবেদন প্রক্রিয়াধীন থাকলে করের অর্থ প্রদানের ক্ষেত্রে সিটি কর্পোরেশন (করারোপন) বিধিমালা, ১৯৮৬ এর বিধি ২৮ অনুসরণ করা আবশ্যিক। আবেদনের উপর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত প্রদান না হওয়া পর্যন্ত করের পরিমাণ পূর্বে পরিশোধিত করের সমান হওয়া বাঞ্ছনীয়।

সিটি কর্পোরেশন (করারোপন) বিধিমালা, ১৯৮৬



২৮. মূল্যায়নের বিরুদ্ধে আপত্তি দ্বারা কিভাবে কর প্রদান প্রভাবিত হয়।

৯ [(১)] বিধি ৭ (১) এর অধীনে যখন কোন আপত্তি দায়ের করা হইয়াছে বা বিধি ৭(১৩) এর অধীনে আপিল করা হইয়াছে, তখন কর বা রেইটগুলি এই জাতীয় আপত্তি বা আপিলের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত পাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত পূর্ববর্তী নির্ধারিত বা মূল্যায়িত হারে কর পরিশোধ করতে হবে।

(২) যখন আপিলের উপর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত প্রদান করা হইবে এবং এর ফলে পূর্ববর্তী নির্ধারণের বা মূল্যায়নের ফলাফল পরিবর্তিত হবে -

(ক) অতিরিক্ত প্রদত্ত অর্থ অধ্যাদেশের অধীনে সিটি কর্পোরেশনের বর্তমান বা ভবিষ্যতের যে কোনও দাবীর বিপরীতে সমন্বয়ের অনুমতি প্রদান বা ফেরত প্রদান করা যাবে; এবং

(খ) যে কোনও ঘাটতি করের বকেয়া হিসাবে পরিগণিত হবে এবং উক্ত বকেয়া আদায়যোগ্য হবে।

৬. হোল্ডিং ট্যাক্স আদায়

৬.১ হোল্ডিং ট্যাক্স কীভাবে আদায় করবেন

চতুর্থ অধ্যায়ের বর্ণিত পদ্ধতি অনুসারে এই অধ্যায়ে নির্ধারণকৃত কর আদায়ের প্রকৃত প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করা হয়েছে। কর সংগ্রহের সামগ্রিক প্রক্রিয়াটি নিম্নরূপঃ



চিত্র 24: কর আদায় প্রক্রিয়া

পদক্ষেপ ১ চাহিদা ও আদায় রেজিস্টার প্রস্তুতকরণ

কর আদায়ের প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে সিটি কর্পোরেশনের প্রতিজন করদাতার নিকট করের চাহিদা এবং কর সংগ্রহের বিষয়টি স্পষ্ট করার জন্য চাহিদা ও আদায় রেজিস্টার নামে একটি ফর্ম প্রস্তুত করা দরকার। বেশিরভাগ সিটি কর্পোরেশনই ইতোমধ্যে বিলিং এবং আদায় পদ্ধতি যেমন, মিউনিসিপ্যাল সাপোর্ট ইউনিট (এমএসইউ) সফটওয়্যার^{১১} চালু করেছে এবং এর মাধ্যমে চাহিদা ও আদায় রেজিস্টার প্রস্তুত করা হবে।

কর নির্ধারণ তালিকা হতে কর চাহিদা স্থানান্তরিত হয়, যা ইতোমধ্যে কর নির্ধারণের প্রক্রিয়ায় ফর্ম 'সি' দ্বারা প্রস্তুত করা হয়েছে। বেশিরভাগ সিটি কর্পোরেশনে কর নির্ধারণ প্রক্রিয়া কম্পিউটারাইজড করা হয়নি এবং বিলিং ও আদায় পদ্ধতিতে নির্ধারণ তালিকার তথ্য ডাটাবেজে লিপিবদ্ধ করা প্রয়োজন।

বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল একাউন্টস রুল, ১৯৩৫ এর বিধি ৫৬ এ উল্লিখিত ফর্ম ১২ 'চাহিদা এবং আদায় রেজিস্টার' ফরম্যাট হিসাবে নির্দিষ্ট রয়েছে। তবে, এ বিধিমালা কম্পিউটার উদ্ভাবনের আগে তৈরি হয়েছিল। কাজেই আরও বিশদ এবং কার্যকর চাহিদা ও আদায় রেজিস্টার ফর্মটি বিদ্যমান সফটওয়্যার ব্যবহার করে প্রস্তুত করা যেতে পারে। প্রতিটি ওয়ার্ডের রাজস্ব আদায়ের রিপোর্টিং কাঠামো সম্পর্কিত সফটওয়্যার তৈরি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে (২০১৯ এর হিসাবে) এবং অদূর ভবিষ্যতে দেশের সকল সিটি কর্পোরেশনে এটি প্রবর্তনের সম্ভাবনা রয়েছে।

বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল একাউন্টস রুল, ১৯৩৫

৫৬. কর নির্ধারণ রেজিস্টার হতে ফর্ম ১২ এ চাহিদা ও আদায় রেজিস্টার প্রস্তুত করা হবে এবং পূর্ববর্তী চাহিদা ও আদায় রেজিস্টারে বর্ণিত কোনও বকেয়া পাওনা থাকলে তাও প্রদর্শন করবে। সার্কেলের সরকারি লেজারে দেখানো হিসাব অনুযায়ী

পুরাতন সকল বকেয়া এবং পূর্ববর্তী বছরের বকেয়া হিসাব যোগ করে সর্বমোট বকেয়া পাওনার সমান হবে।

^{২২} এ সফটওয়্যারটি হিসাব ও বিসিঃ ব্যবস্থাপনা সম্পূর্ণ, যা ২০০০ সালে বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নে হুমীর সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের (এলজিইডি) মিউনিসিপাল সাপোর্ট ইউনিট (এমএসইউ) তৈরি করেছে। সাধারণভাবে এটি 'এমএসইউ' সফটওয়্যার নামে অভিহিত।

৯.৬ বেসল মিউনিসিপ্যাল একাউন্টস রুলস ১৯৩৫ এ উল্লিখিত দাবী ও আদায় রেজিস্টার (ফর্ম ১২)

চিত্র ২৫: চাহিদা ও আদায় রেজিস্টারসমূহ (ক-খ)

৯.৬.১ দাবী আদায় রেজিস্টার (ক)

| করনির্ধারণ নিবন্ধন বইয়ের ক্রমিক নং | করদাতারনাম | বকেয়া কর | | | | | | | |
|--|------------|--------------|------------------------------------|----------------------------|-------------------|--------------------|------------------|--|--|
| | | পুরনো বকেয়া | | | | | | | |
| | | বিল নং | মোট ত্রৈমাসিক করের পরিমাণ | কতটা সন্তুষ্ট | | | | | চলতি বছরের শেষে বকেয়া করের পরিমাণ |
| | | | | প্রাপ্তির তারিখ ও নম্বর | আদায়ের পরিমাণ | কর ছাড়ের তারিখ | কর ছাড়ের পরিমাণ | চলতি বছরের শেষে বকেয়া করের পরিমাণ | |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | |
| | | | টাকা | | টাকা | | টাকা | টাকা | |
| | | | | | | | | | |

৯.৬.২ দাবী আদায় রেজিস্টার (খ)

| কর নির্ধারণ নিবন্ধন বইয়ের ক্রমিক নং | করদাতার নাম | বকেয়া কর | | | | | | |
|---|-------------------|-----------------|------------------------------------|--------------------|------------------|--|------|------|
| | | পূর্ববর্তী বছর | | | | | | |
| | | প্রথম ত্রৈমাসিক | | | | | | |
| | | বিল নং | মোট ত্রৈমাসিক করের পরিমাণ | কতটা সন্তুষ্ট | | | | |
| প্রাপ্তির তারিখ ও নম্বর | আদায়ের পরিমাণ | | | কর ছাড়ের তারিখ | কর ছাড়ের পরিমাণ | চলতি বছরের শেষে বকেয়া করের পরিমাণ | | |
| ১ | ২ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ | ১৬ |
| | | | টাকা | | টাকা | | টাকা | টাকা |
| | | | | | | | | |

৯.৬.৩ দাবী আদায় রেজিস্টার (গ)

| কর নির্ধারণ নিবন্ধন বইয়ে ক্রমিক নং | করদাতার নাম | বকেয়া কর | | | | | | | |
|---|-------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------|------------------|----|------|----|--|
| | | পূর্ববর্তী বছর | | | | | | | |
| | | দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক | | | | | | | |
| | | বিবরণ | মোট ত্রৈমাসিক করের পরিমাণ | কতটা সত্ত্বই | | | | | চলতি বছরের শেষে বকেয়া করের পরিমাণ |
| প্রাপ্তির তারিখ ও মাস | আদায়ের পরিমাণ | | | কর ছাড়ের তারিখ | কর ছাড়ের পরিমাণ | | | | |
| ১ | ২ | ১৭ | ১৮ | ১৯ | ২০ | ২১ | ২২ | ২৩ | |
| | | | টাকা | | টাকা | | টাকা | | টাকা |
| | | | | | | | | | |

৯.৬.৪ দাবী আদায় রেজিস্টার (ঘ)

| কর নির্ধারণ নিবন্ধন বইয়ে ক্রমিক নং | কর দাতার নাম | বকেয়া কর | | | | | | | |
|---|-------------------|------------------|------------------------------------|--------------------|------------------|----|------|----|--|
| | | পূর্ববর্তী বছর | | | | | | | |
| | | তৃতীয় ত্রৈমাসিক | | | | | | | |
| | | বিবরণ | মোট ত্রৈমাসিক করের পরিমাণ | কতটা সত্ত্বই | | | | | চলতি বছরের শেষে বকেয়া করের পরিমাণ |
| প্রাপ্তির তারিখ ও মাস | আদায়ের পরিমাণ | | | কর ছাড়ের তারিখ | কর ছাড়ের পরিমাণ | | | | |
| ১ | ২ | ২৪ | ২৫ | ২৬ | ২৭ | ২৮ | ২৯ | ৩০ | |
| | | | টাকা | | টাকা | | টাকা | | টাকা |
| | | | | | | | | | |

৯.৬.৫ দাবী আদায় রেজিস্টার (ঙ)

| কর নির্ধারণ নিবন্ধন বইয়ে ক্রমিক নং | করদাতার নাম | বকেয়া কর | | | | | | | |
|---|-------------------|------------------|------------------------------------|--------------------|------------------|----|------|----|--|
| | | পূর্ববর্তী বছর | | | | | | | |
| | | চতুর্থ ত্রৈমাসিক | | | | | | | |
| | | বিবরণ | মোট ত্রৈমাসিক করের পরিমাণ | কতটা সত্ত্বই | | | | | চলতি বছরের শেষে বকেয়া করের পরিমাণ |
| প্রাপ্তির তারিখ ও মাস | আদায়ের পরিমাণ | | | কর ছাড়ের তারিখ | কর ছাড়ের পরিমাণ | | | | |
| ১ | ২ | ৩১ | ৩২ | ৩৩ | ৩৪ | ৩৫ | ৩৬ | ৩৭ | |
| | | | টাকা | | টাকা | | টাকা | | টাকা |
| | | | | | | | | | |

৯.৬.৬ দাবী আদায় রেজিস্টার (চ)

| কর নির্ধারণ নিবন্ধন বইয়ে ক্রমিক নং | করদাতার নাম | বকেয়া কর | | | | | | | |
|---|-------------------|-----------------|------------------------------------|--------------------|------------------|----|------|----|--|
| | | বর্তমান বছর | | | | | | | |
| | | প্রথম ত্রৈমাসিক | | | | | | | |
| | | বিবরণ | মোট ত্রৈমাসিক করের পরিমাণ | কতটা সত্ত্বই | | | | | চলতি বছরের শেষে বকেয়া করের পরিমাণ |
| প্রাপ্তির তারিখ ও মাস | আদায়ের পরিমাণ | | | কর ছাড়ের তারিখ | কর ছাড়ের পরিমাণ | | | | |
| ১ | ২ | ৩৮ | ৩৯ | ৪০ | ৪১ | ৪২ | ৪৩ | ৪৪ | |
| | | | টাকা | | টাকা | | টাকা | | টাকা |
| | | | | | | | | | |

৯.৬.৭ দাবী আদায় রেজিস্টার (ছ)

| কর নির্ধারণ নিবন্ধন বইয়ে ক্রমিক নং | করদাতার নাম | বকেয়া কর | | | | | | | |
|---|-------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------|------------------|----|----|------|--|
| | | বর্তমান বছর | | | | | | | |
| | | দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক | | | | | | | |
| | | বিল নং | মোট ত্রৈমাসিক করের পরিমাণ | কতটা সন্তুষ্ট | | | | | চলতি বছরের শেষে বকেয়া করের পরিমাণ |
| প্রাপ্তির তারিখ ও নম্বর | আদায়ের পরিমাণ | | | কর ছাড়ের তারিখ | কর ছাড়ের পরিমাণ | | | | |
| ১ | ২ | ৪৫ | ৪৬ | ৪৭ | ৪৮ | ৪৯ | ৫০ | ৫১ | |
| | | | টাকা | | টাকা | | | টাকা | টাকা |
| | | | | | | | | | |

৯.৬.৮ দাবী আদায় রেজিস্টার (জ)

| কর নির্ধারণ নিবন্ধন বইয়ে ক্রমিক নং | করদাতার নাম | বকেয়া কর | | | | | | | |
|---|-------------------|------------------|------------------------------------|--------------------|------------------|----|----|------|--|
| | | বর্তমান বছর | | | | | | | |
| | | তৃতীয় ত্রৈমাসিক | | | | | | | |
| | | বিল নং | মোট ত্রৈমাসিক করের পরিমাণ | কতটা সন্তুষ্ট | | | | | চলতি বছরের শেষে বকেয়া করের পরিমাণ |
| প্রাপ্তির তারিখ ও নম্বর | আদায়ের পরিমাণ | | | কর ছাড়ের তারিখ | কর ছাড়ের পরিমাণ | | | | |
| ১ | ২ | ৪২ | ৪৩ | ৪৪ | ৪৫ | ৪৬ | ৪৭ | ৪৮ | |
| | | | টাকা | | টাকা | | | টাকা | টাকা |
| | | | | | | | | | |

৯.৬.৯ দাবী আদায় রেজিস্টার (ঝ)

| কর নির্ধারণ নিবন্ধন বইয়ে ক্রমিক নং | করদাতার নাম | বকেয়া কর | | | | | | | |
|---|-------------------|------------------|------------------------------------|--------------------|------------------|----|----|------|--|
| | | বর্তমান বছর | | | | | | | |
| | | চতুর্থ ত্রৈমাসিক | | | | | | | |
| | | বিল নং | মোট ত্রৈমাসিক করের পরিমাণ | কতটা সন্তুষ্ট | | | | | চলতি বছরের শেষে বকেয়া করের পরিমাণ |
| প্রাপ্তির তারিখ ও নম্বর | আদায়ের পরিমাণ | | | কর ছাড়ের তারিখ | কর ছাড়ের পরিমাণ | | | | |
| ১ | ২ | ৫৯ | ৬০ | ৬১ | ৬২ | ৬৩ | ৬৪ | ৬৫ | |
| | | | টাকা | | টাকা | | | টাকা | টাকা |
| | | | | | | | | | |

(১) পহেলা এপ্রিল তারিখে বর্ণিত ৪, ১১, ১৮, ৩২, এবং ৩৯ কলামের মোট

(২) পহেলা জুলাই তারিখে বর্ণিত ৬, ৮, ১৩, ১৫, ২০, ২২, ২৭, ২৯, ৩৪, ৩৬, ৪১, ৪৩ এবং ৪৬ কলামের মোট

(৩) পহেলা অক্টোবর তারিখে বর্ণিত ৬, ৮, ১৩, ১৫, ২০, ২২, ২৭, ২৯, ৩৪, ৩৬, ৪১, ৪৩, ৪৫, ৫০ এবং ৫৮ কলামের মোট

(৪) পহেলা জানুয়ারি তারিখে ৬, ৮, ১৩, ১৫, ২০, ২২, ২৭, ২৯, ৩৪, ৩৬, ৪১, ৪৩, ৪৮, ৫০, ৫৫, ৫৭ এবং ৬০ কলামের মোট

বিশেষ ট্রটথ (১) যেহেতু প্রতিটি ত্রৈমাসিকের সপ্তম কলাম হুবহু এক, ফর্মটির আকার হ্রাস করে সাবলীল করার জন্য ফর্মে ৫৭টি পাতা রাখা যেতে পারে।

(২) আলাদাতাবে প্রতিটি রেইটসকে পৃথক কলামে দেখানোর পরিবর্তে প্রতিটি রেইটস এর সবগুলো হারের মোট পরিমাণ "ত্রৈমাসিক করের মোট পরিমাণ", ত্রৈমাসিক কর "আদায়ের পরিমাণ" এবং "কর ছাড়ের পরিমাণ" শীর্ষক কলাম সমূহে দেখানো যেতে পারে।

(৩) বিধি ৪৪(১) এর অধিনে মিউটেশন রেজিস্টার হতে প্রস্তুতকৃত সবগুলো রেইটস এর মোট ত্রৈমাসিক দাবীর সাথে "ত্রৈমাসিক মোট করের পরিমাণ" শীর্ষক কলামের মোট যাচাই করতে হবে।

(৪) "আদায়ের পরিমাণ" এবং "ছাড়ের পরিমাণ" শীর্ষক কলাম সমূহের মোট পরিমাণ সরকারের খতিয়ান বইয়ের পরিমাণের সমান হওয়া উচিত।

পদক্ষেপ ২ কর বিল জারি

চাহিদা ও আদায় রেজিস্টার প্রস্তুত করার পর সিটি কর্পোরেশন অর্থ বছরের শুরুতে কর বিল জারি করে। করদাতাদেরকে কর পরিশোধে ছাড় পেতে পর্বাঙ্ক সময় প্রদানের জন্য যত দ্রুত সম্ভব অর্থ বছরের শুরুতে কর বিলগুলি জারি করা উচিত। নিম্নলিখিত বক্সে বেঙ্গল পৌর হিসাব বিধিমালা, ১৯৩৫ এর বিধি ৫২ অনুযায়ী বিল ফর্ম সম্পর্কে বলা হল।

বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল একাউন্টস্ রুল, ১৯৩৫



৫২. পৌরসভার রেইট বিল ফর্ম ৯ এ থাকবে।

বিলসমূহের মোট পরিমাণ কথায় এবং অঙ্কে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। বিলগুলির বিকল্প অনুলিপি থাকবে এবং সেগুলো আদায় বিভাগে বা কর নির্ধারণ বিভাগে কার্বন প্রক্রিয়ায় চাহিদা ও আদায় রেজিস্টার হইতে পূরণ করা হবে। বিলগুলি জারি করবার পূর্বে সেগুলো সচিব বা হিসাবরক্ষক কর নির্ধারণ রেজিস্টারের সাথে তুলনা করবেন এবং প্রতিটি বইয়ের ফ্লাই লীফ এ এই মর্মে একটি সনদপত্র রেকর্ড করবেন যে, তুলনা করা হয়েছে এবং বিলে প্রদর্শিত বিস্তারিত বিবরণী সঠিক।

অধিকাংশ সিটি কর্পোরেশনে বিলিং ও আদায় পদ্ধতি চালু করা হয়েছে বিধায় কম্পিউটারে কর বিলগুলিও প্রস্তুত করা হবে এবং বাস্তবতার সাথে অধিকতর সংগতির জন্য উপরের বিধিটি সংশোধন করা দরকার। কম্পিউটার ব্যবহার করে ফর্ম ৯ এর তুলনায় আরো বিশদ এবং দরকারী তথ্যসহ কর বিল প্রস্তুত করা যেতে পারে। কর নির্ধারণ তালিকার উপাত্ত কম্পিউটারে প্রবেশ করানো হলে কেবলমাত্র চাহিদা ও আদায় নয়, কর বিলগুলিও স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রস্তুত হবে। সুতরাং, মূল্যায়ন উপাত্তের অন্তর্ভুক্তি যাতে সম্পূর্ণ এবং নির্ভুলভাবে সম্পন্ন হয় তা নিশ্চিত করা গুরুত্বপূর্ণ। কর বিল জারি করার পূর্বে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ দ্বারা এই নিশ্চিতকরণ পদ্ধতি প্রয়োগ করা উচিত।

| | | |
|--|---|---|
| সিটি কর্পোরেশনের নাম | ফর্ম ৯ (বিধি ৩২ অনুযায়ী) বিল ফর্ম. (কার্বন কাগজ ব্যবহার করে অধিকাল নকলা তৈরি করিতে হইবে) নং সিটি কর্পোরেশন | এখানে ট্র্যাকিং নং দিতে হবে |
| | বেঙ্গল পৌর আইন (১৯৩২ সনের ১৫ (XV) নং আইন) এর ১৫৫ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী গৃহ কর এবং অন্যান্য কর/রেইট বাবদ বকেয়া বিল। | এখানে টাক্সপেয়ারের নাম দিতে হবে |
| | নাম পৌর দাবী আদায় রেজিস্টারের নং পাতায় বর্ণিত গৃহ নং অঞ্চল নং এর অন্তর্গত নং ওয়ার্ডের গৃহ মালিক। | এখানে হোস্ত এল তথ্য দিতে হবে: ১। হোস্তি নং ২। ওয়ার্ড নং ৩। জোন নং ৪। শেড তারিখ |
| | আগামী তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকে উপরে বর্ণিত গৃহের জন্য গৃহ করের ত্রৈমাসিক কিস্তি এবং অন্যান্য অগ্রিম পরিশোধযোগ্য দাবী ত্রৈমাসিকের প্রথম দিন পরিশোধ করিতে হইবে। | |
| | পরিমাণ মোট টাকা | |
| এখানে বিল গ্রহণের পরিমাণ দিতে হবে। ১। প্রতিটি আইটেমের মূল্য ২। মোট মূল্য | টাকা গৃহ কর পানি সরবরাহের রেইট আলোকায়নের রেইট পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা রেইট | এখানে বিলের সার্ভিস প্রদানের তারিখ দেতে হবে |
| | বিলের সার্ভিস প্রদানের তারিখ বিল প্রদানের তারিখ | এখানে বিল প্রদানের তারিখ দিতে হবে |
| | মেয়র | এখানে মেয়রের স্বাক্ষর দিতে হবে |

চিত্র ২৬: 'ফর্ম ৯' বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল একাউন্টস্ রুলস, ১৯৩৫ এ বর্ণিত বিল ফর্ম

রংপুর সিটি কর্পোরেশন
www.rangpur.gov.bd | ১৯৩৫-১৯৩৬
নির্দিষ্টকরণ বিল

| | | | | | | |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| ক্রমিক নং | ০০০১-০০ | ১৯৩৬-৩৭ | ১৯৩৬-৩৭ | ১৯৩৬-৩৭ | ১৯৩৬-৩৭ | ১৯৩৬-৩৭ |
| কর্তৃপক্ষের নাম | ১৯৩৬-৩৭ | ১৯৩৬-৩৭ | ১৯৩৬-৩৭ | ১৯৩৬-৩৭ | ১৯৩৬-৩৭ | ১৯৩৬-৩৭ |
| বিলের নাম | ১৯৩৬-৩৭ | ১৯৩৬-৩৭ | ১৯৩৬-৩৭ | ১৯৩৬-৩৭ | ১৯৩৬-৩৭ | ১৯৩৬-৩৭ |
| বিলের প্রকার | ১৯৩৬-৩৭ | ১৯৩৬-৩৭ | ১৯৩৬-৩৭ | ১৯৩৬-৩৭ | ১৯৩৬-৩৭ | ১৯৩৬-৩৭ |
| বিলের তারিখ | ১৯৩৬-৩৭ | ১৯৩৬-৩৭ | ১৯৩৬-৩৭ | ১৯৩৬-৩৭ | ১৯৩৬-৩৭ | ১৯৩৬-৩৭ |
| বিলের মূল্য | ১৯৩৬-৩৭ | ১৯৩৬-৩৭ | ১৯৩৬-৩৭ | ১৯৩৬-৩৭ | ১৯৩৬-৩৭ | ১৯৩৬-৩৭ |
| বিলের স্থান | ১৯৩৬-৩৭ | ১৯৩৬-৩৭ | ১৯৩৬-৩৭ | ১৯৩৬-৩৭ | ১৯৩৬-৩৭ | ১৯৩৬-৩৭ |
| বিলের প্রকার | ১৯৩৬-৩৭ | ১৯৩৬-৩৭ | ১৯৩৬-৩৭ | ১৯৩৬-৩৭ | ১৯৩৬-৩৭ | ১৯৩৬-৩৭ |
| বিলের মূল্য | ১৯৩৬-৩৭ | ১৯৩৬-৩৭ | ১৯৩৬-৩৭ | ১৯৩৬-৩৭ | ১৯৩৬-৩৭ | ১৯৩৬-৩৭ |
| বিলের স্থান | ১৯৩৬-৩৭ | ১৯৩৬-৩৭ | ১৯৩৬-৩৭ | ১৯৩৬-৩৭ | ১৯৩৬-৩৭ | ১৯৩৬-৩৭ |
| বিলের প্রকার | ১৯৩৬-৩৭ | ১৯৩৬-৩৭ | ১৯৩৬-৩৭ | ১৯৩৬-৩৭ | ১৯৩৬-৩৭ | ১৯৩৬-৩৭ |
| বিলের মূল্য | ১৯৩৬-৩৭ | ১৯৩৬-৩৭ | ১৯৩৬-৩৭ | ১৯৩৬-৩৭ | ১৯৩৬-৩৭ | ১৯৩৬-৩৭ |
| বিলের স্থান | ১৯৩৬-৩৭ | ১৯৩৬-৩৭ | ১৯৩৬-৩৭ | ১৯৩৬-৩৭ | ১৯৩৬-৩৭ | ১৯৩৬-৩৭ |
| বিলের প্রকার | ১৯৩৬-৩৭ | ১৯৩৬-৩৭ | ১৯৩৬-৩৭ | ১৯৩৬-৩৭ | ১৯৩৬-৩৭ | ১৯৩৬-৩৭ |
| বিলের মূল্য | ১৯৩৬-৩৭ | ১৯৩৬-৩৭ | ১৯৩৬-৩৭ | ১৯৩৬-৩৭ | ১৯৩৬-৩৭ | ১৯৩৬-৩৭ |
| বিলের স্থান | ১৯৩৬-৩৭ | ১৯৩৬-৩৭ | ১৯৩৬-৩৭ | ১৯৩৬-৩৭ | ১৯৩৬-৩৭ | ১৯৩৬-৩৭ |

চিত্র ২৭: এমএসইউ সফটওয়্যারে তৈরি করা কর বিল

পদক্ষেপ ৩ কর আদায় এবং কর রশিদ প্রদান

কর নির্ধারণের সময় কর আদায়কারীদের কর ছাড়ের পরিমাণ নির্ধারণ করা প্রয়োজন। এ নির্দেশিকার ৬.৩.১ অনুচ্ছেদে কর ছাড়ের সারণি রয়েছে এবং ছাড়ের পরিমাণ কর প্রদানের সময়ের উপর ভিত্তি করে নির্ধারিত হয়। কর পরিশোধিত হওয়ার পর অবিলম্বে কর প্রাপ্তির রশিদ জারি করা উচিত। বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল একাউন্টস্ রুলস, ১৯৩৫ এর বিধি ৫৩ এ উল্লিখিত ফর্ম ১০কে প্রাপ্তি রশিদ হিসাবে গণ্য করা হয়েছে, তবে কম্পিউটার ব্যবহার করে আরও বিশদ এবং দরকারী তথ্যসহ কর প্রাপ্তির রশিদ প্রস্তুত করা যেতে পারে। বিশেষ করে করদাতাদের মধ্যে যারা কর বিধিমালা সম্পর্কে সন্দেহ জন্মান রাখেন না তাদের জন্য কর ছাড়ের পরিমাণ নির্ধারণে প্রয়োজনীয় তথ্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ। সাধারণত, কর পরিশোধের পর কর বিলগুলিতে “পরিশোধিত” মর্মে স্বাক্ষর বা স্ট্যাম্প ছাপ দেয়া বিলগুলিই কর পরিশোধের রশিদ হিসাবে পরিগণিত হয়।

বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল একাউন্টস্ রুলস, ১৯৩৫



৫৩. কর প্রদানের পর কর আদায়কারী বা সরকার ফর্ম ১০-এ একটি রশিদ প্রদান করবেন। সরকার কার্বন প্রক্রিয়ায় নকল করে অনুলিপিসহ ফর্মটি পূরণ করবেন এবং নকল অনুলিপি সংরক্ষণ করবেন। ত্রৈমাসিক করদাবীর আংশিক পরিশোধ গ্রহণযোগ্য হবে না। যখন কর নির্ধারণ বা মূল্যায়ন সম্পর্কে ১৪৮ অনুচ্ছেদের অধীনে আপত্তি দায়ের করা হয়, কিন্তু উক্ত আপত্তির প্রেক্ষিতে কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত প্রদান করা হয় নি, তখন আগের নির্ধারিত বা মূল্যায়িত হারে কর প্রদান করতে হবে। নতুন গৃহের ক্ষেত্রে কর নির্ধারণ পর্যালোচনা কমিটি কর্তৃক ১৫১ ধারার উপধারা (২) এর অধীনে আপত্তি নিষ্পত্তি করার পর সিদ্ধান্তকৃত হারে কর আদায় করা হবে এবং প্রয়োজন হলে ফেরত প্রদান করা হবে।

করদাতারা সাধারণতঃ নগদে বা ব্যাংকে অর্থ স্থানান্তরের মাধ্যমে কর প্রদান করেন। কর আদায়কারীগণ নগদে কর আদায় করতে পারেন। তবে দুটি কারণে সিটি কর্পোরেশনের যথাসম্ভব নগদ কর আদায় এড়ানো দরকার। প্রথমতঃ নগদ লেনদেনে ফাঁকির ঝুঁকি বেশি থাকে। যদি কেউ হিসাবে ফাঁকি দেয়, তবে তা ধরার জন্য কোন স্বয়ংক্রিয় রেকর্ড নাই। দ্বিতীয়তঃ নগদ লেনদেনে ব্যয়

বেশি। কর আদায়কারীগণ প্রচুর পরিমাণে নগদ টাকায় কর আদায় করলে সিটি কর্পোরেশনকে ঐ সমস্ত কাজ, যথা: ম্যানুয়াল উপায়ে নগদ অর্থ গ্রহণ করলে সেগুলো গণনার জন্য প্রচুর সময় এবং অর্থ ব্যয় করতে হয়।

কর আদায়ের পর কর আদায়কারীর অবিলম্বে কর আদায়ের উপাত্ত কম্পিউটারে লিপিবদ্ধ করা প্রয়োজন। কর আদায়ের উপাত্ত লিপিবদ্ধকরণের পরিমাণ কর প্রাপ্তির উপর নির্ভর করে। ব্যাংক ট্রান্সফারের মাধ্যমে কর প্রদান করা হলে প্রতি মাসে ব্যাংক হতে প্রাপ্ত মাসিক ব্যাংক স্টেটমেন্টকে ভিত্তি করে উপাত্ত এন্ট্রি করা হয়। হিসাবরক্ষক তার নগদ লেনদেন বইয়ে কর খাতে প্রাপ্ত রাজস্ব লিপিবদ্ধ করেন।

পদক্ষেপ ৪ কর আদায় পরিবীক্ষণ

বেঙ্গল পৌর হিসাব বিধিমালা, ১৯৩৫ এর ৬৬ এবং ৬৭ নম্বর বিধির বিধান অনুযায়ী সিটি কর্পোরেশনের উচিত প্রতিটি ওয়ার্ডের জন্য কর আদায়ের উপাত্ত সংকলন করা। কর আদায়ের উপাত্ত সংকলনের জন্য ফরম ১৭ নির্ধারিত রয়েছে। এমএসইউ সফটওয়্যার স্বয়ংক্রিয়ভাবে কর বিলিং এবং আদায়ের উপাত্ত সংরক্ষণ এবং কর সংগ্রহ পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন প্রস্তুত করবে, যার মাধ্যমে সুস্পষ্টভাবে তথ্য বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন করা সম্ভব।

বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল একাউন্টস রুল, ১৯৩৫



৬৬. সরকারি খতিয়ান বই ফরম ১৭ এ রাখা হবে এবং উক্ত বইয়ে কর আদায়কারী বা প্রধান করদানী এন্ট্রি দিবেন। কর আদায়ের প্রতিটি সার্কেলের জন্য এ জাতীয় একটি রেজিস্টার রাখা হবে। "আদায়" শিরোনামের অধীনে থাকা অন্তর্ভুক্তিসমূহ বিভিন্ন ত্রৈমাসিক কলামের অধীনে দৈনিক আদায় রেজিস্টারের মোট আদায় হতে অন্তর্ভুক্ত করা হবে এবং মাসিক মোট মওকুফের পরিমাণ মওকুফ রেজিস্টারের উপযুক্ত কলামে লিপিবদ্ধ করতে হবে।

৬৭. সরকারের খতিয়ান প্রতি মাসের শেষে বন্ধ ও স্থিতিকরণ (ব্যালেন্স) করা হবে এবং মোট আদায় ও ছাড়ের পরিমাণ পরবর্তী বছরের স্টেটমেন্টের ফরম ১৭ এ অন্তর্ভুক্ত করা হবে। তবে শুধুমাত্র একটি আদায় সার্কেল থাকলে এটির প্রয়োজন হবে না, কেননা ফরম ১৭ এই উদ্দেশ্য পূরণের জন্য তৈরি করা যেতে পারে।

স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রস্তুতকৃত কর আদায় পরিবীক্ষণ প্রতিবেদনগুলি পরিবীক্ষণ এবং হিসাবরক্ষকের নগদান বহির সাথে মাসিক ভিত্তিতে যাচাই করা উচিত এবং প্রয়োজনে হিসাব সমন্বয় করা উচিত। আর্থিক বিবরণীতে প্রদর্শিত কর বাবদ আয়ের সম্পূর্ণতা ও যথার্থতা নিশ্চিত করার জন্য এ প্রক্রিয়াটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

| ফর্ম ১৭ (বিধি-৬৬) | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-------------|----|-------------------|---|---|---|-------------|---|---|----|-----|----|
| সার্কেল নং _____ | | | | | | | | | | | | |
| সরকারের সেবায় | | | | | | | | | | | | |
| তারিখ | পূর্বতম বছর | | পূর্বদ্বিতীয় বছর | | | | বর্তমান বছর | | | | মোট | |
| | ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | | ১১ |
| | মোট | কম | | | | | | | | | | |
| ১ | | | | | | | | | | | | |
| ২ | | | | | | | | | | | | |
| ৩ | | | | | | | | | | | | |
| ৪ | | | | | | | | | | | | |
| ৫ | | | | | | | | | | | | |
| ৬ | | | | | | | | | | | | |
| ৭ | | | | | | | | | | | | |
| ৮ | | | | | | | | | | | | |
| ৯ | | | | | | | | | | | | |
| ১০ | | | | | | | | | | | | |
| ১১ | | | | | | | | | | | | |
| ১২ | | | | | | | | | | | | |
| ১৩ | | | | | | | | | | | | |
| ১৪ | | | | | | | | | | | | |
| ১৫ | | | | | | | | | | | | |
| ১৬ | | | | | | | | | | | | |
| ১৭ | | | | | | | | | | | | |
| ১৮ | | | | | | | | | | | | |
| ১৯ | | | | | | | | | | | | |
| ২০ | | | | | | | | | | | | |
| ২১ | | | | | | | | | | | | |
| ২২ | | | | | | | | | | | | |
| ২৩ | | | | | | | | | | | | |
| ২৪ | | | | | | | | | | | | |
| ২৫ | | | | | | | | | | | | |
| ২৬ | | | | | | | | | | | | |
| ২৭ | | | | | | | | | | | | |
| ২৮ | | | | | | | | | | | | |
| ২৯ | | | | | | | | | | | | |
| ৩০ | | | | | | | | | | | | |
| ৩১ | | | | | | | | | | | | |
| ৩২ | | | | | | | | | | | | |
| ৩৩ | | | | | | | | | | | | |
| ৩৪ | | | | | | | | | | | | |
| ৩৫ | | | | | | | | | | | | |
| ৩৬ | | | | | | | | | | | | |
| ৩৭ | | | | | | | | | | | | |
| ৩৮ | | | | | | | | | | | | |
| ৩৯ | | | | | | | | | | | | |
| ৪০ | | | | | | | | | | | | |
| ৪১ | | | | | | | | | | | | |
| ৪২ | | | | | | | | | | | | |
| ৪৩ | | | | | | | | | | | | |
| ৪৪ | | | | | | | | | | | | |
| ৪৫ | | | | | | | | | | | | |
| ৪৬ | | | | | | | | | | | | |
| ৪৭ | | | | | | | | | | | | |
| ৪৮ | | | | | | | | | | | | |
| ৪৯ | | | | | | | | | | | | |
| ৫০ | | | | | | | | | | | | |

চিত্র ২৪: 'ফর্ম ১৭' কর আদায় একত্রীকরণের জন্য ফর্ম

পদক্ষেপ ৫ কর আদায়ের ফলো-আপ

অর্থবছরে প্রথম ত্রৈমাসিকে প্রথম কর বিলসমূহ জারির পর সিটি কর্পোরেশনের নিয়মিত কর বিল প্রস্তুত এবং উক্ত বিল পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত ফলো-আপ অব্যাহত রাখা প্রয়োজন। প্রতি ত্রৈমাসিকের শুরুতে ছাড়ের পরিমাণ পরিবর্তিত হয়। করদাতাদেরকে ছাড় প্রাপ্তিতে পর্যাপ্ত সময় দেওয়ার জন্য দ্বিতীয় বা তৃতীয় কর বিলগুলি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব জারি করা উচিত।

পদক্ষেপ ৬ চাহিদা ও আদায় রেজিস্টার বন্ধকরণ

চাহিদা ও আদায় রেজিস্টার অর্থবছর শেষে বন্ধ করা হয়। চাহিদা ও আদায় রেজিস্টার বন্ধ করার দুটি প্রভাব রয়েছে। প্রথমতঃ বকেয়া করের দাবি পরের বছরে দাবী হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। বকেয়া করের উপর ১৫% হারে সারচার্জ আরোপ করা হয়। দ্বিতীয়তঃ কর রাজস্বের পরিমাণ অর্থবছরের আর্থিক বিবরণীতে লিপিবদ্ধ করা হয়। অতএব, অর্থ আদায় ও চাহিদা রেজিস্টার বন্ধ করার আগে নগদান বহির সাথে রিকনসিলিয়েশন করা উচিত।

৬.১.১ হোল্ডিং ট্যাক্স আদায় মনিটরিং পদ্ধতি

বাজেট নিয়ন্ত্রণ ও মনিটরিং সহ C4C প্রকল্পের একটি বিশেষ কাজ হিসাবে চারটি সিটি কর্পোরেশনে হোল্ডিং ট্যাক্স আদায় মনিটরিং পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। এ পদ্ধতিটির মাধ্যমে C4C প্রদত্ত ফর্মগুলি ব্যবহার করে প্রতিটি ওয়ার্ডের কর আদায়ের হার সংগ্রহ ও মনিটরিং করা হবে (চিত্র ২৬)। মনিটরিং পদ্ধতির জন্য ব্যবহৃত ফর্মগুলি "বাজেট ব্যবস্থাপনা ম্যানুয়াল" এর চতুর্থ অধ্যায়ে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হল মাসিক বাজেট মনিটরিং বাস্তবায়ন এবং প্রকৃত আদায় ও বাজেটের ভিত্তিতে মাসিক ওয়ার্ডভিত্তিক কর আদায় ও কর সংগ্রহের মনিটরিং প্রতিবেদন বাস্তবায়নের মাধ্যমে কর এবং বাজেট পরিচালন কার্যক্রমের দক্ষতা বৃদ্ধি করা।

দ্বিতীয় পর্যায়ের বাজেট মনিটরিং

নির্দেশাবলি

আদায়ের আলোকে ফর্মটি পূরণ করুন

| | |
|------------------------|--|
| রং কোড | |
| উপাত্ত/টেস্ট ইনপুট সেল | |
| এক্সেল সূত্র | |
| মোট/ উপ-মোট | |

প্রকৃত হোল্ডিং ট্যাবল

দেয়া করে নীচের % গুলো ব্যবহার করুন

| | |
|--------------------|------|
| ইমারত এবং জমি | ৭.০% |
| পানির রেইট | ০.০% |
| আলোকায়ন রেইট | ২.০% |
| কমঞ্জারস্থানি রেইট | ১.০% |

| ওয়ার্ড | ১ম ত্রৈমাসিক | | ২য় ত্রৈমাসিক | | | | | ৩য় ত্রৈমাসিক | | | | মোট | |
|------------|--------------|-------------|---------------|--------|----|-----|-------|---------------|------------|---------|---------|-----|----------|
| | জানুয়ারি | ফেব্রুয়ারি | মার্চ | এপ্রিল | মে | জুন | জুলাই | আগস্ট | সেপ্টেম্বর | অক্টোবর | নভেম্বর | | ডিসেম্বর |
| | ক | খ | গ | ঘ | ঙ | চ | ছ | জ | ঝ | ঞ | ট | | ঠ |
| ওয়ার্ড ১ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ওয়ার্ড ২ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ওয়ার্ড ৩ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ওয়ার্ড ৪ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ওয়ার্ড ৫ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ওয়ার্ড ৬ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ওয়ার্ড ৭ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ওয়ার্ড ৮ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ওয়ার্ড ৯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ওয়ার্ড ১০ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ওয়ার্ড ১১ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ওয়ার্ড ১২ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ওয়ার্ড ১৩ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ওয়ার্ড ১৪ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ওয়ার্ড ১৫ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ওয়ার্ড ১৬ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

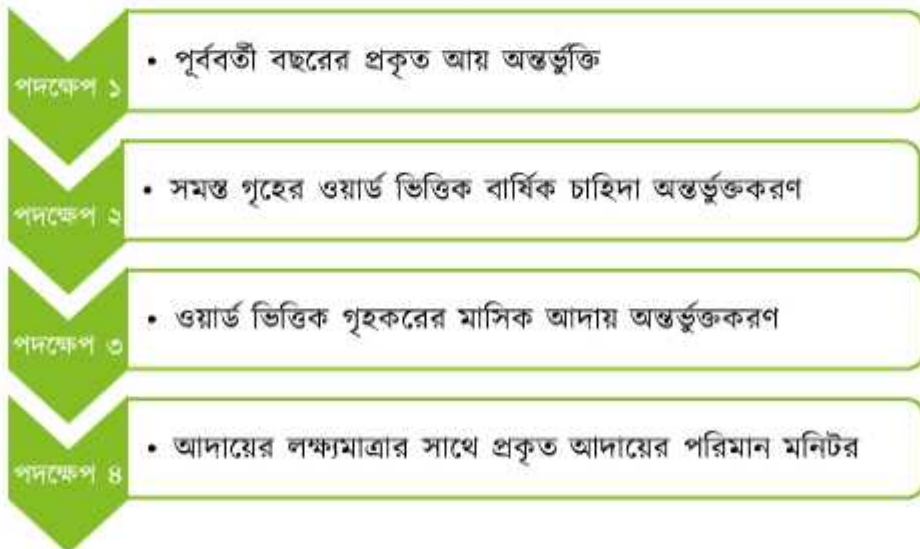
| | | | | | | | | | | | |
|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ওয়ার্ড ১৭ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ওয়ার্ড ১৮ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ওয়ার্ড ১৯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ওয়ার্ড ২০ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ওয়ার্ড ২১ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ওয়ার্ড ২২ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ওয়ার্ড ২৩ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| মোট | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

চিত্র ২৭: ২য় পর্যায়ের বাজেট পরিবীক্ষণ ^{২২}

স্থানীয় সরকার বিভাগ কর নির্ধারণ, কর আদায়, হিসাবরক্ষণ ও প্রতিবেদন প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় জড়িত সংশ্লিষ্ট সিটি কর্পোরেশনের হিসাব ও কর বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে মনিটরিং পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। হাতে কলমে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মাসিক ওয়ার্ড ভিত্তিক হোল্ডিং ট্যাক্স আদায়ের প্রতিবেদন তৈরির কাজ আরম্ভ হয়েছে এবং পর্যায়ক্রমে এটি হালনাগাদ করা হচ্ছে। নিম্নলিখিত সারণিতে (সারণি ২০) চারটি সিটি কর্পোরেশনের সর্বশেষ হোল্ডিং ট্যাক্স সংগ্রহের হার (২০১৯ সালের মার্চ পর্যন্ত) দেখানো হয়েছে।

সারণি ২০: চারটি সিটি কর্পোরেশনের গৃহ কর (হোল্ডিং ট্যাক্স) আদায়ের হার (মার্চ ২০১৯ পর্যন্ত, %)

| সিটি কর্পোরেশন | গৃহ কর (হোল্ডিং ট্যাক্স) আদায়ের হার (%) | টিকা |
|----------------|--|------------------------------|
| গাসিক | ৭৯ | বর্তমান ও বকেয়া, উভয় আদায় |
| নাসিক | ৮৪ | শুধুমাত্র বর্তমান |
| কুসিক | ৭৬ | শুধুমাত্র বর্তমান |
| রসিক | ৯৩ | শুধুমাত্র বর্তমান |



চিত্রঃ ৩০: হোল্ডিং ট্যাক্স আদায়ের মনিটরিং পদ্ধতি

^{২২}২য় পর্যায় হলো একটি কোডিং নাম, যা ফর্মটিতে উপাত্ত অন্তর্ভুক্তকরণের প্রয়োজনীয়তা নির্দেশ করে।

পদক্ষেপ ১ পূর্ববর্তী বছরের প্রকৃত আয় অন্তর্ভুক্তি

হোল্ডিং ট্যাক্স মনিটরিং এক্সেল শীটের "বাজেট প্রস্তুতি_লেভেল ১" ফর্মে পূর্ববর্তী বছরের প্রকৃত আদায়ের প্রকৃত পরিমাণ অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

প্রথম পর্যায়ের বাজেট প্রস্তুতি
হোল্ডিং ট্যাক্স

| আদায় | ২০১৭-২০১৮ | ২০১৮-২০১৯ | বৃদ্ধি/(হ্রাস) | ২০১৭-২০১৮ | মন্তব্য |
|------------|------------------------|----------------------|----------------|-------------------------------------|---|
| | প্রকৃত আদায় (টাকা) | বাজেট টাকা (চলতি) | | এর বাস্তব আদায় বৃদ্ধি/হ্রাসের % | |
| | ক | খ | গ=খ-ক | ঘ=[(খ/ক)-১]% | |
| ওয়ার্ড ১ | ৫০৩৭১৫ | ৬৬৯৪০০ | ১৬৫৬৮৫ | ৩৩ % | এখানে পূর্ববর্তী বছরের প্রকৃত আদায়ের পরিমাণ দিবুন |
| ওয়ার্ড ২ | ৬৮৮৬৭২ | ৮১৭০০০ | ১২৮৩২৮ | ১৯ % | |
| ওয়ার্ড ৩ | ১৮৫৮৮৭৪ | ১৭৩৬৮০০ | -১২২০৭৪ | -৭ % | |
| ওয়ার্ড ৪ | ১২৭২২৩১ | ৯২৭৫০০ | -৩৪৪৭৩১ | -২৭ % | |
| ওয়ার্ড ৫ | ১৩০৯০৫৩ | ১১৪৮০০০ | -১৬১০৫৩ | -১২ % | |
| ওয়ার্ড ৬ | ৫০৬৩৮১ | ৬৯৫০০০ | ১৮৮৬১৯ | ৩৭ % | |
| ওয়ার্ড ৭ | ১৫৫১৮৯৫ | ৭২২০০০ | -৮২৯৮৯৫ | -৫৩ % | |
| ওয়ার্ড ৮ | ২৩০৩২৬৭ | ২৩০০০০০ | ২৬৭৩৩ | ১ % | |
| ওয়ার্ড ৯ | ১২৭১৭৯৯ | ১৪৯০০০০ | ২১৮২০১ | ১৭ % | |
| ওয়ার্ড ১০ | ৫০৮৬৯৪৬ | ৫২২৫০০০ | ১৩৮০৫৪ | ৩ % | |
| ওয়ার্ড ১১ | ৩৫৪৮১১৪ | ৪৬৩২০০০ | ১০৮৩৮৮৬ | ৩১ % | |
| ওয়ার্ড ১২ | ১৫৫৩০৪৭ | ১৮১৯৫০০ | ২৬৬৪৫৩ | ১৭ % | |

| | | | | |
|------------------------------------|----------|----------|---------|------|
| ওয়ার্ড ১৩ | ১৫৪৭৬৮২ | ১৪৯৫০০০ | -৫২৬৮২ | -৩ % |
| ওয়ার্ড ১৪ | ৬০৩২১৮ | ৭৮২০০০ | ১৭৮৭৮২ | ৩০ % |
| ওয়ার্ড ১৫ | ৬০৯১৭৪ | ৭৩০০০০ | ১২০৮২৬ | ২০ % |
| ওয়ার্ড ১৬ | ৫০৮৯৪৪ | ৬৯২০০০ | ১৮৩০৫৬ | ৩৬ % |
| ওয়ার্ড ১৭ | ৫১৫১৫৫ | ৬৪৪০০০ | ১২৮৮৪৫ | ২৫ % |
| ওয়ার্ড ১৮ | ৪৩৩৪৫৩ | ৬২২৭০০ | ১৮৯২৪৭ | ৪৪ % |
| ওয়ার্ড ১৯ | ৫৪৯৬০০ | ৭৭৯৬৫০ | ২৩০০৫০ | ৪২ % |
| ওয়ার্ড ২০ | ৫১৩৯০০ | ৭২৩০০০ | ২০৯১০০ | ৪১ % |
| ওয়ার্ড ২১ | ২৭৯১৬৪০ | ২৯০০০০০ | ১০৮৩৬০ | ৪ % |
| ওয়ার্ড ২২ | ২১০৪৩১৬ | ২৩৩০০৩১৬ | ২২৬০০০ | ১১ % |
| ওয়ার্ড ২৩ | ৫২২৬০০ | ৫৮৭০০০ | ৬৪৪০০ | ১২ % |
| ওয়ার্ড ২৪ | ১০৭৯৫০০ | ১২১৩০০০ | ১৩৩৫০০ | ১২ % |
| ওয়ার্ড ২৫ | ২৩২৭৫০ | ৩৭১০০০ | ১৩৮২৫০ | ৫৯ % |
| ওয়ার্ড ২৬ | ২৭০৩৫০ | ৪৫৬০০০ | ১৮৫৬৫০ | ৬৯ % |
| ওয়ার্ড ২৭ | ৪৭২৯০০ | ৭০০৫৬৫ | ২২৭৬৬৫ | ৪৮ % |
| মোট গৃহ কর (হোল্ডিং ট্যাক্স) | ৩৪২০৯১৭৬ | ৩৭২৩৮৪৩১ | ৩০২৯২৫৫ | ৯ % |

চিত্র 31: "বাজেট প্রস্তুতি_ পর্যায় ১" কর্ম

পদক্ষেপ ২ ওয়ার্ডভিত্তিক বার্ষিক চাহিদা অন্তর্ভুক্তকরণ

'বাজেট_আর_হোল্ডিং_ট্যাক্স' শীটে প্রতিটি ওয়ার্ডের নেট বার্ষিক মূল্যের মোট পরিমাণ লিপিবদ্ধ করতে হবে।

দ্বিতীয় পর্যায়ের বাজেট প্রস্তুতি

হোল্ডিং ট্যাক্স

কুসিদক

আদায়ের আলোকে ফর্মটি

পূরণ করুন

- রং
- কোড
- উপাত্ত
- এক্সেল সূত্র
- মোট/ উপ-মোট



ওয়ার্ডভিত্তিক সকল গৃহের নেট বার্ষিক মূল্য
লিপিবদ্ধ করুন

| | ২০১৭-২০১৮ এর প্রকৃত আয় | | | | | ২০১৮-২০১৯ এর বাজেট আয় | | | | | নেট বার্ষিক মূল্য |
|-----------|-------------------------|---------------|----------------|--------------------|---------|------------------------|---------------|----------------|-----------------------|---------|----------------------|
| | ইয়ারভ ও ক্রমি | পানির রেইট | লাইটিং রেইট | কমস্বাক্ষর রেইট | মোট | ইয়ারভ ও ক্রমি | পানির রেইট | লাইটিং রেইট | কমস্বাক্ষর সি রেইট | মোট | |
| | ক | খ | গ | ঘ | ঙ+চ+ছ | ট | ঠ | ড | ঝ | ঞ+ট+ঠ+ড | |
| ওয়ার্ড ১ | ২০৭৪১২ | ২৯৬৩০ | ৫৯২৬১ | ২০৭৪১২ | ৫০০৭১৫ | ২৭৫৬৩৫ | ৩৯৩৭৬ | ৭৮৭৫৩ | ২৭৫৬৩৫ | ৬০৬৩৯৯ | ৩৯০৭৬৪৭ |
| ওয়ার্ড ২ | ২৮৩৫৭১ | ৪০৫১০ | ৮১০২০ | ২৮৩৫৭১ | ৮৮৮৬৭২ | ৩৩৬৪১২ | ৪৮০৫৯ | ৯৬১১৮ | ৩৩৬৪১২ | ৮১৭০০১ | ৪৮০৫৮৮২ |
| ওয়ার্ড ৩ | ৭৬৫৪১৯ | ১০৯৩৪৬ | ২১৮৬৯১ | ৭৬৫৪১৯ | ১৮৫৮৮৭৫ | ৭১৫১৫৩ | ১০২১৬৫ | ২০৪৩২৯ | ৭১৫১৫৩ | ১৭০৬৮০০ | ১০২১৬৪৭১ |
| ওয়ার্ড ৪ | ৫২৩৮৬০ | ৭৪৮৩৭ | ১৪৯৬৭৪ | ৫২৩৮৬০ | ১২৭২২৩২ | ৩৮১৯১২ | ৫৪৫৫৯ | ১০৯১১৮ | ৩৮১৯১২ | ৯২৭৫০২ | ৪৪৫৫৮৮২ |
| ওয়ার্ড ৫ | ৫৩৯০২২ | ৭৭০০৩ | ১৫৪০০৬ | ৫৩৯০২২ | ১০৪৯০৫০ | ৪৭২৭০৬ | ৬৭৫২৯ | ১৩৫০৫৯ | ৪৭২৭০৬ | ১১৪৮০০০ | ৬৭৫২৬৪১ |
| ওয়ার্ড ৬ | ২০৮৫১০ | ২৯৭৮৭ | ৫৯৫৭৪ | ২০৮৫১০ | ৫০৬০৮১ | ২৮৬১৭৬ | ৪০৮৮২ | ৮১৭৬৫ | ২৮৬১৭৬ | ৬৯৬৯৯৯ | ৪০৮৮২০৫ |
| ওয়ার্ড ৭ | ৬৩৯০১৬ | ৯১২৮৮ | ১৮২৫৭৬ | ৬৩৯০১৬ | ১৫৫১৮৯৬ | ২৯৭২৯৪ | ৪২৪৭১ | ৮৪৯৪১ | ২৯৭২৯৪ | ৭২২০০০ | ৪২৪৭০৫৪ |
| ওয়ার্ড ৮ | ৯৪৮৪০৪ | ১৩৫৪৮৬ | ২৭০৯৭৩ | ৯৪৮৪০৪ | ২০০০২৬৭ | ৯৫৯৪১২ | ১৩৭০৫৯ | ২৭৪১১৮ | ৯৫৯৪১২ | ২০০০০০১ | ১৩৭০৫৮৮২ |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|---------|---------|----------|----------|----------|---------|---------|----------|----------|---------|
| ওয়ার্ড ৯ | ৫২৩৬৮২ | ৭৪৮১২ | ১৪৯৬২৩ | ৫২৩৬৮২ | ১২৭১৭৯৯ | ৬১৩৫২৯ | ৮৭৬৪৭ | ১৭৫২৯৪ | ৬১৩৫২৯ | ১৪৯৬২৩ | ৮৭৬৪৭ |
| ওয়ার্ড ১০ | ২০৯৪৬২৫ | ২৯৯২৩২ | ৫৯৮৪৬৪ | ২০৯৪৬২৫ | ৫০৮৬৯৯৬ | ২১৫১৪৭১ | ৩০৭৩৫৩ | ৬১৪৭০৬ | ২১৫১৪৭১ | ৫২২৫০০১ | ৩০৭৩৫৩ |
| ওয়ার্ড ১১ | ১৪৬০৯৮৮ | ২০৮৭১৩ | ৪১৭৪২৫ | ১৪৬০৯৮৮ | ৩৫৪৮১১৪ | ১৯০৭২৯৪ | ২৭২৪৭১ | ৫৪৪৪৪১ | ১৯০৭২৯৪ | ৪০৫২০০০ | ২৭২৪৭১ |
| ওয়ার্ড ১২ | ৬৩৯৪৯০ | ৯১৩৫৬ | ১৮২৭১১ | ৬৩৯৪৯০ | ১৫৫০০৪৭ | ৭৪৯২০৬ | ১০৭০২৯ | ২১৪০৫৯ | ৭৪৯২০৬ | ১৮১৬৫০০ | ১০৭০২৯ |
| ওয়ার্ড ১৩ | ৬৩৭২৮১ | ৯১০৪০ | ১৮২০৮০ | ৬৩৭২৮১ | ১৫৪৭৬৮২ | ৬১৫৫৮৮ | ৮৭৯৪১ | ১৭৫৮৮০ | ৬১৫৫৮৮ | ১৪৯৪৯৯৬ | ৮৭৯৪১ |
| ওয়ার্ড ১৪ | ২৪৮৩৮৪ | ৩৫৪৮৩ | ৭০৯৬৭ | ২৪৮৩৮৪ | ৬০০২১৮ | ৩২২০০০ | ৪৬০০০ | ৯২০০০ | ৩২২০০০ | ৭৮২০০০ | ৪৬০০০ |
| ওয়ার্ড ১৫ | ২৫০৮৩৬ | ৩৫৮৩৪ | ৭১৬৬৮ | ২৫০৮৩৬ | ৬০৯১৭৪ | ৩০০৫৮৮ | ৪২৯৪১ | ৮৫৮৮২ | ৩০০৫৮৮ | ৭২৯৯৯ | ৪২৯৪১ |
| ওয়ার্ড ১৬ | ২০৯৫৬৫ | ২৯৯৩৮ | ৫৯৮৭৬ | ২০৯৫৬৫ | ৫০৮৯৪৪ | ২৮৪৯৪১ | ৪০৭০৬ | ৮১৪১২ | ২৮৪৯৪১ | ৬৬২০০০ | ৪০৭০৬ |
| ওয়ার্ড ১৭ | ২১২১২৩ | ৩০৩০৩ | ৬০৬০৬ | ২১২১২৩ | ৫১৫৫৫ | ২৬৫১৭৬ | ৩৭৮৮২ | ৭৫৭৬৫ | ২৬৫১৭৬ | ৫৪০৯৯৯ | ৩৭৮৮২ |
| ওয়ার্ড ১৮ | ১৭৮৪৮১ | ২৫৪৯৭ | ৫০৯৯৪ | ১৭৮৪৮১ | ৪০০৪৫০ | ২৫৬৪০৬ | ৩৬৬২৯ | ৭৩২৫৯ | ২৫৬৪০৬ | ৬২২৭০০ | ৩৬৬২৯ |
| ওয়ার্ড ১৯ | ২২৬৩০৬ | ৩২৩২৯ | ৬৪৬৫৯ | ২২৬৩০৬ | ৫৪৯৬০০ | ৩৪১০৯৭ | - | ৯৭৪৫৬ | ৩৪১০৯৭ | ৭৭৯৬৫০ | ৯৭৪৫৬ |
| ওয়ার্ড ২০ | ২১১৬০৬ | ৩০২২৯ | ৬০৪৫৯ | ২১১৬০৬ | ৫১৬০০ | ৩১৬৩১৩ | - | ৯০৩৭৫ | ৩১৬৩১৩ | ৭২০০১ | ৯০৩৭৫ |
| ওয়ার্ড ২১ | ১১৪৯৪৯৯ | ১৬৪২১৪ | ৩২৮৪২৮ | ১১৪৯৪৯৯ | ২৭৯১৬৪০ | ১২৬৮৭৫০ | - | ৩৬২৫০০ | ১২৬৮৭৫০ | ২৯০০০০ | ৩৬২৫০০ |
| ওয়ার্ড ২২ | ৮৬৬৪৮৩ | ১২৩৭৮৩ | ২৪৭৫৬৭ | ৮৬৬৪৮৩ | ২১০৪০১৬ | ১০১৯৫১৩ | - | ২৯১২৯০ | ১০১৯৫১৩ | ২০০০০১৬ | ২৯১২৯০ |
| ওয়ার্ড ২৩ | ২১৫১৮৮ | ৩০৭৪১ | ৬১৪৮২ | ২১৫১৮৮ | ৫২২৫৯৯ | ২৫৬৮১৩ | - | ৭৩৩৭৫ | ২৫৬৮১৩ | ৫৮৭০০১ | ৭৩৩৭৫ |
| ওয়ার্ড ২৪ | ৪৪৪৫০০ | ৬৩৫০০ | ১২৭০০০ | ৪৪৪৫০০ | ১০৭৯৫০০ | ৫৩০৬৮৮ | - | ১৫১৬২৫ | ৫৩০৬৮৮ | ১২৭০০০১ | ১৫১৬২৫ |
| ওয়ার্ড ২৫ | ৯৫৮৩৮ | ১৩৬৯১ | ২৭৩৮২ | ৯৫৮৩৮ | ২০২৭৪৯ | ১৬২৩১৩ | - | ৪৬৩৭৫ | ১৬২৩১৩ | ৩৭১০০১ | ৪৬৩৭৫ |
| ওয়ার্ড ২৬ | ১১১৩২১ | ১৫৪৯০৩ | ৩১৮০৬ | ১১১৩২১ | ২৭০০৫৭ | ১৯৯৫০০ | - | ৫৭০০০ | ১৯৯৫০০ | ৪৫৬০০০ | ৫৭০০০ |
| ওয়ার্ড ২৭ | ১৪৪৭২৪ | ২৭৮১৮ | ৫৫৬৩৫ | ১৪৪৭২৪ | ৪৭২৯০১ | ৩০৬৪৯৭ | - | ৮৭৫৭১ | ৩০৬৪৯৭ | ৭০০৫৬৫ | ৮৭৫৭১ |
| মোট | ১৪০৮৯১০১ | ২০৭২৩০৪ | ৪০২৪৬০৭ | ১৪০৮৯১০৪ | ৩৪২০৯১৭৮ | ১৫৫৯২৩৮৩ | ১৫৯৮৯৯৯ | ৪৪৫৪৯৯৬ | ১৫৫৯২৩৮২ | ৩৭২৩৮৪০১ | ১৫৯৮৯৯৯ |

চিত্র 32.1 : হোল্ডিং ট্যাক্স আদায়ের মনিটরিং পদ্ধতি

পদক্ষেপ ৩ ওয়ার্ড ভিত্তিক হোল্ডিং ট্যাক্সের মাসিক আদায় অন্তর্ভুক্তকরণ

প্রতিটি ওয়ার্ডের আদায়কৃত হোল্ডিং ট্যাক্সের টাকা '২য় পর্যায়ের পরিবীক্ষণ' শীটে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

দ্বিতীয় পর্যায়ের বাজেট পরিবীক্ষণ

নির্দেশাবলি কৃষিক
আদায়ের আলোকে ফর্মটি পূরণ করুন



| | |
|------------------------------------|------|
| দয়া করে নীচের % গুলো ব্যবহার করুন | |
| ইমারত এবং জমি | ৭.০% |
| পানির রেইট | ০.০% |
| লাইটিং রেইট | ২.০% |
| কমজারভালি রেইট | ১.০% |

গ্রন্থিত হোল্ডিং ট্যাক্স

| | ১ম ত্রৈমাসিক | | | | ২য় ত্রৈমাসিক | | | | ৩য় ত্রৈমাসিক | | | | মোট |
|-----------|--------------|-------------|--------|--------|---------------|-------|-------|--------|---------------|---------|---------|----------|-------------|
| | জানুয়ারি | ফেব্রুয়ারি | মার্চ | এপ্রিল | মে | জুন | জুলাই | আগস্ট | সেপ্টেম্বর | অক্টোবর | নভেম্বর | ডিসেম্বর | |
| | ক | খ | গ | ঘ | ঙ | চ | ছ | জ | ঝ | ঞ | ট | ঠ | ড-(ক-...-ঠ) |
| ওয়ার্ড ১ | ২৭৯০০ | ৩৪২০০ | ৫২৪০০ | ৭৯০০০ | ২৯৬০০ | ৫৬০০০ | ৪৬৮০০ | ৬৪৬০০ | | ৬৫৫০০ | | | ৪৫৬০০০ |
| ওয়ার্ড ২ | ৩৪০০০ | ৩৯৫০০ | ৮৩৮০০ | ১২৯০০০ | ২৮৫০০ | ৫৭০০০ | ৪৩০০০ | ৬১৫০০ | | ৬৬৩০০ | | | ৫৪২৬০০ |
| ওয়ার্ড ৩ | ১৪০০০০ | ১৬৭০০০ | ৩৫১০০০ | ৩৭১৫০০ | ১২৯৩০০ | ৯১৮০০ | ৮২৭০০ | ১২৯৫০০ | | ৭৩০০০ | | | ১৫৫৫৮০০ |
| ওয়ার্ড ৪ | ৯৭৭৫০ | ৭৩৮০০ | ১৯০০০০ | ১৬২২০০ | ৪৩০০০ | ৫০০০০ | ৫৫০০০ | ৫৮০০০ | | ৬০৫০০ | | | ৭৯০২৫০ |
| ওয়ার্ড ৫ | ১৬১৭০০ | ১১৫০০০ | ২৩৪৬০০ | ২৭৪৯০০ | ৪৮২০০ | ৫০০০০ | ৫৫০০০ | ৫৮০০০ | | ৬০৫০০ | | | ১০৫৭৯০০ |
| ওয়ার্ড ৬ | ৭০৭০০ | ৫৭০০০ | ৬৮৭০০ | ১২৪৮০০ | ২৯০০০ | ৫০০০০ | ৪৩১০০ | ৬১০০০ | | ৫০০০০ | | | ৫৫৪৩০০ |
| ওয়ার্ড ৭ | ৮০৮৫০ | ১৮৯০০০ | ২২১৬০০ | ৩৭৪৫০০ | ৬১৫০০ | ৬১০০০ | ৩৯৫০০ | ৫৮৬০০ | | ৪৮৫০০ | | | ১১৩৫০৫০ |
| ওয়ার্ড ৮ | ১৪০১৫০ | ৩৬৫৫০০ | ২৭৫৩০০ | ৮২৩৫০০ | ৯৮০০০ | ৯৭০০০ | ৮০৩০০ | ১২৬০০০ | | ৭৫০০০ | | | ২০৮০৭৫০ |
| ওয়ার্ড ৯ | ১৫৫৪০০ | ১৭২৫০০ | ২২৫৬০০ | ৪২৪০০০ | ৪৮০০০ | ৭০০০০ | ৬৭২০০ | ১০৮৭০০ | | ৬৯০০০ | | | ১৩৪০৪০০ |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|---------|----------|
| ওয়ার্ড ১০ | ৩৯১৯০০ | ৫২৫০০০ | ৯৯৭০০০ | ১৬১৩৮০০ | ১৩৫০০০ | ২১২০০০ | ১০৩৮০০ | ১৮৩৭০০ | | ১৪৫৪০০ | ৪৩০৭৬০০ |
| ওয়ার্ড ১১ | ১৯৩০০০ | ২৫৬০০০ | ৮৭০০০০ | ৬৭৪০০০ | ১৩০০০০ | ১৮৭৫০০ | ১০৭০০০ | ১৯১০০০ | | ৮৭৭০০ | ২৬৯৬২০০ |
| ওয়ার্ড ১২ | ২৫৯৭৫০ | ১০১৫০০ | ১৪২০০০ | ৩০৮০০০ | ৬২৪০০ | ৭০৫০০ | ৭৪৫০০ | ৭৬৭০০ | | ৬৮০০০ | ১১৬৩৩৫০ |
| ওয়ার্ড ১৩ | ১০৮২০০ | ৯৬০০০ | ১৯২৮০০ | ৩৪৯৫০০ | ৭০০০০ | ৯১০০০ | ৬৩২০০ | ৯১৫০০ | | ৭৪০০০ | ১১৩৬২০০ |
| ওয়ার্ড ১৪ | ৪৭৭০০ | ২৮৩০০ | ৪৬২০০ | ১৭০৫০০ | ২৪৭০০ | ৭৯০০০ | ৫৬৩০০ | ৬২০০০ | | ৫৭০০০ | ৫৭১৭০০ |
| ওয়ার্ড ১৫ | ৩৫৫০০ | ২৭৭০০ | ৪৯৩০০ | ১৪৬০০০ | ২৩০০০ | ৬৯৫০০ | ৪৯০০০ | ৫৬০০০ | | ৪৪০০০ | ৫০০০০০ |
| ওয়ার্ড ১৬ | ২৩৩০০ | ১৯০০০ | ২০৮০০ | ১৮৩০০০ | ২৬৫০০ | ৭১৭০০ | ৪৫২০০ | ৬৭২০০ | | ৪৩৭০০ | ৫০০৪০০ |
| ওয়ার্ড ১৭ | ৩১৪০০ | ২৫৭০০ | ২২২০০ | ১৫৮০০০ | ২৭০০০ | ৭০০০০ | ৪৬০০০ | ৬২০০০ | | ৪৮০০০ | ৪৯০৩০০ |
| ওয়ার্ড ১৮ | ৩২৯০০ | ২৪২২৫ | ২১৮০০ | ১৩৩০০০ | ২৭৫০০ | ৭৫৫০০ | ৪৭৬০০ | ৫৭০০০ | | ৪৭০০০ | ৪৬৬৫২৫ |
| ওয়ার্ড ১৯ | ৫৬২০০ | ৮২১০০ | ১৫২১০০ | ৫২০০০ | ৪১০০০ | ৫২০০০ | ৬০২০০ | ১৬২০০ | | ৬২২০০ | ৫৭৪০০০ |
| ওয়ার্ড ২০ | ৬২০৪০ | ৭৮০০০ | ১৪৮০০০ | ৪৪০০০ | ৪৮০০০ | ৫৮০০০ | ৪২৪০০ | ১৪৪০০ | | ৬৬১০০ | ৫৬০৯৪০ |
| ওয়ার্ড ২১ | ১৪৪০০০ | ২২০০০০ | ১৬০০০০ | ৬২০০০ | ১৫৮০০০ | ১২৪৫০০ | ২৫৮০০০ | ৪৮৫০০ | | ২২৮০০০ | ১৪০৩০০০ |
| ওয়ার্ড ২২ | ১৫৬০০০ | ২২৩০০০ | ২৬০০০০ | ৬৪২০০ | ৫৪২০০০ | ৮৬০০০ | ১২০৩০৯ | ৩২০০০ | | ১১১৪০০ | ১৫৯৪৯০৯ |
| ওয়ার্ড ২৩ | ৫২০০০ | ৭২৩০০ | ৩২০০০০ | ৪৮০০০ | ৫১২০০ | ২২০০ | ৩২০০ | ৪৮০ | | ৬৪০ | ৫৫০০২০ |
| ওয়ার্ড ২৪ | ৯২০০০ | ২৪০০০০ | ৩৬২২০০ | ৩৬৫০০০ | ৫৫৩২০ | ৯০০০ | ৪৮০০ | ৩২০০ | | ১৫০০০ | ১১৪৬৫২০ |
| ওয়ার্ড ২৫ | ৪৮০০০ | ৪২০০০ | ১২০০০০ | ৩২৫০০ | ৪২০০০ | ৬৪০০ | ৩৬০০ | ১১২০ | | ১২০০০ | ৩০৭৬২০ |
| ওয়ার্ড ২৬ | ৪২০০০ | ৪৮০০০ | ১৪২০০০ | ৩৮০০০ | ৪৮০০০ | ১৮০০০ | ২০০০০ | ৩২০০ | | ১৮০০০ | ৩৭৭২০০ |
| ওয়ার্ড ২৭ | ৭৯২২১ | ৮১৮১৩ | ২০৬১৮০ | ৬০৩৪৫ | ৬০৫২৫ | ৬৭৮০৫ | ৩৮৭০০ | ৫৪৮০ | | ২০৯৬৪ | ৬২১০৩৩ |
| মোট | ২৭৬০৫৬১ | ৩৪০৪১০৮ | ৪৯৩৫৫৮০ | ৭২৬৫২৪৫ | ২০৮৭২৪৫ | ১৯৩০৪০৫ | ১৬৫৬৪০৯ | ১৬৯৭৫৮০ | | ১৭১৭৪০৪ | ২৮৩৪০২৬৭ |

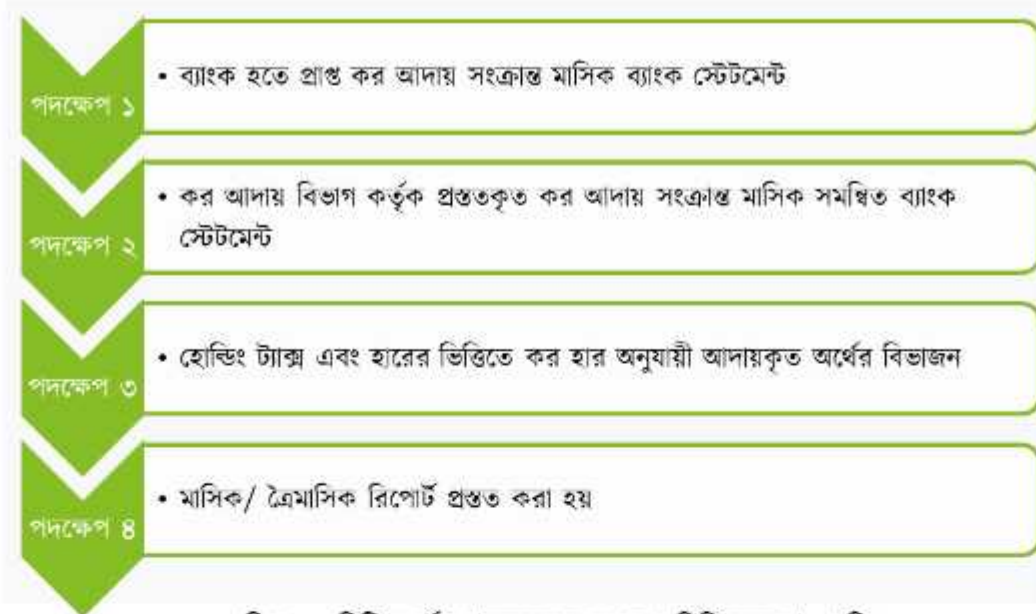
চিত্র 32.2 : হোল্ডিং ট্যাক্স আদায়ের মনিটরিং পদ্ধতি

পদক্ষেপ ৪ আদায়ের লক্ষ্যমাত্রার সাথে প্রকৃত আদায়ের পরিমাণ মনিটরিং

হোল্ডিং ট্যাক্সের প্রকৃত আদায় (জমি ও ইমারত, লাইটিং, পানি (যদি থাকে) এবং পরিচ্ছন্নতা ও সংরক্ষণ) মনিটরিং করতে হবে।

৬.২ কিভাবে কর আদায় নথিভুক্ত করবেন

কর আদায়কারীরা কর আদায় উপাত্ত ব্যাংক হতে সংগ্রহ করে ক্যাশিয়ারের নগদান বহি এবং কম্পিউটারে তাৎক্ষণিকভাবে লিপিবদ্ধ করতে হবে। কর প্রাপ্তির উপর ভিত্তি করে কর আদায় সংক্রান্ত উপাত্ত এন্ট্রি করা হবে। হিসাবরক্ষক তার নগদান বহিতে কর রাজস্ব লিপিবদ্ধ করবেন।



চিত্র ৩৩: সিটি কর্পোরেশনসমূহে কর আদায় লিপিবদ্ধকরণ পদ্ধতি

৬.৩ কর পরিশোধের নির্ধারিত তারিখ

সিটি কর্পোরেশন (করারোপন) বিধিমালা, ১৯৮৬ এর বিধি ৯ এর বিধান অনুযায়ী করদাতাকে বিলের চাহিদা পত্রে উল্লিখিত তারিখের মধ্যে ধার্যকৃত কর পরিশোধ করতে হবে। পূর্বের আলোচনা অনুযায়ী হোল্ডিং ট্যাক্স তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল আয়ের উৎস, যা স্থানীয় সরকারগুলির পক্ষে সহজেই প্রাক্কলন করা সম্ভব এবং চলমান বছরের ত্রিয়ার্ধকালপ বাস্তবায়নে অর্থায়নের জন্য উপযুক্ত। কাজেই, হোল্ডিং ট্যাক্সের সমন্বিত আদায় স্থানীয় সরকারসমূহের অর্থের নগদ প্রবাহ ব্যবস্থাপনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সময়মতো কর আদায়ের ক্ষেত্রে ছাড় প্রদান এবং সারচার্জ ধার্য করা হলে করদাতাদেরকে দ্রুত কর প্রদানে উৎসাহিত করবে।

সিটি কর্পোরেশন (করারোপন) বিধিমালা, ১৯৮৬

৯. কর, ইত্যাদি, যখন বকেয়া। - এ বিধিমালায় পৃথকভাবে উল্লেখ ব্যতিরেকে অধ্যাদেশ বা এর অধীনে প্রণীত কোনও বিধি বা উপ-বিধি অনুসারে প্রদেয় কর, রেইট, উপকর, টোল বা ফি কর পরিশোধের জন্য সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক নির্ধারিত তারিখের মধ্যে করদাতা কর্তৃক প্রদেয় হবে:

তবে শর্ত থাকে যে, সিটি কর্পোরেশন প্রতিটি বিলের জন্য প্রদেয় অর্থের পরিমাণ ও প্রদানের তারিখ উল্লেখ করে বিল সরবরাহ করবে যা সমপরিমাণে পরিশোধ করতে হবে:

৬.৩.১ ছাড়

করের পরিমাণ বাৎসরিকভাবে নির্ধারিত হয়, কিন্তু করদাতাদেরকে ত্রৈমাসিকভাবে কর পরিশোধের অনুমতি দেয়া হয়। ত্রৈমাসিক কর বিল নির্দিষ্ট ত্রৈমাসিক সময়ের মধ্যে পরিশোধ করা হলে ৫% কর ছাড় পাওয়া যায়। প্রথম তিন মাসের মধ্যে সারা বছরের কর বিল পরিশোধ করা হলে ১০% কর ছাড় পাওয়া যায়। এক বা দুই ত্রৈমাসিক বিল অগ্রিম পরিশোধ করা হলে ৭.৫% ছাড় দেয়া হয়। নিম্নলিখিত সারণিতে কর ছাড় এবং ছাড় হারের সময় বিস্তারিতভাবে দেখানো হল।

সারণি ২১: কর ছাড় ও ছাড় হারের সময়সীমা

| কর পরিশোধের সময় | কর পরিশোধ | ছাড়ের হার |
|---------------------|---|------------|
| প্রথম ত্রৈমাসিকে | প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ কোয়ার্টারের পরিশোধিত কর | ১০% |
| | প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় কোয়ার্টারের পরিশোধিত কর | ৭.৫% |
| | প্রথম এবং দ্বিতীয় কোয়ার্টারের পরিশোধিত কর | ৭.৫% |
| | প্রথম কোয়ার্টারের পরিশোধিত কর | ৫% |
| দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকে | দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ কোয়ার্টারের পরিশোধিত কর | ৭.৫% |
| | দ্বিতীয় এবং তৃতীয় কোয়ার্টারের পরিশোধিত কর | ৭.৫% |
| | দ্বিতীয় কোয়ার্টারের পরিশোধিত কর | ৫% |
| | প্রথম কোয়ার্টারের পরিশোধিত কর | - |
| তৃতীয় ত্রৈমাসিকে | তৃতীয় এবং চতুর্থ কোয়ার্টারের পরিশোধিত কর | ৭.৫% |
| | তৃতীয় কোয়ার্টারের পরিশোধিত কর | ৫% |
| | প্রথম এবং দ্বিতীয় কোয়ার্টারের পরিশোধিত কর | - |
| চতুর্থ ত্রৈমাসিকে | চতুর্থ কোয়ার্টারের পরিশোধিত কর | ৫% |
| | প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় কোয়ার্টারের পরিশোধিত কর | - |

সিটি কর্পোরেশন (করারোপন) বিধিমালা, ১৯৮৬

৯. কর, ইত্যাদি, যখন বকেয়া। ...



আরও শর্ত থাকে যে, ---

- চলতি অর্থবছরের যে কোন চতুর্থাংশের জন্য ইমারত বা জমির উপর আরোপিত কোন কর বা রেইট এর অর্থ যদি চাহিদা বিলে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে পরিশোধ করা হয় তবে বর্তমান দাবীর উপর পাঁচ শতাংশ হারে ছাড় দেওয়া যেতে পারে;
- যদি চলতি অর্থবছরের প্রথম ত্রৈমাসিকের জন্য ইমারত এবং জমির উপর আরোপিত কোন কর বা রেইটের অর্থ চাহিদা বিলে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে পরিশোধের পাশাপাশি বিধি ৩৭(৩) এর বিধান অনুসারে অগ্রীম হিসাবে বাকি তিনটি ত্রৈমাসিক বা তারও বেশি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরিশোধ করা হয়, তা হ'লে উক্তরূপ পরিশোধের জন্য মোট চাহিদার উপর দশ শতাংশ হারে ছাড় দেওয়া যেতে পারে; এবং
- যদি চলতি অর্থবছরের প্রথম ত্রৈমাসিকের জন্য ইমারত এবং জমির উপর আরোপিত কোন কর বা রেইটের অর্থ চাহিদা বিলে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে পরিশোধের সাথে চলতি অর্থবছরের তিন চতুর্থাংশেরও কম সময়ের মধ্যে এ জাতীয় কর বা রেইট অগ্রীম হিসাবে পরিশোধ করা হয়, তবে মোট চাহিদার উপর ৭.৫% হারে সাথে বর্তমান ত্রৈমাসিক চাহিদার পাশাপাশি এ জাতীয় কর বা রেইট প্রদেয় হারের পরিমাণে ছাড় দেয়া যেতে পারে;

কলাম: কর প্রচারণা

নাগরিকদেরকে কর প্রদানে উৎসাহিত করার জন্য কর প্রচারণা একটি গুরুত্বপূর্ণ পন্থা। কর প্রচারণা চালানোর ক্ষেত্রে কর পরিশোধের সময়টি কার্যকর প্রচারণার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। করদাতারা যাতে কর পরিশোধের জন্য পর্যাপ্ত সময় পেতে পারেন তার জন্য কর পরিশোধের নির্ধারিত সময়ের আগেই কর প্রচারণা অনুষ্ঠিত হওয়া প্রয়োজন। সিটি কর্পোরেশনসমূহ সাধারণত চতুর্থ ত্রৈমাসিকের সময় কর ক্যাম্পেইন পরিচালনা করে। তবে প্রথম এবং দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকের সময়ও কর ক্যাম্পেইন পরিচালনা করা উচিত।

ট্যাক্স ক্যাম্পেইন পোস্টার, লীফলেট ইত্যাদির মাধ্যমে কর প্রচারণা পরিচালনা করা যায়। নাগরিকগণ পোস্টারের মাধ্যমে সহজে করের প্রয়োজনীয়তাকে অনুধাবন করতে পারে। C4C প্রকল্প চারটি সিটি কর্পোরেশনকে কর প্রচারণার অন্যতম মাধ্যম ট্যাক্স ক্যাম্পেইন পোস্টার (কর পোস্টারের নমুনার জন্য চিত্র ৩০ দেখুন) প্রস্তুত করার প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। করের ধারণার উপর ভিত্তি করে রচনা প্রতিযোগিতা শিক্ষার্থীদের, তথা ভবিষ্যত নাগরিকদেরকে কর সম্পর্কে সচেতন করতে পারে। এ জাতীয় কর প্রচারণা নাগরিক জীবনে করের ইতিবাচক প্রভাব সম্পর্কে সচেতন করতে পারে এবং তাদের কর সংক্রান্ত চিন্তাভাবনা ও একই সাথে তাদের নিজস্ব সিটি কর্পোরেশনের উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারে।



চিত্র ৩৪: কর পোস্টারের নমুনা

৬.৩.২ দেরীতে কর পরিশোধের সারচার্জ

দেরীতে কর পরিশোধে সারচার্জ আরোপও করদাতাদেরকে সময়মতো কর পরিশোধে উৎসাহিত করার একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি। সংশ্লিষ্ট অর্থবছরের মধ্যে কর পরিশোধ না করা হলে কর খেলাপির অর্থের উপর সারচার্জ ধার্য করা হবে। যদিও সিটি কর্পোরেশন (করারোপন) বিধিমালা, ১৯৮৬ এর বিধি ৯-এ সর্বাধিক সারচার্জের হার ১৫% হিসাবে নির্ধারণ করা হয়েছে, কিছু কিছু সিটি কর্পোরেশন সারচার্জ আরোপের ক্ষেত্রে তাদের নিজস্ব হার (সারণি ২২) ধার্য করেছে। এটি অবশ্যই লক্ষণীয় যে, সিটি কর্পোরেশন (করারোপন) বিধিমালা, ১৯৮৬ এর মূল বিধি ৯ এ সার চার্জ হার ৫% হিসাবে নির্ধারণ করা হয়েছিল যা ১৯৯০ সালের ১৯ শে সেপ্টেম্বর জারিকৃত গেজেট নোটিফিকেশন^{১০} দ্বারা ১৫% এ প্রতিস্থাপন করা হয়েছে।

সারণি ২২: চারটি সিটি কর্পোরেশনে দেরীতে কর পরিশোধের জন্য আরোপিত সারচার্জ

| | সিটি কর্পোরেশন (করারোপন) বিধিমালা, ১৯৮৬ | পৌরসভা করারোপন ও আদায় পদ্ধতি বিধিমালা, ২০১৩ | ৪ (চারটি) সিটি কর্পোরেশন | | | |
|--------------------|---|--|--------------------------|-------|-------|------|
| | | | গাসিক | নাসিক | কুসিক | রসিক |
| সারচার্জের হার (%) | ১৫.০ | ৫.০ | ১৫.০ | ১৫.০ | ৫.০ | ৫.০ |

^{১০} গেজেট নোটিফিকেশন নং, এসআরও, ৩২৯-এল/৯০/এস-টিওফ-৩/আইআর-৮/৮৯/৩৪০ তারিখ ১৯শে সেপ্টেম্বর ১৯৯০।

সিটি কর্পোরেশন (করারোপন) বিধিমালা, ১৯৮৬

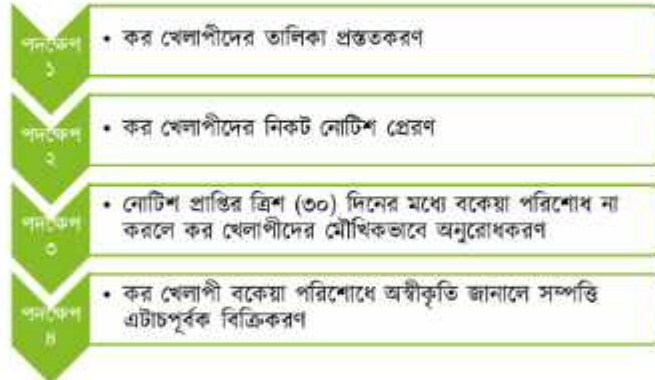
৯. কর, ইত্যাদি, যখন বকেয়া।---



আরও শর্ত থাকে যে, যদি ইমারত বা জমি সংক্রান্ত কোন কর বা রেইট যে অর্থবছরের জন্য ধার্যকৃত, সেই অর্থবছরের জন্য নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বা চাহিদা বিলে বর্ষিত সময়ের মধ্যে পরিশোধ করা না হয়, তা হলে সিটি কর্পোরেশন পূর্ববর্তী অর্থবছরের খেলাপিকৃত চাহিদার উপর ১৫% হারে সার চার্জ আরোপ করতে পারবে, তবে ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রে সিটি কর্পোরেশন করদাতাকে আংশিকভাবে অথবা সম্পূর্ণভাবে সারচার্জ পরিশোধের দায় হইতে অব্যাহতি দিতে পারবে।

৬.৪ অপরিশোধিত কর আদায়

যদি কোনও করদাতা দাবী অনুযায়ী সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক ধার্যকৃত সময়ের^{১৪} মধ্যে কর পরিশোধে ব্যর্থ হয়, তবে ঐ করদাতাকে কর খেলাপি হিসাবে গণ্য করা হবে এবং সিটি কর্পোরেশন কর খেলাপির অস্থাবর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত ও বিক্রয়ের মাধ্যমে চাহিদাকৃত কর আদায় করতে পারবে। বাজেয়াপ্ত ও বিক্রয়ের মাধ্যমে কর চাহিদা পুনরুদ্ধার কর আদায়ের হার বাড়ানোর ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। সংযুক্তি এবং বিক্রয়ের মাধ্যমে কর আদায়ের প্রক্রিয়াটি সিটি কর্পোরেশন (করারোপন) বিধিমালা, ১৯৮৬ এর ১১ নং ধারায় লিপিবদ্ধ রয়েছে।



চিত্র ৩৫: অপরিশোধিত কর আদায় প্রক্রিয়া

^{১৪} ধার্যকৃত সময় হ'ল সিটি কর্পোরেশন নির্ধারিত করে থাকে।

পদক্ষেপ ১ খেলাপীদের তালিকা প্রস্তুতকরণ

পূর্ববর্তী অর্থবছরের চাহিদা ও আদায় রেজিস্টারটি বন্ধ করার পর কম্পিউটারাইজড বিলিং এবং আদায় পদ্ধতি স্বয়ংক্রিয়ভাবে খেলাপীদের তালিকা প্রস্তুত করবে।

পদক্ষেপ ২ খেলাপীদের নিকট বিজ্ঞপ্তি প্রেরণ

সিটি কর্পোরেশন অফিসের নোটিশ বোর্ডে কর খেলাপিদের তালিকাটি প্রদর্শন করা প্রয়োজন। একই সাথে, কর খেলাপিদের পৃথক পৃথকভাবে নোটিশ প্রেরণ করতে হবে। খেলাপিদের নিকট প্রেরিতব্য নোটিশের ফর্মটি সিটি কর্পোরেশন (করারোপন) বিধিমালা ১৯৮৬-তে নির্ধারন করা হয় নি, তবে এটি পৌরসভা করারোপ ও আদায় পদ্ধতি বিধিমালা, ২০১৩ এর বিধি ১০(১) এর ফর্ম 'ক' হিসাবে দেয়া হয়েছে।

সিটি কর্পোরেশন (করারোপন) বিধিমালা, ১৯৮৬



১১. বকেয়া কর আদায় ইত্যাদি ---

(১) বিধি ১০ এর বিধান সাপেক্ষে, যদি কোন ব্যক্তি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কোন কর, রেইট, উপকর, টোল বা ফি বা এর কোনও কিস্তি বা অন্য কোনও বকেয়া পরিশোধে ব্যর্থ হন, তবে সিটি কর্পোরেশন ঐ সকল বকেয়ার একটি তালিকা প্রস্তুত করবে এবং উক্ত তালিকা সিটি কর্পোরেশনের নোটিশ বোর্ডে প্রদর্শন করবে এবং একই সাথে কর খেলাপিদেরকে আলাদা আলাদা নোটিশ প্রদান করবে।

(২) যে তারিখে এইভাবে বকেয়া তালিকা প্রদর্শন করা হইবে এবং নোটিশ জারি করা হইবে, সে তারিখ হইতে ত্রিশ দিন অতিক্রান্ত হওয়ার পর সিটি কর্পোরেশন জনচাহিদা (Public Demand) হিসাবে বকেয়া আদায়ের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে এবং যেখানে সিটি কর্পোরেশনের বকেয়া কর, রেইট, উপকর, টোল, ফি এবং সিটি কর্পোরেশনের দাবীযোগ্য অন্যান্য অর্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মালিকানাধীন অস্থাবর সম্পত্তি দখল ও বিক্রয় দ্বারা বকেয়া অর্থ আদায়ে ক্ষমতাপ্রাপ্ত, সেখানে সিটি কর্পোরেশন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মালিকানাধীন অস্থাবর সম্পত্তি দখল ও বিক্রয় করে বকেয়া আদায় করতে পারবে।

ফর্ম 'ক' বিধি ১০(১)

এখানে সিটি কর্পোরেশন এবং ওয়ার্ডের নাম লিখতে হবে

এখানে কর খেলাপীর নাম লিখতে হবে

করাবর,

সিটি কর্পোরেশনের _____ নাম ওয়ার্ডের বাসিন্দা জনাব/বেগম _____

সম্মোচিত বিল অনুযায়ী আপনার বকেয়া বিলের পরিমাণ _____ টাকা এবং আপনার নিকট _____ টাকা দাবী করা হইতেছে। যদি আপনি এই নোটিশ জারীর ১৫(পনের) দিনের মধ্যে লবীকৃত টাকা পৌরসভার ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট বা পৌরসভা অফিসে প্রদান না করেন অথবা না করেন বাহলে সমুদয় আদায় স্বায়সহ লবীকৃত সমুদয় অর্থ আপনার সম্পদ উত্তমমতালপূর্বক নিলামে বিক্রি করে অথবা অন্য কোন আইনমূলক উপায়ে আদায় ও সমন্বয় করা হইবে।

এখন ইঙ্গুর তারিখ দিতে হবে

তারিখ: _____, ২০-- -- খ্রী

এখন মোহরের স্বাক্ষর দিতে হবে

মেয়র _____

সিটি কর্পোরেশন

এখন পত্র অফিসার স্বাক্ষর দিতে হবে

অফিসার কর্মচারীর স্বাক্ষর _____

সিটি কর্পোরেশনের কার্যালয়
নিচের অনুসরণে

বিল নং _____ হোল্ডিং নং- _____ ওয়ার্ড নং _____ উৎসর্গ/রাস্তার নাম _____

করদাতার নাম _____

পিতা/স্বামীর নাম _____

উপরে বর্ণিত বাড়ির _____ সমস্ত বৈমাসিক বিক্রির পরিমাণ _____ টাকা।

_____ বছরের জন্য

বৈমাসিক বিক্রি পর্যন্ত মোট বকেয়া : _____

ইমারত ও ভূমির উপর কর : _____

বর্জী রেইট : _____

আসনোকায়েন রেইট : _____

পানি সরবরাহের রেইট : _____

মোট : _____

নম্বর _____

তারিখ _____

এখানে মোহরের স্বাক্ষর দিতে হবে

মেয়র _____

সিটি কর্পোরেশন

এখানে সিটি কর্পোরেশনের নাম দিতে হবে

সিটি কর্পোরেশন

নিম্নলিখিত তথ্য এখানে বিলিপত্র কখন

(১) বিল নং
(২) হোল্ডিং নং
(৩) ওয়ার্ড নং
(৪) সেন নং
(৫) খেলাপী করদাতার নাম
(৬) করের সময়
(৭) বৈমাসিক বিক্রি পর্যন্ত বকেয়া
(৮) বিক্রি এবং ভূমির উপর কর
(৯) বর্জী রেট
(১০) আসনোকায়েন রেট
(১১) পানির রেইট
(১২) মোট কর

চিত্র ৩৬: 'ফর্ম 'ক' বিধি ১০ (১): খেলাপিদের নিকট নোটিশ প্রেরণ

পদক্ষেপ ৩ খেলাপিদেরকে বকেয়া পরিশোধের জন্য মৌখিক অনুরোধ

নোটিশ পাওয়ার পর কর খেলাপীরা ৩০ দিনের মধ্যে পাওনা পরিশোধে ব্যর্থ হলে সিটি কর্পোরেশন (করারোপন) বিধিমালা, ১৯৮৬ এর বিধি ১৩(১) এর বিধান অনুসারে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা কর্মচারী মৌখিকভাবে খেলাপিদেরকে বকেয়া পরিশোধের জন্য অনুরোধ করবেন।

পদক্ষেপ ৪ সম্পত্তি সংযুক্তি এবং বিক্রয়

কর খেলাপি কর পরিশোধের মৌখিক অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করলে অনুমোদিত কর্মকর্তা বা কর্মচারী সংশ্লিষ্ট খেলাপির অস্থাবর সম্পত্তি সংযুক্তি এবং বিক্রয় সম্পাদন করবেন। মেয়র উক্ত অস্থাবর সম্পত্তির সংযুক্তি ও বিক্রয় সংক্রান্ত পরোয়ানা জারি করবেন। পরোয়ানা (warrant) ফর্মটি সিটি কর্পোরেশন (করারোপন) বিধিমালা, ১৯৮৬-এ নির্ধারণ করা হয় নি, তবে এটি পৌরসভা করারোপ ও আদায় পদ্ধতি বিধিমালা, ২০১৩ এর বিধি ১০(৩) এর ফর্ম 'ক-২' হিসাবে দেয়া আছে।

সিটি কর্পোরেশন (করারোপন) বিধিমালা, ১৯৮৬



১২. কে দখল এবং বিক্রয় দ্বারা খেলাপি কর আদায়ের ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন। ---

(১) অস্থাবর সম্পত্তি দখল ও বিক্রয়ের মাধ্যমে বকেয়া কর, রেইট, টোল, ফি এবং অন্যান্য অর্থ আদায় করার ক্ষমতা সিটি কর্পোরেশনের মেয়র প্রয়োগ করবেন।

(২) সিটি কর্পোরেশনের মেয়র অস্থাবর সম্পত্তি দখল ও বিক্রয়ের পরোয়ানা জারি করবেন।

(৩) এই কাজের জন্য মেয়র কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত সিটি কর্পোরেশনের যে কোনও কর্মচারী তার পক্ষ হতে ওয়ারেন্ট কার্যকর করবেন। (৪) -----

১৩. কিভাবে দখল ও বিক্রয় করবেন।-----

(১) বিধি ১২ (৩) এর অধীনে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মচারী কর খেলাপি ব্যক্তির নিকট মৌখিকভাবে তাৎক্ষণিক বকেয়া পরিশোধের জন্য অনুরোধ করতে পারবেন এবং কর খেলাপির উক্ত অনুরোধ প্রত্যাখ্যানের পর সংশ্লিষ্ট কর্মচারী উক্ত খেলাপির অস্থাবর সম্পত্তি সংযুক্ত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন এবং অস্থাবর সম্পত্তি সংযুক্তি শেষে কর খেলাপিকে সম্পদ সংযুক্তিকরণের রশিদ প্রদান করবেন।



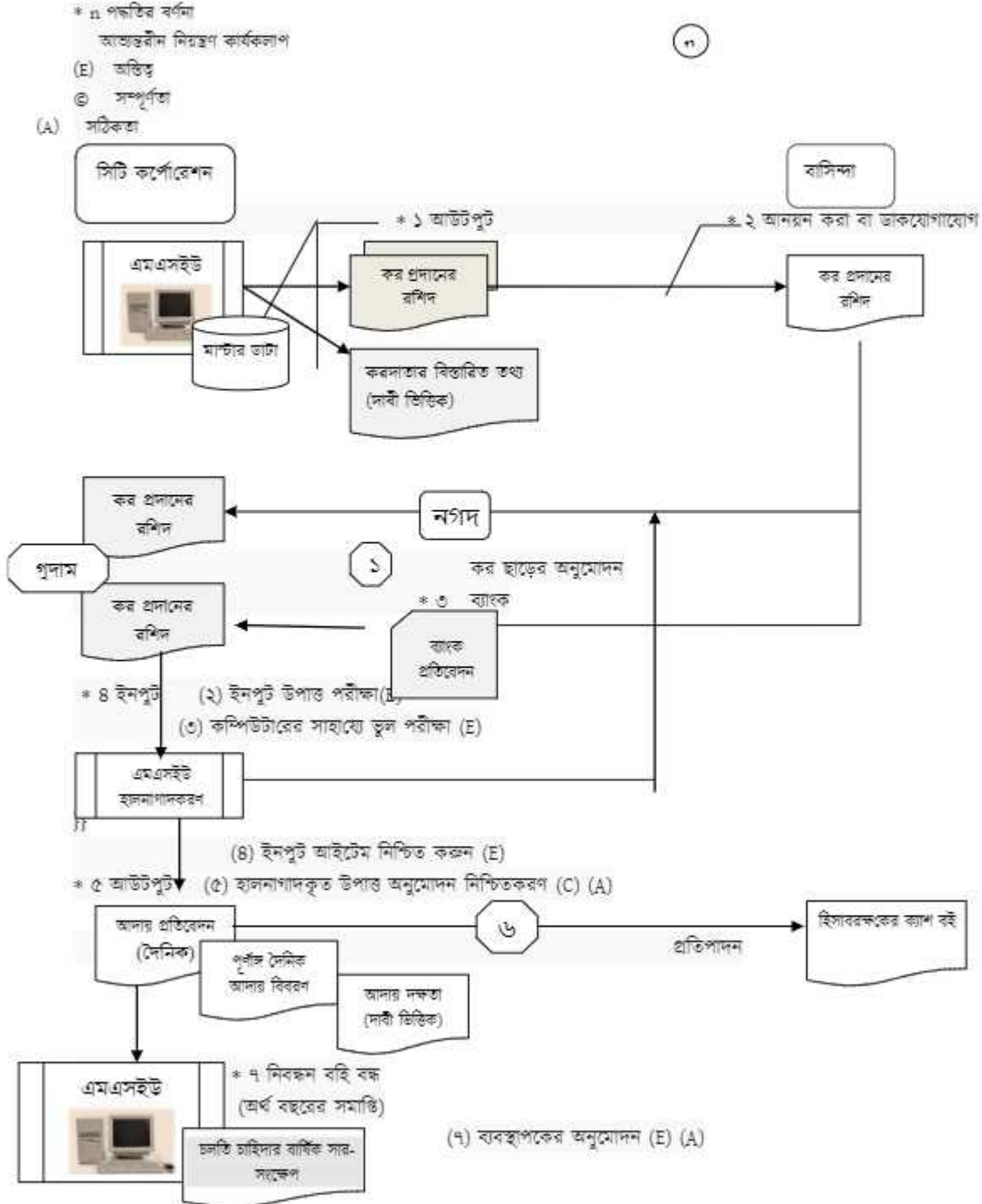
চিত্র ৩৭: খেলাপিদের নিকট সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক প্রেরিত নোটিশের নমুনা (বাম থেকে ডান, প্রথম নোটিশ, দ্বিতীয় নোটিশ, চূড়ান্ত এবং লাল নোটিশ)

কলাম: অপরিশোধিত কর আদায়ের বাস্তবতা

নোটিশ প্রেরণের পাশাপাশি সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক কর খেলাপির নিকট হতে বকেয়া আদায়ের জন্য অন্য কোনও পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি: নোটিশ বোর্ডেও অন্য কোন তথ্য রাখা হবে না। অতএব, এটি করদাতাদের মর্জির উপর নির্ভর করে যে, তারা কর খেলাপির বকেয়া অর্থ পরিশোধ করবেন কি না। রাজস্বের পরিমাণ বাড়ানোর জন্য করদাতাদের নিকট হতে খেলাপি অর্থ আদায়ে আরও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা সিটি কর্পোরেশনসমূহের জন্য জরুরি।

৭. কর ব্যবস্থাপনা

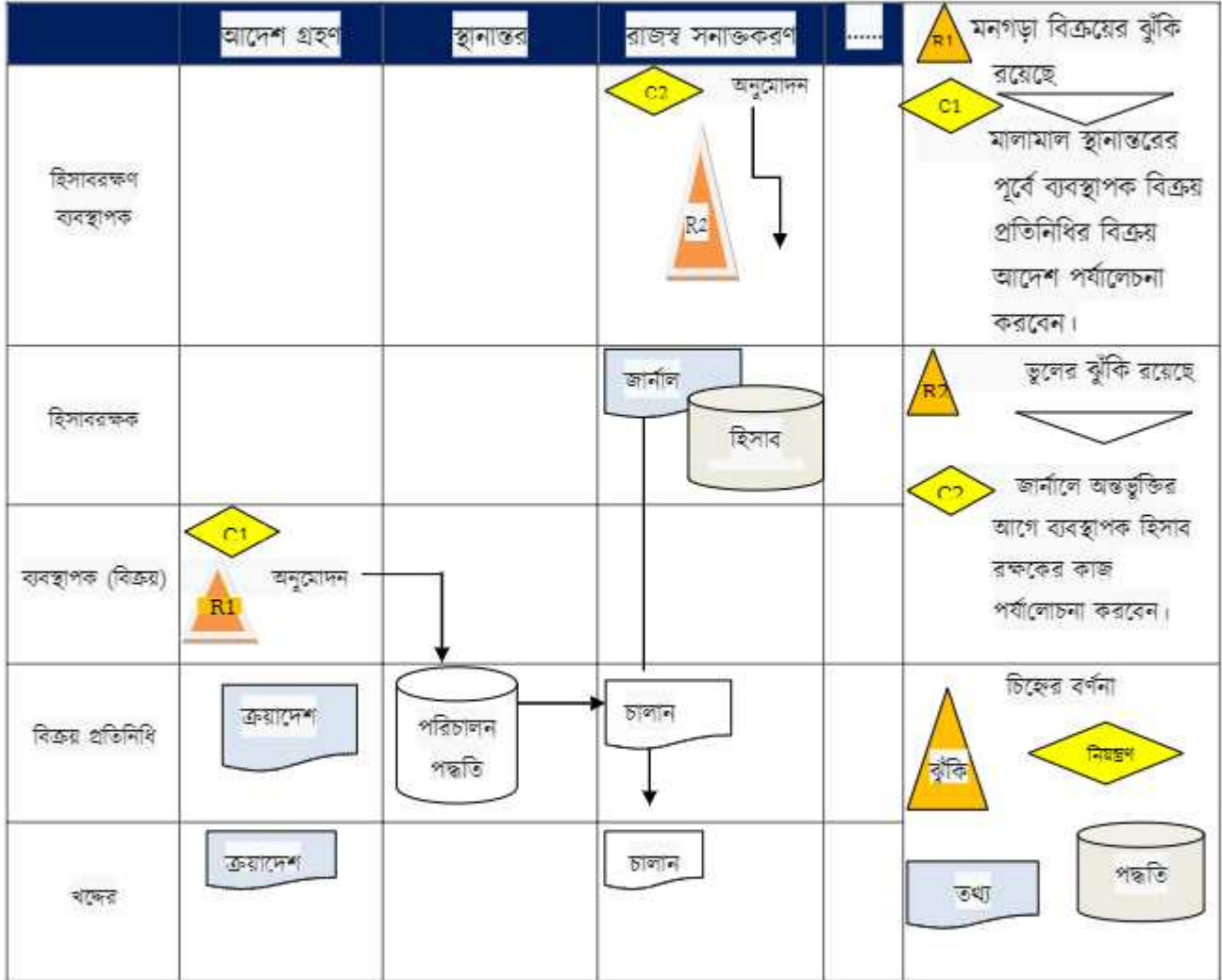
এ অধ্যায়ে সংগৃহীত করের ব্যবস্থাপনা এবং কীভাবে এ জাতীয় প্রক্রিয়ার উপর নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিত করা যায় তা চিত্রায়ন করা হয়েছে। তদুপরি, এটি সিটি কর্পোরেশনসমূহের আলোচনা এবং উন্নত অনুশীলনের জন্য উপকরণ সরবরাহ করবে। চিত্র ৩৪-এ রাজস্ব বিভাগ কতৃক হোল্ডিং ট্যাক্স আদায়ের কর্মপ্রবাহ বর্ণনা করা হয়েছে।



চিত্র ৩৪: হোল্ডিং ট্যাক্স আদায় প্রক্রিয়ার কর্মপ্রবাহ

৭.১.১ কর্মপ্রবাহ

কর্মপ্রবাহ একটি কার্যপদ্ধতির (Business Process) প্রতিটি ধাপ এবং এর সাথে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা কর্মচারী সম্পর্কে উল্লেখ থাকে। এটি বর্তমান প্রক্রিয়াসমূহের বিশ্লেষণ এবং উন্নত করার পরিকল্পনায় উপযোগী। একটি কার্যপদ্ধতির (Business Process) প্রতিটি পদক্ষেপের জন্য "কে," "কি," "কখন," "কোথায়" এবং "কীভাবে" ইত্যাদি বর্ণনা করে এবং "কেন"-র বিশ্লেষণে অবদান রাখে। চিত্র ৩৫ বেসরকারী ব্যবসায়ের কর্মপ্রবাহের একটি উদাহরণ, এখানে প্রতিটি পদক্ষেপের দায়িত্ব নিরূপন এবং নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র চিহ্নিতকরণসহ প্রতিটি পদক্ষেপ বাস্তবায়ন পদ্ধতি দেখানো হয়েছে। সরকারী প্রতিষ্ঠানেও অনুরূপ কর্মপ্রবাহ প্রস্তুত করা যায়।



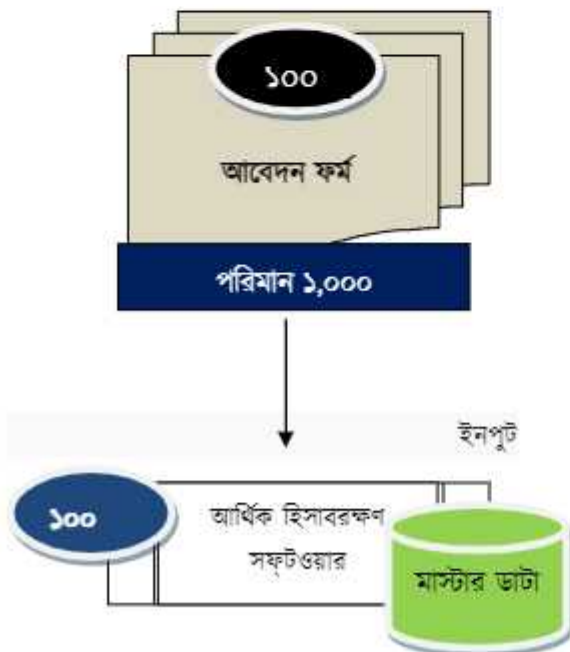
চিত্র ৩৭: বিক্রয় প্রক্রিয়া কর্মপ্রবাহ

৭.১.২ লিপিবদ্ধকরণে ভুল

ভুল তথ্য লিপিবদ্ধ করা জালিয়াতির অন্যতম সাধারণ পদ্ধতি। এটি লেনদেন প্রক্রিয়ায় এবং লিপিবদ্ধ করার সময় ঘটে থাকে। নিম্নে চার ধরনের লিপিবদ্ধকরণ ভুল দেখানো হলো। লিপিবদ্ধ করার সময় ভুল সংক্রান্ত বাস্তব উদাহরণ চিত্র ৩৬-এ বর্ণিত হয়েছে। এই ভুলগুলির প্রতিরোধ অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

| | |
|--|---|
| <p>১। অস্তিত্ব বা সত্যতা (নথিভুক্ত (রেকর্ডেড) লেনদেনের অস্তিত্ব নাই)</p> | <ul style="list-style-type: none"> শুধুমাত্র লিপিবদ্ধকৃত উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণ করার বিষয়টির সাথে অস্তিত্বের বিষয়টি সম্পর্কিত। যখন কোনও আসল লেনদেনের ঘটনা ঘটে এবং কেবলমাত্র বাস্তব উপাত্ত আউটপুট রূপে বিবেচিত হয়, তখন এটি শুধুমাত্র মূল প্রমাণ সূত্রে ব্যবহৃত হয়। অস্তিত্ব বিষয়ে অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ক্রটি কল্পিত উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণের সম্ভাবনাকে বাড়িয়ে দেয়। |
| <p>২। সম্পূর্ণতা (যে লেনদেন সম্পূর্ণভাবে নথিভুক্ত (রেকর্ড) করা হয় নাই)</p> | <ul style="list-style-type: none"> সম্পূর্ণতা সমস্ত উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণের সাথে সম্পর্কিত। লেনদেনের মূল ডাউচার/রেকর্ড তৈরি করতে হবে এবং সেখান হতে কম্পিউটারে তথ্য-উপাত্ত ইনপুট দিতে হবে। সমস্ত লেনদেন (ইনপুট) অবশ্যই প্রক্রিয়া করা হবে, ফলে তার আউটপুট পাওয়া যাবে। অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণের ক্রটি থাকলে তথ্য-উপাত্ত ইনপুট না দেওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, আদায়কৃত সম্পত্তি কর সম্পূর্ণরূপে নথিভুক্ত না করা। |
| <p>৩। নথিভুক্তকরণের যথার্থতা (লেনদেন ভুলভাবে নথিভুক্ত করা হয়েছে)</p> | <ul style="list-style-type: none"> যখন কোন তথ্য লিপিবদ্ধ করা হয়, ধরে নেয়া হয় এটি যথার্থভাবে বিদ্যমান। উপাত্ত লিপিবদ্ধ করার সময় পরিমাণ বা তারিখ লিপিবদ্ধ করার ক্ষেত্রে ভুল হতে পারে এবং উপাত্ত একত্রিত করার সময় বা এক তথ্য হতে অন্য তথ্যে যাওয়ার সময় ক্রটিগুলি ঘটতে পারে। অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ক্রটি আবাদিক ঠিকানা বা আদায়কৃত করের পরিমাণ ভুল লিপিবদ্ধ করার সম্ভাবনাকে বাড়িয়ে তোলে। |
| <p>৪। ভুল সময় (ভুল সময়ে লেনদেন লিপিবদ্ধ করা হয়েছে)</p> | <ul style="list-style-type: none"> ভুল সময়ে লিপিবদ্ধকরণ বলতে যে নির্দিষ্ট সময়ে লেনদেন করা হয়েছিল তার পরিবর্তে অন্য সময়ে লেনদেন লিপিবদ্ধ করাকে বুঝায়। অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে ব্যর্থ হলে ট্যাক্স আদায়ের প্রক্রিয়াটি ভুল সময়কালের লেনদেন হিসাবে লিপিবদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। |

চিত্র 40: বিভিন্ন প্রকারের রেকর্ডিং ভুল



১. অস্তিত্ব বা সত্যতা

(যে সমস্ত লেনদেনের তথ্য রেকর্ডে নাই)

খাতায় ১০০ টি রেকর্ড রয়েছে কিন্তু আবেদন ফর্ম আছে ৯৯ টি। একটিতে অস্তিত্বের ভুল রয়েছে।

২. সম্পূর্ণতা (যে লেনদেন আদৌ নথিভুক্ত করা হয় নি)

খাতায় ৯৯টি লেনদেন আছে কিন্তু আবেদন ফর্ম আছে ১০০টি। এটি একটি সম্পূর্ণতা ভুল।

৩. নথিভুক্তকরণের যথার্থতা (লেনদেন ভুলভাবে নথিভুক্ত করা হয়েছে)

আবেদনপত্রে উল্লিখিত পরিমাণ অসত্য।

এটি একটি নথিভুক্তকরণে যথার্থতার ভুল।

৭.১.৩ অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ পয়েন্ট (সিপি) এবং নিয়ন্ত্রণ পয়েন্ট (সিপি) শীট

প্রতিটি কর্মপ্রবাহে (বিজনেজ ফ্লো) "অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ মূল্যায়নের প্রয়োজনীয়তা" এবং "অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্য" এর বর্ণনা থাকে। এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য কর্মপ্রবাহে অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ পয়েন্টের (সিপি) উল্লেখ থাকার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। অন্য কথায়, এটি উপরে বর্ণিত ভুলসমূহ (অস্তিত্ব, সম্পূর্ণতা, লিপিবদ্ধকরণে নির্ভুলতা, সময়কালীন আরোপ) রোধ করার জন্য প্রয়োজন। সুতরাং, প্রতিটি কর্মপ্রবাহ নিয়ন্ত্রণের জন্য অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ পয়েন্ট (সিপি) থাকতে হবে এবং যেখানে অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ পয়েন্ট (সিপি) নির্দিষ্ট করা হয় নি সেখানে লক্ষ্যসমূহ নিয়ন্ত্রণের জন্য নতুন নিয়ন্ত্রণ পয়েন্ট (সিপি) তৈরির বিষয়টি বিবেচনা করা প্রয়োজন।

সিপি শীটটি পরিচালন প্রক্রিয়ার (অপারেটিং প্রসেস) অন্তর্ভুক্ত সম্ভাব্য ভুল এবং নিয়ন্ত্রণ পয়েন্টের একটি চিত্রাঙ্কিত সারণি। লেনদেন প্রক্রিয়ায় এবং লেনদেন রেকর্ড করার সময় যে চার ধরনের বর্ণনাগত ভুল (পরিপূর্ণতা, অস্তিত্ব, রেকর্ডের যথার্থতা এবং সময়কালীন আরোপ) হতে পারে সে দৃষ্টিকোণ থেকে কন্ট্রোল পয়েন্ট সীট প্রস্তুত করা হয়ে থাকে। কর্ম প্রবাহ বা ফ্লো চার্ট ও সিপি শীটের সমন্বিত ব্যবহার সিপিকে সুস্পষ্ট করে। এটি একটি সংস্থার ব্যবস্থাপক সংস্থার পরিচালন ব্যবস্থাপনার ব্যবহার করতে পারেন (নিম্নে জাপানি স্থানীয় সরকারে ব্যবহৃত সিপি শীটের উদাহরণ দেয়া হলো)।

| প্রকারভেদে সিপির শাখা | বর্তমান ব্যবহৃত সম্পদ কয়ের পরীক্ষণ (যেই ব্যাপেক্ষে) | অস্তিত্ব | সম্পূর্ণতা | অন্য বিবরণ | অপেক্ষিত সময় |
|-----------------------|---|----------|------------|------------|---------------|
| ১ | আইটেমের আনুমানিক প্রয়োজনীয়তার নিশ্চয়তা | | | | |
| ২ | করোপন হতে ছাড় পাওয়া এলাকা করা হতে অব্যাহতি প্রাপ্তির সিদ্ধি আসেননি নিশ্চিত করার জন্য নিম্নবর্ণিত পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে: স্থানীয় কর আইনের ৩৪৮ অনুচ্ছেদের বিধান অনুযায়ী মেয়র করোপন হতে ছাড় পাওয়ার আসেননি নিশ্চিত করবেন; স্থানীয় সরকার পৌর কর উপ-বিধি এর অনুচ্ছেদ ৩৫, উপ-অনুচ্ছেদ (১), আইটেম (i) থেকে আইটেম (iv) এর বিধান অনুযায়ী উপ-মেয়র কর হতে অব্যাহতি প্রাপ্তির আসেননি নিশ্চিত করবেন; এবং একই অনুচ্ছেদের আইটেম (v) অব্যাহতি কর ছাড়ের নিশ্চিত করবেন। | ✓ | | | |
| ৩ | ইনপুট এর দায়িত্ব নিয়োজিত ব্যক্তি ইনপুট আইটেমগুলির মূল্যমান পরীক্ষা করবেন। | | | | |
| ৪ | কম্পিউটারে ভুল সংশোধন পরীক্ষা করা হয়েছে। | | | | |
| ৫ | ইনপুট আইটেম সমূহের সঠিকতা সর্বস্তর দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি নিশ্চিত করেছেন। | | | | |
| ৬ | সর্বস্তর সিদ্ধান্ত প্রদানকৃত আইটেমের পূর্ণ হালিকরণ (অপ ডেট) নিশ্চিত করা হয়েছে। | | | | |
| ৭ | ইনপুট আইটেম সমূহের সঠিকতা সর্বস্তর দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি নিশ্চিত করেছেন। | | | | |
| ৮ | সর্বস্তর সিদ্ধান্ত প্রদানকৃত আইটেমের পূর্ণ হালিকরণ (অপ ডেট) নিশ্চিত করা হয়েছে। | | | | |
| ৯ | প্রধান কার্যালয়ক পাবকভাবে কয়ের পরিমাণ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তির বিধিতে কোন প্রকার ভুল নাহি সে বিষয়ে নিশ্চয়তা প্রদান করিবেন। | | | | |
| ১০ | প্রধান কার্যালয়ক কড়ক সঠিকতা যাচাই করার পর শাখা প্রধান অনুমোদন দিবেন। | | | | |
| ১১ | পরিবর্তিত কয়ের পরিমাণ সম্পর্কিত বিজ্ঞপ্তি বা মুদ্রা রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত বিবরণী বিষয়বস্তু সহ প্রয়োজন নথির ছাত্র পরিচালিত হয়। | | | | |

বর্ণনামূলক ভুলের প্রকারভেদ (এসআরসি)

যে সমস্ত বর্ণনামূলক ভুল সিপি শীটের মাধ্যমে প্রতিরোধ করা যায় তা কেসবার্কের মাধ্যমে নির্দেশ করা হয়েছে।

চিত্র ৪২: নিয়ন্ত্রণ পয়েন্ট (সিপি) শীটের উদাহরণ

৭.১.৪ অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ

সংস্থার পরিচালনা পর্ষদ, ব্যবস্থাপনা এবং অন্যান্য কর্মীবৃন্দের কার্যক্রমের উপর অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা নির্ভর করে। অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার মাধ্যমে সংস্থার পরিচালনা, প্রতিবেদন প্রণয়ন এবং আইন-বিধি ও পূর্ব নির্ধারিত নিয়ম-নীতির প্রতিপালনের সাথে সংগতিপূর্ণ লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য অর্জনে “যুক্তিসংগত নিশ্চয়তা” (Reasonable assurance)^{১৫} প্রদান করা হয়। এর মৌলিক ধারণা নিম্নরূপঃ

- এক বা একাধিক শ্রেণীতে লক্ষ্য অর্জনের জোর প্রচেষ্টা - পরিচালনা, প্রতিবেদন প্রণয়ন এবং আইন-বিধি ও পূর্ব নির্ধারিত নিয়ম-নীতি প্রতিপালনের ক্ষেত্রে
- চলমান কাজ এবং ক্রিয়াকলাপ সমন্বয়ে গঠিত একটি প্রক্রিয়া - সমস্যা সমাধানের উপায়, নিজে থেকে শেষ নয়
- জনগণ দ্বারা প্রভাবিত - অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ শুধুমাত্র নীতি ও কার্যপ্রণালীর ম্যানুয়াল, পদ্ধতি এবং ফর্ম সম্পর্কেই আলোচনা করে না, বরং একটি সংস্থার প্রত্যেকটি স্তরের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণকে প্রভাবিত করতে পারে এমন প্রতিটি পর্যায়ের মানুষ এবং তাদের কার্যকলাপ নিয়েও আলোচনা করে।
- যুক্তিসঙ্গত নিশ্চয়তা প্রদানে সক্ষম - তবে সংস্থার উর্বরতন ব্যবস্থাপক এবং পরিচালনা বোর্ডের পরিচালকদেরকে পূর্ণ নিশ্চয়তা (absolute assurance) নয়।
- সংস্থার অবকাঠামোর সাথে অভিযোজনযোগ্য - অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কোন একটি সংস্থা অথবা সংস্থার অধীন কোন সংস্থা, বিভাগ, অপারেটিং ইউনিট বা সংস্থায় কর্মরত একজন কর্মীর ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা যায়।

কর আদায়ের বিভিন্ন বিষয় রয়েছে; কর আদায় অস্বেষণে প্রণোদনার অভাব, দুর্বল প্রয়োগ, প্রকৃত কর বাবদ পাওনা নির্ধারণে ব্যর্থতা (স্ব-মূল্যায়নের ক্ষেত্রে), দুর্বল প্রশিক্ষিত কর্মচারী, অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণের অভাব, দুর্বল তথ্য ব্যবস্থাপনা^{১৬}। বাংলাদেশে, সরকারি ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত আইন উপকরণ বা নির্দেশিকা নেই বললেই চলে অথবা থাকলেও তা যথাযথ নয়। অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত আইন উপকরণ বা নির্দেশিকা প্রস্তুত করা কেবল জাতীয় সরকারই নয়, সিটি কর্পোরেশন / স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের জন্য-বিশেষত রাজস্ব পরিচালনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ এবং অনিবার্ণ। অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণের অভাবে সরকারের প্রতি করদাতাদের আস্থা কমাতে পারে।

৭.১.৫ অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্য এবং উপাদান

একটি সংস্থার অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্য এবং উপাদান নিম্নরূপঃ



চিত্র ৪৩: অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্য ও উপাদান

^{১৫} কমিটি অফ স্পন্সরিং অরগানাইজেশন অফ দ্যা ট্রেডওয়ে কর্পোরেশন “অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ-সমন্বিত ফ্রেমওয়ার্ক”

^{১৯} জাপানে জালিয়াতির উদাহরণ জানার জন্য চিত্র ৯.৮ জাপানে জালিয়াতি দেখা যেতে পারে।

• উদ্দেশ্য

পরিচালন সংক্রান্ত উদ্দেশ্যাবলী - এগুলো পরিচালন ও আর্থিক কর্মক্ষমতার লক্ষ্য এবং ক্ষতির হতে সম্পদের সুরক্ষাসহ সংস্থার ক্রিয়াকলাপের কার্যকারিতা এবং কার্যসম্পাদনের সাথে সম্পর্কিত।

প্রতিবেদন সংক্রান্ত উদ্দেশ্যাবলী - এগুলো অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক আর্থিক এবং অ-আর্থিক প্রতিবেদন প্রণয়নের সাথে সম্পর্কিত। এ প্রতিবেদন নির্ভরযোগ্য, যথা সময়ে প্রণীত, স্বচ্ছ হবে। এছাড়া প্রচলিত আইন ও বিধিবিধান, স্বীকৃত আদর্শ মানদণ্ড বা কোন সত্তার (এন্টিটি) নিয়ম-নীতি দ্বারা নির্ধারিত বা নিয়ন্ত্রক আরোপিত অন্যান্য শর্তাদি অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।

প্রতিপালন উদ্দেশ্যাবলী - এগুলো সংস্থার আইন ও বিধিবিধান মেনে চলার সাথে সম্পর্কিত।

• অঙ্গসমূহ

নিয়ন্ত্রিত পরিবেশ - সংস্থার মানদণ্ড, সাংগঠনিক প্রক্রিয়া ও কাঠামো যা ঐ সংস্থার অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ পরিচালনার ভিত্তি প্রদান করে।

ঝুঁকি নির্ধারণ - সংস্থার লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে ঝুঁকি চিহ্নিতকরণ এবং নির্ধারণের জন্য একটি গতিশীল এবং মিথস্ক্রিয় প্রক্রিয়া।

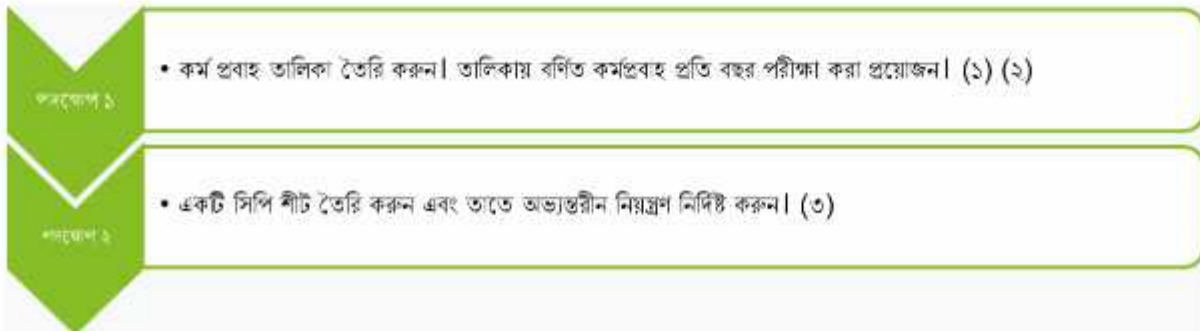
নিয়ন্ত্রিত ক্রিয়াকলাপ - নীতি ও পদ্ধতির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত ক্রিয়াকলাপ, যার মাধ্যমে ব্যবস্থাপকের নির্দেশ প্রতিপালিত হয় এবং সংস্থার লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে ঝুঁকি হ্রাস করে।

তথ্য এবং যোগাযোগ - অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে সংস্থাকে তার উদ্দেশ্য অর্জনে সহায়তা করার জন্য তথ্য অপরিহার্য এবং যোগাযোগ হচ্ছে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ, শেয়ারিং এবং সরবরাহের একটি চলমান এবং মিথস্ক্রিয় পদ্ধতি।

মনিটরিং কার্যক্রম - অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণের পাঁচটি উপাদানের প্রতিটির উপস্থিতি নিশ্চিতকরণ এবং সেগুলো সক্রিয়ভাবে কার্যকরী কিনা তা নির্ধারণের জন্য চলমান মূল্যায়ন, আলাদাভাবে মূল্যায়ন অথবা এ দু'য়ের সমন্বয়ে মূল্যায়ন।

৭.১.৬ অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ শক্তিশালীকরণ কৌশল

অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ বাস্তবায়ন এবং এর মাধ্যমে সংস্থার ঝুঁকি হ্রাস করার জন্য ৩ (তিন) টি উপায় রয়েছে। এটি কর বিধিমালা এবং পরিচালনা সংক্রান্ত ম্যানুয়াল হতে পৃথক নয়, বরং বিষয়বলি পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত (বিধিমালা এবং তিনটি উপায়ের মধ্যে সম্পর্ক)। বর্ণিত প্রতিটি উপায় পূর্ববর্তী পৃষ্ঠাগুলিতে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।



চিত্র ৪৪: অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ বাড়ানোর ধাপ

| | |
|-----------------------|---|
| (১) পদ্ধতিগত বিবরণ | <ul style="list-style-type: none"> পদ্ধতিগত বিবরণী কোনরূপ চিত্রিত উপস্থাপনা ছাড়াই পদ্ধতির মাধ্যমে পরিচালনা প্রক্রিয়ার বাস্তব অবস্থা বর্ণনা করে। প্রসেস ফ্লো চার্টে খর্ষিত হয়নি এমন বিষয়ও বিশদভাবে বর্ণনা করার এর পরিপূরক ভূমিকা রয়েছে। |
| (২) কর্মপ্রবাহ তালিকা | <ul style="list-style-type: none"> কর্মপ্রবাহের তালিকা পরিচালনা প্রবাহকে ব্যাখ্যা করে। কার্যপ্রণালীর পরীক্ষণ পদ্ধতি এবং দক্ষতা বিবেচনার জন্য এটি পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তি এবং সংস্থাকে সনাক্ত করে। |
| (৩) সিপি শীট | <ul style="list-style-type: none"> সিপি শীট সামগ্রিক নিয়ন্ত্রণকে নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্য এবং সংশ্লিষ্ট কৃষিকর সাথে সংযুক্ত করে। সিপি শীট কৃষিকর ও তার নিয়ন্ত্রণকে নথিভুক্ত করা ও নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির নকশা এবং কার্যকারিতা মূল্যায়ন সহজতর করার জন্য প্রস্তুত করা হয়। |

চিত্র ৪৫: অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ বাড়ানোর জন্য তিনটি উপায়

কলাম: হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে স্বাক্ষর ও চেক জালিয়াতির মাধ্যমে 'ক' সিটি কর্পোরেশনের ৩,৪০,০০,০০০

(তিন কোটি চল্লিশ লক্ষ) টাকা আত্মসাতের অভিযোগ।

২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে 'ক' সিটি কর্পোরেশনের হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা কিছু জালিয়াত কর্মকর্তাদের সহযোগিতায় জাল বিল-ভাউচার এবং নোট শীট তৈরি করেন। পরবর্তীতে তিনি 'ক' সিটি কর্পোরেশনের তৎকালীন মেয়রের ফ্লেক্সি সিল ব্যবহার করে সিটি কর্পোরেশনের তিনটি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট হতে তিন কোটি চল্লিশ লক্ষ সাতাশি হাজার পাঁচশত আটশি (৩,৪০,৮৭,৫৮৮/-) টাকা উত্তোলন করে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার স্বাক্ষরে ইউনাইটেড কমার্সিয়াল ব্যাংকের নিজের ব্যক্তিগত হিসাবে জমা করেন। এ ঘটনার প্রেক্ষিতে গত ৩রা ফেব্রুয়ারী ২০১৯-এ দুর্নীতি দমন কমিশনের জেলা কার্যালয় থেকে সিটি কর্পোরেশনকে একটি চিঠি দেয়া হয়েছিল। চিঠিতে ব্যাংক হতে উত্তোলনের জন্য ইস্যুকৃত তিনটি চেকের ফলিও, চেকগুলি প্রদানের আদেশ বা নথির নোটিশসহ প্রাসঙ্গিক নথিপত্র প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হয়। তবে, 'ক' সিটি কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত তারিখে সমস্ত কাগজপত্র জমা দিতে পারে নাই।

যোগাযোগ করা হলে 'ক' সিটি কর্পোরেশনের সাথে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব 'খ' বলেন, "আমরা তার বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করিনি।" দুদক যেহেতু তদন্ত করছে, আমরা দুদকের নির্দেশনা অনুযায়ী ব্যবস্থা নেব। পাশাপাশি, আমরা আলাদাভাবেও তদন্ত করব। স্বাক্ষরিত চেক প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "আমরা প্রতিদিন অনেক চেক স্বাক্ষর করি, চেকগুলিতে লেখা প্রতিটি অ্যাকাউন্ট নম্বর যাচাই করা সম্ভব হয় না। আমি হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তাকে অনেক বেশি বিশ্বাস করেছিলাম।" তিনি আরও যোগ করেন, "যখন এই চেকগুলি আমার স্বাক্ষরের জন্য আসে, আমি জিজ্ঞাসা করেছি, কোনও সংস্থার নামবিহীন অ্যাকাউন্ট নম্বর কেন? এর প্রত্যুত্তরে তিনি জানান, এই সংস্থাগুলির নাম তিনি নথিতে রেখে দিয়েছেন (দৈনিক দেশের বার্তা, ২৪ মার্চ ২০১৯ তারিখ)।

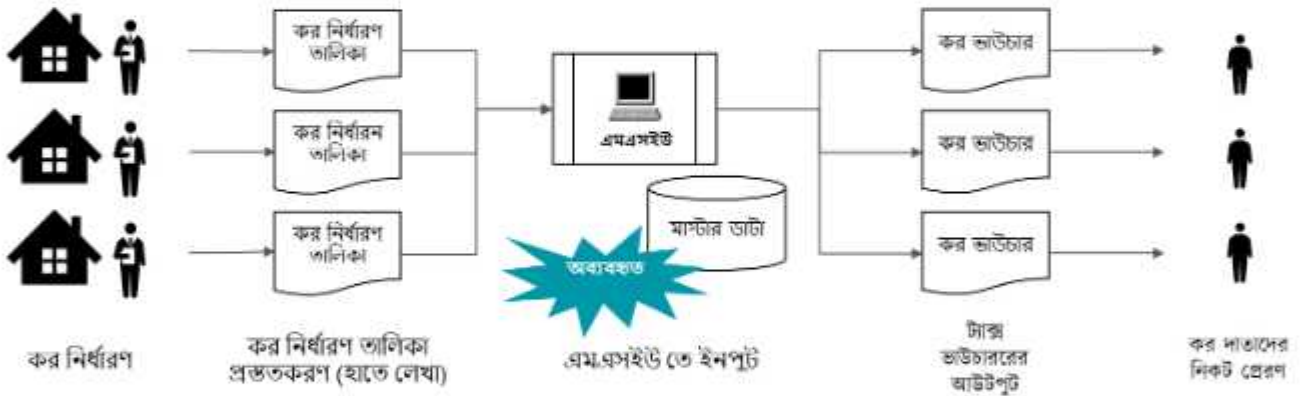
৮. ভবিষ্যতের জন্য এজেন্ডা

এ অধ্যায়ে, সিটি কর্পোরেশনের হোল্ডিং ট্যাক্স পদ্ধতির অধিকতর উন্নয়নের জন্য জাপান ও সিঙ্গাপুরে অনুসৃত বিধিমালায় ভিত্তিতে পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে। প্রস্তাবনায় উল্লিখিত পদ্ধতি হোল্ডিং ট্যাক্স পদ্ধতিকে আরো সুষ্ঠু এবং পদ্ধতিগত সুবিচার এবং সমতার দিকে পরিচালিত করবে।

৮.১. স্থাবর সম্পত্তি খতিয়ান বাহি

স্থাবর সম্পত্তি খতিয়ান বাই মূলতঃ একটি ডাটাবেস, যেখানে করযোগ্য জমি ও ইमारতের বিষয়াদি রেকর্ড করা হয়। পৃথিবীর অনেক দেশের সম্পত্তি কর আইন (Property tax law) অনুযায়ী স্থানীয় সরকারসমূহের করযোগ্য জমি ও ইमारতের উপর করারোপের প্রয়োজনীয় প্রস্তুতির জন্য এটা প্রয়োজন। উপরন্তু, এটি দুটি পদ্ধতির মাধ্যমে জনসাধারণের কাছে স্থাবর সম্পত্তি সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশ করে: (ক) সনদপত্র প্রেরণ এবং (খ) জন পরিদর্শন। উভয় পদ্ধতিই বর্ণিত আইনে বিবৃত হয়েছে। করযোগ্য জমি ও ইमारতের মালিক করদাতার নিকট প্রতি বছর হোল্ডিং ট্যাক্সের বিজ্ঞপ্তির সাথে সংযুক্ত করে সনদপত্র প্রেরণ করা হয়। জন পরিদর্শন এমন একটি পদ্ধতি যেখানে স্থানীয় সরকার ঘোষিত নির্ধারিত সময়ে কাউন্টারের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি স্থাবর সম্পত্তির খতিয়ানটি প্রকাশ করেন। এই ব্যবস্থাগুলির মাধ্যমে করদাতার উপর কোন কোন খাতে কি পরিমাণ কর আরোপিত হয়েছে তা করদাতা জানতে পারেন যা তার উপর করারোপনে কোন ভুল হয়েছে কি না সে বিষয়ে অনুসন্ধান এবং ভুল নিরাময়ে সহায়তা করে। অপরদিকে, এ প্রক্রিয়া স্থানীয় সরকারগুলিকে করারোপনের ক্ষেত্রে জালিয়াতি ও ভুল নিরসন সংক্রান্ত দায়িত্ব পালনে সহায়তা করে। এভাবে, স্থাবর সম্পত্তি খতিয়ান হোল্ডিং ট্যাক্স আরোপে স্বচ্ছতা, নির্ভরযোগ্যতা এবং জন আস্থাকে উন্নত করবে, যা প্রাথমিকভাবে করদাতার সংখ্যা বৃদ্ধিতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে।

বর্তমানে সিটি কর্পোরেশনসমূহে কর নির্ধারকগণ হাতে লিখে কর নির্ধারণ তালিকাটি প্রস্তুত করেন। এ তৈরিকৃত কর নির্ধারণ তালিকা একটি আর্থিক হিসাবরক্ষণ সফটওয়্যার অন্তর্ভুক্ত করা হবে। তবে, ডাটাবেসটি অদ্যাবধি প্রস্তুত ও ব্যবহার না হওয়ায় অন্তর্ভুক্ত উপাত্ত শুধুমাত্র কর রশিদ (tax voucher) তৈরিতে ব্যবহৃত হচ্ছে।



চিত্র ৪৬: সিটি কর্পোরেশনসমূহের বর্তমান পরিস্থিতি

৮.২ ই-ট্যাক্স

৮.২.১ ই-গভর্নেন্সের মাধ্যমে করায়ন ব্যবস্থা

সরকারি প্রক্রিয়া ও কার্যাবলিতে আইসিটির (তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি) প্রয়োগ হল ই-গভর্নেন্স (ইলেকট্রিক গভর্নেন্স)। ই-গভর্নেন্সের মাধ্যমে বিভিন্ন অংশীজনদের জন্য সরকারি পরিষেবার প্রক্রিয়া উন্নত করা যায়। ই-গভর্নেন্সের মিথস্ক্রিয়ার ধরণগুলোকে নিম্নে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। আইসিটি ব্যবহারের মধ্যে দুটি আন্তঃযুক্ত ক্রিয়াকলাপ রয়েছেঃ (১) তথ্য প্রক্রিয়াকরণ, তথ্য ব্যবস্থাপনা, আইসিটির মাধ্যমে কাজের প্রক্রিয়া এবং ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি এবং (২) স্থানীয় সমাজের (নাগরিক এবং ব্যবসায়) জন্য সরকারি পরিষেবাগুলো সহজে এবং স্বল্প খরচে ব্যবহার উপযোগী করতে আইসিটির ব্যবহার।

নিচে ই-গভর্নেন্সের মিথস্ক্রিয়ার প্রকারভেদ দেয়া হলঃ

- জি টু জি (সরকার থেকে সরকার)^{১৯}
- জি টু সি (সরকার থেকে নাগরিক)
- জি টু বি (সরকার থেকে ব্যবসায়)
- জি টু ই (সরকার থেকে কর্মচারী)

'ই-গভর্নেন্সের মাধ্যমে করায়ন' এ প্রেক্ষাপটে, কর নির্ধারণ এবং সংগ্রহের মতো সরকারি পরিষেবাসমূহ ই-গভর্নেন্সের ক্ষেত্রে একটি অপরিহার্য জিটুজি মিথস্ক্রিয়া। ই-গভর্নেন্সে কর প্রক্রিয়ার জন্য ব্যবহৃত 'ইলেক্ট্রনিক কর পদ্ধতি' একটি কম্পিউটারাইজড কর প্রশাসনিক পদ্ধতি, যা বিশেষতঃ সাধারণ নিবন্ধন থেকে শুরু করে কর নির্ধারণ, সর্বশেষ করের জন্য নোটিশ, কর প্রদানের বিষয় নিশ্চিত করা, হাল এবং বকেয়া দাবীর অনুসরণ, রিফান্ডের দাবী প্রক্রিয়াকরণ এবং ফেরত সহ, কর প্রশাসন পরিচালনা করার জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হল কর প্রদানের জন্য ব্যয় ত্রাস করা অর্থাৎ করদাতাদের স্বশরীরে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে হাজির হয়ে কর প্রদানের জন্য অতিরিক্ত ব্যয় ও সময় ত্রাস করে কর আদায়ের পরিমাণ বৃদ্ধি করা।

৮.২.২ ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনে ই-ট্যাক্সের অনুশীলন

ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনে (ডিএসসিসি) সরকার পরিচালিত প্রকল্পগুলোর পাশাপাশি নিজস্ব উদ্যোগের মাধ্যমে বিভিন্ন নিম্নবর্ণিত বিভিন্ন সরকারী প্রক্রিয়ায় ই-গভর্নেন্স বাস্তবায়ন করে যাচ্ছেঃ

- অনলাইন জন্ম নিবন্ধন
- অনলাইন মৃত্যু নিবন্ধন
- ই-টেন্ডারিং (ই-সরকারি সংগ্রহ বা ই-জিপি ব্যবহার করে)
- অফিসগুলোতে ওয়াই-ফাই এবং ইন্টারনেট কভারেজ
- ওয়েবসাইট হালনাগাদের জন্য স্বয়ংক্রিয় সফটওয়্যার
- আইটি সেল এবং আইসিটি সংস্থার অবকাঠামোর কেন্দ্রিকরণ
- হোল্ডিং ট্যাক্স কম্পিউটারাইজড সিস্টেম
- ই-রাজস্ব ব্যবস্থাপনা

^{১৯} জি টু জি (সরকার থেকে সরকার) উভয়ই সরকারের আনুভূমিক এবং উল্লম্ব ইন্টারাকশন হতে পারেঃ যেমন বিভিন্ন সরকারের মধ্যে, জাতীয় এবং স্থানীয় সরকারের মধ্যে এবং সরকারের বিভিন্ন স্তরের মধ্যে।

■ হোল্ডিং ট্যাক্স কম্পিউটারাইজড সিস্টেম

ডিএসসিসি-তে অন্যান্য সরকারি প্রক্রিয়াগুলোর সাথে হোল্ডিং ট্যাক্স সম্পর্কিত প্রক্রিয়াগুলোও ই-গভর্নেন্সের মাধ্যমে সরবরাহ করা হচ্ছে। 'হোল্ডিং ট্যাক্স কম্পিউটারাইজড সিস্টেমের' মাধ্যমে হোল্ডিং ট্যাক্স সংক্রান্ত প্রক্রিয়াগুলো পরিচালনা করা হচ্ছে। হোল্ডিং ট্যাক্সের দায়িত্বে নিয়োজিত ডিএসসিসি'র রাজস্ব বিভাগ এই সিস্টেমটিকেও নিয়ন্ত্রণ করে। রাজস্ব বিভাগের মধ্যে সংগৃহীত করের তথ্য 'ইন্টিগ্রেটেড ফিন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম' এবং কেন্দ্রীয় সার্ভার স্টেশনগুলোতে প্রেরণ করা হয় যা 'হোল্ডিং ট্যাক্স কম্পিউটারাইজড সিস্টেমের' মাধ্যমে সিটি কর্পোরেশনের ফাইন্যান্সিয়াল সিস্টেমে একীভূত হয়।

'হোল্ডিং ট্যাক্স কম্পিউটারাইজড সিস্টেম' ব্যবহার করে ব্যবহারকারী রেজিস্ট্রেশন করা থেকে কর দাবী পরিশোধ পর্যন্ত হোল্ডিং ট্যাক্স সম্পর্কিত পদ্ধতির যাবতীয় কাজ করতে পারে। এটা সময়ের সীমাবদ্ধতা, ভৌগোলিক বাঁধা (চলাচলে অসুবিধা) ইত্যাদি কাটিয়ে উঠতে নাগরিকদের সক্ষম করে। সিস্টেমের মূল কাজগুলো নিম্নরূপঃ

✓ হোল্ডিং ডাটা এন্ট্রি (কর নির্ধারণের সার-সংক্ষেপের তথ্য এন্ট্রি, পুনরায় প্রবেশ ফর্ম, নিবন্ধন) এবং হোল্ডিং ট্যাক্স সম্পর্কিত তথ্যাবলী হালনাগাদ করা

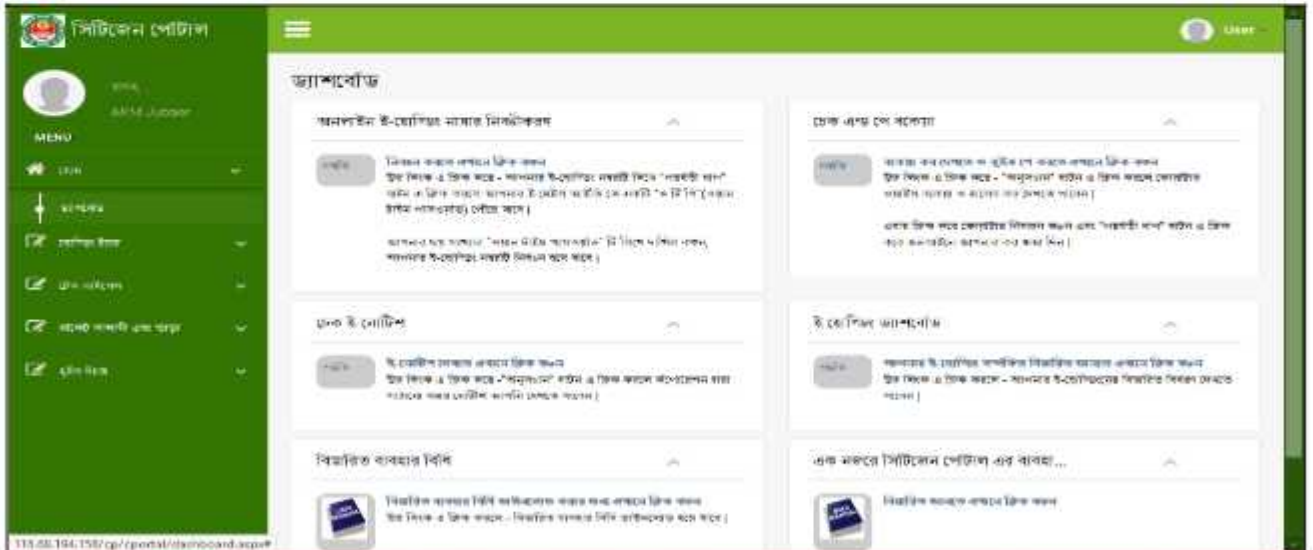
- অফলাইন ডাটাবেসে হোল্ডিং তথ্য সংরক্ষণ করা
- হোল্ডিং ট্যাক্স বিল
- হোল্ডিং ডাটা পরীক্ষণ এবং যাচাই
- চাহিদার গণনা
- ডিসিআর হালনাগাদ
- স্বয়ংক্রিয় কর গণনা
- বিল মুদ্রণ
- আর্থিক বছর/অঞ্চল/ওয়ার্ড নং/রাস্তা/সংগ্রহ অনুসারে প্রতিবেদন

ডিএসসিসি-তে ট্যাক্সের জন্য ব্যবহৃত ওয়েব প্ল্যাটফর্মটির নাম দেয়া হয়েছে "ই-রাজস্ব ব্যবস্থাপনা"। ই-রাজস্ব ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে একটি অ্যাকাউন্ট তৈরি করে ব্যবহারকারীরা সেখানে হোল্ডিং ট্যাক্স পরিচালনা, ব্যবসায় নিবন্ধন, মার্কেট সেলামী এবং ছইল ট্যাক্স পরিচালনা করতে পারবেন।



চিত্র ৪৯ –ই-রাজস্ব ব্যবস্থাপনার লগইন স্ক্রীন

ব্যবহারকারী লগইন করার পর ড্যাশবোর্ড (চিত্র ৫০) প্রদর্শিত হবে। ড্যাশবোর্ড থেকে ব্যবহারকারী ই-হোল্ডিং নম্বর নিবন্ধন, বকেয়া অনুসন্ধান ও পরিশোধ, ই-নোটিশ (ডিএসসিসি থেকে প্রেরিত নোটিশ), নিবন্ধিত ই-হোল্ডিং এর বিবরণ, নাগরিক পোর্টালের ব্যবহারকারী ম্যানুয়াল এবং নির্দেশিকায় প্রবেশ করতে পারবেন। ।



চিত্র ৫০ ই-রাজস্ব ব্যবস্থাপনার ড্যাশবোর্ড

ব্যবহারকারীগণকেও হোল্ডিং ট্যাক্সের জন্য প্রথমে তাদের হোল্ডিং সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্যাবলী যেমনঃ জমির মালিকের নাম, পেশা, পিতা ও মাতার নাম, মোবাইল ফোন নম্বর, ই-মেইল অ্যাড্রেস, আবেদনের তারিখ, ঠিকানা, জাতীয় পরিচয় পত্র নম্বর, অন্যান্য পরিচয় পত্র (যদি থাকে), ই-টিন, সম্পদ/জমির বিস্তারিত বিবরণ, জমির অবস্থানঃ অঞ্চল, ওয়ার্ড, এলাকা, রাস্তা ইত্যাদি, জমি

ব্যবহারের প্রকৃতি, মোট জমির পরিমাণ, ঋণ, ঋণের সুদ ইত্যাদি লিপিবদ্ধ করতে হবে। নিবন্ধনের সময় ব্যবহারকারিকে জমি নথি, সিএস (ক্যাডাস্ট্রাল জরিপ), আরএস (রিভিশনাল জরিপ), জমির খাজনার রসিদসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় সরকারি কাগজপত্র সংযুক্তি হিসেবে আপলোড করতে হবে। সমস্ত প্রয়োজনীয় তথ্য প্রবেশের পর ই-হোল্ডিং নম্বর পাওয়া যাবে। এই নম্বরটি কর প্রক্রিয়ায় হোল্ডিং সনাক্তকরণ নম্বর হিসেবে ব্যবহৃত হবে।

চিত্র ৫১: ই-হোল্ডিং নিবন্ধন স্ক্রীন

ই-হোল্ডিং নং পাওয়ার পর ব্যবহারকারি ই-রাজস্ব ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে হোল্ডিং এর বিবরণ, কর প্রদান এবং এ সংক্রান্ত অন্যান্য কার্যক্রম সম্পাদন করতে পারেন। সাধারণত দুটি পদ্ধতির মাধ্যমে করদাতাগণ কর প্রদান করেনঃ ব্যাংকের মাধ্যমে এবং স্থানীয় সরকারকে নগদ অর্থ প্রদানের মাধ্যমে। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে সরকারি কর্মকর্তাগণ নগদ অর্থ সংগ্রহ করে এবং পরে নিরাপদে জমা রাখেন।

কলামঃ সিটি কর্পোরেশনগুলোতে ই-গভর্নেন্সের অনুশীলন

বাংলাদেশে নবপ্রবর্তিত সমন্বিত অনলাইন কর সংগ্রহের বিবরণ নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

- ওয়ান স্টপ হোল্ডিং ট্যাক্স: এটি একটি অ্যান্ড্রয়েড-ভিত্তিক অ্যাপ্লিকেশন যাতে বিভিন্ন ধরনের সংস্থাকে সম্পৃক্ত করে এবং কিছু ব্যাংকের সহযোগিতায় পরিষেবার ধরন, অভিযোগ, অনলাইন-ভিত্তিক প্রদত্ত করের তথ্য ধারণ করে। সিস্টেমটি ডিএসসিসি ব্যবহার করছে।
- ই-ট্রেড লাইসেন্স সিস্টেম : ইতোমধ্যে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এবং কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন সহ বেশ কয়েকটি সিটি কর্পোরেশনে ই-ট্রেড লাইসেন্স সিস্টেম চালু করা হয়েছে। এটি অন্যান্য সকল সিটি কর্পোরেশনগুলোতে ব্যবহার করা যেতে পারে।
- ই-পারফরম্যান্স সিস্টেম : কর সেবার মানের উন্নয়নের নিমিত্তে কর কর্মকর্তা এবং কর দাতাদের নিয়ন্ত্রণের জন্য ই-পারফরম্যান্স সিস্টেম ব্যবহার করে তত্ত্বাবধায়ন করা অত্যন্ত কার্যকর। কর্মচারীর অভীষ্ট কর্মক্ষমতা উন্নত করতে এবং সংস্থা ও ব্যবস্থাপনার প্রধান কার্যসম্পাদনা সূচক (কেপিআই) উন্নতকরণে ই-পারফরম্যান্স সিস্টেম ব্যবহার করা যেতে পারে।

৮.৩ স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর কর

৮.৩.১ স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর কর কী?

স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর কর বলতে সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন এলাকায় অবস্থিত স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তরের সময় এর উপর আরোপিত করকে বুঝায়। এটি বিভিন্ন প্রকারের কর এবং ফি এর সমন্বয়ে গঠিত ১১% করঃ মূলধন লাভ কর ৫%, ভ্যাট ১.৫%, স্থানীয় সরকার কর ২%, নিবন্ধকরণ ফি ২% এবং অন্যান্য কর। জাতীয় সরকার স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর করের ২% রাজস্ব সিটি কর্পোরেশনসমূহকে প্রদান করে থাকে। স্থানীয় সরকারসমূহের করের হার বাড়ানোর স্বার্থে এ জাতীয় কর অনুমোদনের জন্য সিটি কর্পোরেশনকে অবশ্যই সরকারের নিকট প্রচারণা চালাতে হবে।



চিত্র ৫২: স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তরের উপর আরোপিত কর

যেমনটি আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, হোল্ডিং ট্যাক্স তুলনামূলকভাবে স্থানীয় সরকারসমূহের জন্য একটি স্থিতিশীল আয়ের উৎস যা স্থানীয় সরকারসমূহের জন্য সহজেই প্রাক্কলন করা যায়। কাজেই, এটি চলমান বছরের কার্যক্রমের অর্থায়নের জন্য উপযুক্ত। অপরদিকে, স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর কর পরিবর্তনশীল এবং অনির্দিষ্ট রাজস্ব আয়ের উৎস, কারণ এর পরিমাণ বাজারে স্থাবর সম্পত্তি লেনদেনের পরিমাণ এবং মূল্যের উপর নির্ভর করে, যা যুরেকি করে জাতীয় এবং স্থানীয় অর্থনৈতিক পরিস্থিতি এবং অন্যান্য কারণগুলির উপর নির্ভরশীল। তাই, স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর কর পরবর্তী বছরের কাজে অর্থায়নের জন্য উপযুক্ত।

সারণি ২৩: হোল্ডিং ট্যাক্স এবং স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর করের তুলনা

| | হোল্ডিং ট্যাক্স | স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর কর |
|------------|--------------------|------------------------------|
| রাজস্ব উৎস | স্থির, অনুমানযোগ্য | পরিবর্তনশীল, অনির্দিষ্ট |
| আদায়কারী | স্থানীয় সরকারসমূহ | সরকার |

সিটি কর্পোরেশন (করারোপন) বিধিমালা, ১৯৮৬

৩৯। স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তরের উপর কর।

- (১) স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তরের উপর কর আরোপ এবং আদায়ের জন্য সিটি কর্পোরেশন এ জাতীয় শুল্ক অনুমোদনের জন্য সরকারের নিকট দাবী জানাতে পারে।
- (২) সরকার গেজেটে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক আরোপযোগ্য এ জাতীয় কর অনুমোদন করতে পারবে।

৮.৪ ভূমি কর

৮.৪.১ ভূমি কর কী?

জমির উপর আরোপিত একটি বার্ষিক করই হচ্ছে ভূমি কর। এটি বাংলাদেশ সরকারের সাধারণ রাজস্ব আয়ের একটি উৎস। এটি শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং আইন শৃঙ্খলা বিষয়ক জন-পরিষেবা প্রদানে সরকারকে অর্থায়নে সহায়তা করে। ভূমি কর একই মালিকের মালিকানাধীন সমস্ত জমির উপর প্রগতিশীল হারে ধার্য করা হয়। চা, কফি বা রাবার চাষ বা বাগানের জন্য ব্যবহৃত জমি ব্যতীত সকল কৃষি জমি এ করের আওতাভুক্ত। ১৯৭৬ সালের ভূমি উন্নয়ন কর অধ্যাদেশ (১৯৯৩ সালের ২৯ তম আইন দ্বারা

সংশোধিত) জারির মাধ্যমে সরকার সকল প্রকার জমির উপর ধার্যকৃত উপকর, ভাড়া এবং কর বাতিল করে প্রতিটি পরিবার/সংস্থার মালিকানাধীন মোট জমির উপর প্রগতিশীল হারে ভূমি উন্নয়ন কর চালু করেছে।

৮.৪.২ ভূমি কর হার:

(i) কৃষি জমির জন্য ভূমি উন্নয়ন কর:

| ভূমির বর্ণনা | কর হার |
|---|----------------------------------|
| (ক) চা, কফি বা রাবার চাষ বা বাগানের জন্য ব্যবহৃত জমি ব্যতীত অন্য সকল কৃষি জমি - যদি মোট জমি সারা বছর বা বছরের ছয় মাসেরও বেশি সময় ধরে পরিবার বা সংস্থার মালিকানাধীন থাকে- | |
| (i) ৮.৫ একর পর্যন্ত | কোন ভূমি উন্নয়ন কর প্রযোজ্য নয় |
| (ii) ৮.৫ একরের বেশি জমির জন্য | প্রতি ডেসিমেল ২.০০ টাকা হারে |
| (ii) অকৃষি জমির জন্য ভূমি উন্নয়ন করঃ | |

| ধাপ | বানিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত ভূমি | শিল্প স্থাপনে ব্যবহৃত ভূমি | আবাসিক/অন্যান্য উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত ভূমি |
|---------|----------------------------------|----------------------------|--|
| ধাপ-'ক' | ৩০০.০০ টাকা | ১৫০.০০ টাকা | ৬০.০০ টাকা |
| ধাপ-'খ' | ২৫০.০০ টাকা | ১৫০.০০ টাকা | ৫০.০০ টাকা |
| ধাপ-'গ' | ২০০.০০ টাকা | ১২৫.০০ টাকা | ৪০.০০ টাকা |
| ধাপ-'ঘ' | ১০০.০০ টাকা | ৭৫.০০ টাকা | ২০.০০ টাকা |
| ধাপ-'ঙ' | ৬০.০০ টাকা | ৪০.০০ টাকা | ১৫.০০ টাকা |
| ধাপ-'চ' | ৪০.০০ টাকা | ৩০.০০ টাকা | ১০.০০ টাকা |

*২০১৫ সালের ১লা জুলাই হতে এই হার কার্যকর করা হয়েছে।

উৎসঃ ভূমি মন্ত্রণালয়ের মেমো নং ৩১.০০.০০০০.০৪৪.৩৯.০২৫.১৫-৭৭ (১২০০) তারিখ ৩০-০৬-২০১৫

৯. পরিশিষ্ট

৯.১ ফর্ম এ: ইমারত মালিককে ইমারতের তথ্য প্রদানের জন্য বিজ্ঞপ্তি

ফর্ম 'এ'
[বিধি ২২ দেখুন]

-----পৌর কর্পোরেশন
পৌর কর্পোরেশন (কর) বিধিমালা, ১৯৮৬ এর বিধি ২২ অনুযায়ী বিজ্ঞপ্তি
নং -----

বরাবর,

পৌর কর্পোরেশন (কর) বিধিমালা, ১৯৮৬ এর বিধি ২২ অনুযায়ী জমি এবং ইমারতের সংশোধিত মূল্যায়ন তালিকা প্রণয়নের উদ্দেশ্যে প্রণীত বিজ্ঞপ্তিটি গ্রহণ এবং গ্রহণের তারিখ হইতে ১৫(পনের) দিনের মধ্যে আপনার মালিকানাধীন ইমারত ও জমির প্রকৃত ও সঠিক ভাড়া ও মূল্য এবং ইমারত ও ভূমির প্রকৃত ও সঠিক বর্ণনা এতদসাথ সংযুক্ত 'বি' ফর্মে প্রদান করার জন্য অনুরোধ করা হইল।

নির্ধারিত তারিখের মধ্যে তথ্য প্রদানে ব্যর্থ হইলে, আপনাকে ২,০০০ (দুই হাজার) টাকা পর্যন্ত জরিমানা এবং 'বি' ফর্মে চাহিত তথ্য দাখিল না করা পর্যন্ত প্রতি দিনের জন্য যে অতিরিক্ত ১,০০০ (এক হাজার) টাকা পর্যন্ত জরিমানা প্রদানে বাধ্য থাকিবেন।

----- পৌর কর্পোরেশন অফিস।

তারিখঃ কর নির্ধারক

৯.২ ফর্ম 'বি': ইমারত মালিক কর্তৃক ইমারতের তথ্য পূরণ করার জন্য ছক

ফর্ম 'বি'

[বিধি ২২ দেখুন]

পৌর কর্পোরেশন

পৌর কর নির্ধারণ বা ইতোপূর্বে নির্ধারিত পৌর কর সংশোধনের জন্য ইমারত ও জমির বার্ষিক মূল্য এবং জমি ও ইমারতের প্রকৃত ও সঠিক অবস্থার বর্ণনার রিটার্ন (মালিক বা দখলদার কর্তৃক পূরণযোগ্য)

১. ওয়ার্ডের নং:
২. মহল্লা/ রাস্তা/সড়কের নাম:
৩. নির্ধারনী তালিকায় ইমারত/ জমি (গৃহ)'র বর্তমান সংখ্যা:
৪. (ক) পিতা/স্বামীর নামসহ মালিকের/দের নাম:
- (খ) পিতা/স্বামীর নাম সহ দখলদার(দের) নাম:
৫. ইমারত/জমির আয়তন
 - (ক) ইমারতের আয়তন
 - (১) পাকা ইমারত
 - (২) সেমি পাকা
 - (৩) কাঁচা
 - (৪) মোট
 - (খ) খালি জমির আয়তন
 - (১) পুকুর/খাদ
 - (২) খাল
 - (৩) বাগান
 - (৪) কাঁচা পায়খানা
 - (৫) অন্যান্য ব্যবহারে

৬. ইমারতের বর্ণনা
(অত্রসাথ সংযোজিত
শীটে তথ্য প্রদান করুন)

(রিটার্ন প্রস্তুতকারীর স্বাক্ষর)

[কর নির্ধারক কর্তৃক পুরনীয়]

৭. ইমারত/ জমি(গৃহ)র
জন্য বরাদ্দকৃত নম্বর,
(যদি থাকে)

৮. কর নির্ধারক কর্তৃক
নির্ধারিত বার্ষিক মূল্যঃ

| | আবাসিক ভবন | গুদামঘর/কারখানা | খালি জায়গা (পৃথকভাবে কর নির্ধারণ করা হলে) | মোট |
|-------------------------|---------------|-----------------|---|-----|
| (ক) মালিকের দখলাধীন | | | | |
| (খ) দখলদারের দখলাধীন | | | | |

মোট

৯. বার্ষিক মূল্য নির্ধারণের যৌক্তিকতা
উল্লেখ করে কর নির্ধারকের মন্তব্য
এবং একই এলাকায়, সড়কে বা
রাস্তায় অবস্থিত অনুরূপ অস্থাবর
সম্পত্তির নির্ধারিত কর হতে পৃথক
হলে তার সংক্ষিপ্ত কারণঃ

৯.৪ ফর্ম 'সি': কর নির্ধারণ তালিকা

ফর্ম 'সি'
(বিধি ২৩ দেখুন)
-----পৌর কর্পোরেশন কর নির্ধারণ তালিকা
----- বৎসরের জন্য

| ক্রমিক সংখ্যা | ইমারত/ জমি যে সড়কে অবস্থিত তার নাম | ইমারত/জমির পরিচিতি নম্বর | ইমারত/ জমির বর্ণনা | ইমারত/জমির বার্ষিক মূল্য |
|---------------|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| (১) | (২) | (৩) | (৪) | (৫) |
| | | | | |
| | | | | |
| মালিকের নাম | বছরের পরিশোধযোগ্য করের পরিমাণ | ত্রৈমাসিক কিস্তির পরিমাণ | অন্যান্য তথ্য (যদি থাকে) | মন্তব্য |
| (৬) | (৭) | (৮) | (৯) | (১০) |
| | | | | |

৯.৫ ফর্ম পি: কর নির্ধারণ এবং মূল্যায়নের বিরুদ্ধে আবেদন

ফর্ম 'পি'

(বিধি ৭(১) দেখুন)

কর নির্ধারণ ও মূল্যায়নের বিরুদ্ধে আবেদন

[আবেদনকারী কর্তৃক পূরণ করতে হবে]

১. আবেদনকারীর নাম :-----
২. যে প্লটের উপর ইমারতটি প্রাি (অফিস কর্তৃক পূরণ করতে হবে) ৫ রাস্তা/ সড়কের নাম --

৩. (ক) পূর্ববর্তী মূল্যায়ন -----
(খ) মূল্যায়নের বিরুদ্ধে আপত্তি -----
৪. সংক্ষেপে আপত্তির ভিত্তি -----

- তারিখঃ ----- ইং -----

আবেদনকারীর স্বাক্ষর

(অফিস কর্তৃক পূরণ করতে হবে)

- ৫। ক্রমিক সংখ্যা ২ থেকে ৪ এ (উভয়ই অন্তর্ভুক্ত) কর নির্ধারণ সংশোধনের অফিস সনদপত্র-----
- ৬। সংশ্লিষ্ট হোল্ডিং সম্পর্কে মূল্যায়ন পর্যালোচনা বোর্ডের আদেশ-
(ক) আদেশের সারসর্ম
(খ) চূড়ান্তভাবে নির্ধারিত বার্ষিক মূল্যায়ন
- ৭। আবেদনকারীর নিকট কোন বকেয়া পাওনা আছে কি না এবং কোন কোন ত্রৈমাসিক হতে আদেশ কার্যকর হবে সে বিষয়ে মন্তব্য।

- ৮। মূল্যায়ন পর্যালোচনা বোর্ডের সদস্যবৃন্দের স্বাক্ষরঃ
(ক)
(খ)
(গ)
(ঘ)
তারিখঃ -----

৯.৬ বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল একাউন্টস্ রুল্‌স্, ১৯৩৫ এ উল্লিখিত (সিটি কর্পোরেশনে ব্যবহৃত) কর দাবী ও আদায় রেজিস্টার
(ফর্ম ১২)

৯.৬.১ দাবী আদায় রেজিস্টার (ক)

| করনির্বাহন নিবন্ধন বইয়ের ক্রমিক নং | করদাতারনাম | বকেয়া কর | | | | | | | |
|--|------------|--------------|------------------------------------|----------------------------|-------------------|--------------------|------------------|------|--|
| | | পুরনো বকেয়া | | | | | | | |
| | | বিল নং | মোট ত্রৈমাসিক করের পরিমাণ | কতটা সন্তুষ্ট | | | | | চলতি বছরের শেষে বকেয়া করের পরিমাণ |
| | | | | প্রাপ্তির তারিখ ও নম্বর | আদায়ের পরিমাণ | কর ছাড়ের তারিখ | কর ছাড়ের পরিমাণ | | |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | |
| | | | টাকা | | টাকা | | টাকা | টাকা | |
| | | | | | | | | | |

৯.৬.২ দাবী আদায় রেজিস্টার (খ)

| কর নির্বাহন নিবন্ধন বইয়ের ক্রমিক নং | করদাতার নাম | বকেয়া কর | | | | | | |
|---|-------------------|-----------------|------------------------------------|--------------------|------------------|----|------|------|
| | | পূর্ববর্তী বছর | | | | | | |
| | | প্রথম ত্রৈমাসিক | | | | | | |
| | | বিল নং | মোট ত্রৈমাসিক করের পরিমাণ | কতটা সন্তুষ্ট | | | | |
| প্রাপ্তির তারিখ ও নম্বর | আদায়ের পরিমাণ | | | কর ছাড়ের তারিখ | কর ছাড়ের পরিমাণ | | | |
| ১ | ২ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ | ১৬ |
| | | | টাকা | | টাকা | | টাকা | টাকা |
| | | | | | | | | |

৯.৬.৩ দাবী আদায় রেজিস্টার (গ)

| কর নির্ধারণ নিবন্ধন বইয়ে ক্রমিক নং | করদাতার নাম | বকেয়া কর | | | | | | | |
|---|-------------------|------------------|------------------------------------|--------------------|------------------|----|------|----|--|
| | | পূর্ববর্তী বছর | | | | | | | |
| | | তৃতীয় ত্রৈমাসিক | | | | | | | |
| | | বিলনং | মোট ত্রৈমাসিক করের পরিমাণ | কতটা সন্তুষ্ট | | | | | চলতি বছরের শেষে বকেয়া করের পরিমাণ |
| প্রাপ্তির তারিখ ও মাস | আদায়ের পরিমাণ | | | কর ছাড়ের তারিখ | কর ছাড়ের পরিমাণ | | | | |
| ১ | ২ | ১৭ | ১৮ | ১৯ | ২০ | ২১ | ২২ | ২৩ | |
| | | | টাকা | | টাকা | | টাকা | | টাকা |
| | | | | | | | | | |

৯.৬.৪ দাবী আদায় রেজিস্টার (ঘ)

| কর নির্ধারণ নিবন্ধন বইয়ে ক্রমিক নং | কর দাতার নাম | বকেয়া কর | | | | | | | |
|---|-------------------|------------------|------------------------------------|--------------------|------------------|----|------|----|--|
| | | পূর্ববর্তী বছর | | | | | | | |
| | | তৃতীয় ত্রৈমাসিক | | | | | | | |
| | | বিলনং | মোট ত্রৈমাসিক করের পরিমাণ | কতটা সন্তুষ্ট | | | | | চলতি বছরের শেষে বকেয়া করের পরিমাণ |
| প্রাপ্তির তারিখ ও মাস | আদায়ের পরিমাণ | | | কর ছাড়ের তারিখ | কর ছাড়ের পরিমাণ | | | | |
| ১ | ২ | ২৪ | ২৫ | ২৬ | ২৭ | ২৮ | ২৯ | ৩০ | |
| | | | টাকা | | টাকা | | টাকা | | টাকা |
| | | | | | | | | | |

৯.৬.৫ দাবী আদায় রেজিস্টার (ঙ)

| কর নির্ধারণ নিবন্ধন বইয়ে ক্রমিক নং | করদাতার নাম | বকেয়া কর | | | | | | | |
|---|-------------------|------------------|------------------------------------|--------------------|------------------|----|------|----|---------------------------------------|
| | | পূর্ববর্তী বছর | | | | | | | |
| | | চতুর্থ ত্রৈমাসিক | | | | | | | |
| | | বিল নং | মোট ত্রৈমাসিক করের পরিমাণ | কতটা সন্তুষ্ট | | | | | চলতি বছরের শেষে বকেয়া করের পরিমাণ |
| প্রাপ্তির তারিখ ও মাস | আদায়ের পরিমাণ | | | কর ছাড়ের তারিখ | কর ছাড়ের পরিমাণ | | | | |
| ১ | ২ | ৩১ | ৩২ | ৩৩ | ৩৪ | ৩৫ | ৩৬ | ৩৭ | |
| | | | টাকা | | টাকা | | টাকা | | টাকা |
| | | | | | | | | | |

৯.৬.৬ দাবী আদায় রেজিস্টার (চ)

| কর নির্ধারণ নিবন্ধন বইয়ে ক্রমিক নং | করদাতার নাম | বকেয়া কর | | | | | | | |
|---|-------------------|-----------------|------------------------------------|--------------------|------------------|----|------|----|--|
| | | বর্তমান বছর | | | | | | | |
| | | প্রথম ত্রৈমাসিক | | | | | | | |
| | | বিল নং | মোট ত্রৈমাসিক করের পরিমাণ | কতটা সন্তুষ্ট | | | | | চলতি বছরের শেষে বকেয়া করের পরিমাণ |
| প্রাপ্তির তারিখ ও মাস | আদায়ের পরিমাণ | | | কর ছাড়ের তারিখ | কর ছাড়ের পরিমাণ | | | | |
| ১ | ২ | ৩৮ | ৩৯ | ৪০ | ৪১ | ৪২ | ৪৩ | ৪৪ | |
| | | | টাকা | | টাকা | | টাকা | | টাকা |
| | | | | | | | | | |

৯.৬.৭ দাবী আদায় রেজিস্টার (ছ)

| কর নির্ধারণ নিবন্ধন বইয়ে ক্রমিক নং | করদাতার নাম | বকেয়া কর | | | | | | | |
|---|-------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------|------------------|----|----|------|--|
| | | বর্তমান বছর | | | | | | | |
| | | দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক | | | | | | | |
| | | বিল নং | মোট ত্রৈমাসিক করের পরিমাণ | কতটা সন্তুষ্ট | | | | | চলতি বছরের শেষে বকেয়া করের পরিমাণ |
| প্রাপ্তির তারিখ ও মাস | আদায়ের পরিমাণ | | | কর ছাড়ের তারিখ | কর ছাড়ের পরিমাণ | | | | |
| ১ | ২ | ৪৫ | ৪৬ | ৪৭ | ৪৮ | ৪৯ | ৫০ | ৫১ | |
| | | টাকা | | | টাকা | | | টাকা | টাকা |
| | | | | | | | | | |

৯.৬.৮ দাবী আদায় রেজিস্টার (জ)

| কর নির্ধারণ নিবন্ধন বইয়ে ক্রমিক নং | করদাতার নাম | বকেয়া কর | | | | | | | |
|---|-------------------|------------------|------------------------------------|--------------------|------------------|----|----|------|--|
| | | বর্তমান বছর | | | | | | | |
| | | তৃতীয় ত্রৈমাসিক | | | | | | | |
| | | বিল নং | মোট ত্রৈমাসিক করের পরিমাণ | কতটা সন্তুষ্ট | | | | | চলতি বছরের শেষে বকেয়া করের পরিমাণ |
| প্রাপ্তির তারিখ ও মাস | আদায়ের পরিমাণ | | | কর ছাড়ের তারিখ | কর ছাড়ের পরিমাণ | | | | |
| ১ | ২ | ৫২ | ৫৩ | ৫৪ | ৫৫ | ৫৬ | ৫৭ | ৫৮ | |
| | | টাকা | | | টাকা | | | টাকা | টাকা |
| | | | | | | | | | |

৯.৬.৯ দাবী আদায় রেজিস্টার

| কর নির্ধারণ নিবন্ধন বইয়ে ক্রমিক নং | করদাতার নাম | বকেয়া কর | | | | | | | |
|---|-------------------|------------------|------------------------------------|--------------------|------------------|----|----|------|--|
| | | বর্তমান বছর | | | | | | | |
| | | চতুর্থ ত্রৈমাসিক | | | | | | | |
| | | বিল নং | মোট ত্রৈমাসিক করের পরিমাণ | কতটা সন্তুষ্ট | | | | | চলতি বছরের শেষে বকেয়া করের পরিমাণ |
| প্রাপ্তির তারিখ ও মাস | আদায়ের পরিমাণ | | | কর ছাড়ের তারিখ | কর ছাড়ের পরিমাণ | | | | |
| ১ | ২ | ৫৯ | ৬০ | ৬১ | ৬২ | ৬৩ | ৬৪ | ৬৫ | |
| | | টাকা | | | টাকা | | | টাকা | টাকা |
| | | | | | | | | | |

- (১) পহেলা এপ্রিল তারিখে বর্ণিত ৪, ১১, ১৮, ৩২, এবং ৩৯ কলামের মোট
 - (২) পহেলা জুলাই তারিখে বর্ণিত ৬, ৮, ১৩, ১৫, ২০, ২২, ২৭, ২৯, ৩৪, ৩৬, ৪১, ৪৩ এবং ৪৬ কলামের মোট
 - (৩) পহেলা অক্টোবর তারিখে বর্ণিত ৬, ৮, ১৩, ১৫, ২০, ২২, ২৭, ২৯, ৩৪, ৩৬, ৪১, ৪৩, ৪৫, ৫০ এবং ৫৮ কলামের মোট
 - (৪) পহেলা জানুয়ারি তারিখে ৬, ৮, ১৩, ১৫, ২০, ২২, ২৭, ২৯, ৩৪, ৩৬, ৪১, ৪৩, ৪৮, ৫০, ৫৫, ৫৭ এবং ৬০ কলামের মোট
- বিশেষ ট্রটব্য (১) যেহেতু প্রতিটি ত্রৈমাসিকের সপ্তম কলাম হুবহু এক, ফর্মটির আকার হ্রাস করে সাবলীল করার জন্য ফর্মে ৫৭টি পাতা রাখা যেতে পারে।
- (২) আলাদাতাবে প্রতিটি রেইটসকে পৃথক কলামে দেখানোর পরিবর্তে প্রতিটি রেইটস এর সবগুলো হারের মোট পরিমাণ "ত্রৈমাসিক করের মোট পরিমাণ", ত্রৈমাসিক কর "আদায়ের পরিমাণ" এবং "কর ছাড়ের পরিমাণ" শীর্ষক কলাম সমূহে দেখানো যেতে পারে।
- (৩) বিধি ৪৪(১) এর অধিনে মিউটেশন রেজিস্টার হতে প্রস্তুতকৃত সবগুলো রেইটস এর মোট ত্রৈমাসিক দাবীর সাথে "ত্রৈমাসিক মোট করের পরিমাণ" শীর্ষক কলামের মোট ঘাটাই করতে হবে।
- (৪) "আদায়ের পরিমাণ" এবং "ছাড়ের পরিমাণ" শীর্ষক কলাম সমূহের মোট পরিমাণ সরকারের খতিয়ান বইয়ের পরিমাণের সমান হওয়া উচিত।

৯.৭ ফর্ম ৯: বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল একাউন্টস্ রুল্‌স্, ১৯৩৫ এর বিধি ৫২ এ বর্ণিত বিল ফর্ম

ফর্ম ৯

(বিধি ৩২ অনুযায়ী)

বিল ফর্ম. (কার্বন কাগজ ব্যবহার করে অবিকল নকল তৈরি করিতে হইবে)

নং -----

----- সিটি কর্পোরেশনের নাম

বেঙ্গল পৌর আইন (১৯৩২ সনের ১৫ (XV) নং আইন) এর ১৫৫ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী গৃহ কর এবং অন্যান্য কর/রেইট বাবদ বকেয়া বিল।

নাম -----

পৌর দাবী আদায় রেজিস্টারের -----নং পাতায় বর্ণিত গৃহ নং ----- অঞ্চল নং ----- এর অন্তর্গত -----
----- নং ওয়ার্ডের গৃহ মালক।

আগামী -----২০----- তারিখে সমাপ্য ত্রৈমাসিকে উপরে বর্ণিত গৃহের জন্য হোল্ডিং ট্যাক্সের ত্রৈমাসিক কিস্তি এবং অন্যান্য অগ্রিম পরিশোধযোগ্য দাবী ত্রৈমাসিকের প্রথম দিন পরিশোধ করিতে হইবে।

| | পরিমাণ | মোট |
|---------------------------|--------|-------|
| | টাকা | টাকা |
| ইমারত ও ভূমির উপর কর | ----- | ----- |
| পানি সরবরাহের রেইট | ----- | ----- |
| আলোকায়নের রেইট | ----- | ----- |
| পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা রেইট | ----- | ----- |

৯.৮ এমএসইউ সফটওয়্যার সৃষ্ট কর বিল:

রংপুর সিটি কর্পোরেশন

www.rpsc.gov.bd

গ্রাহকের কপি

সিটি কর্পোরেশনের বিল

অর্থ বছর : ২০১৬-২০১৭

কিস্তি : ১

| | | |
|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| হোল্ডিং নং | : ০০০০১-০০ | |
| কর দাতার আইডি | : ১৭-০১৬-০১০১-০০ | |
| কর দাতার নাম | : জেইহিত হোসেন সরকার | |
| পিতা/বামী/প্রতিষ্ঠানের নাম | : পিতা/বামী: কারসর হোসেন সরকার | |
| ওয়ার্ড/বাস্তা/মৌজা | : আর. কে. টার্মিনাল রোড | |
| বিলের ঠিকানা | : আর. কে. টার্মিনাল | |
| বিল ইস্যুর তারিখ | : ০১/০৭/২০১৬ | গ্রাহকের ধরণ: প্রাইভেট |
| ক্রমা নামের শেষ তারিখ | : ৩০/০৯/২০১৬ | বাৎসরিক মূল্যমান : ৬,৫০০.০০ |

| করের বিবরণ | বকেয়া অর্থ বছরের কিস্তি থেকে | | চলতি | | | | মোট |
|-----------------|-------------------------------|------------|------------|-------------|--------|--------|---------|
| | ১ম কিস্তি | ২য় কিস্তি | ৩য় কিস্তি | ৪র্থ কিস্তি | মোট | | |
| হোল্ডিং ট্যাক্স | ৭% | ০.০০ | ১১৩.৮০ | ১১৩.৮০ | ১১৩.৮০ | ১১৩.৮০ | ৪৫৫.২০ |
| কল্লবআদি রেইট | ৭% | ০.০০ | ১১৩.৮০ | ১১৩.৮০ | ১১৩.৮০ | ১১৩.৮০ | ৪৫৫.২০ |
| লাইটিং রেইট | ৩% | ০.০০ | ৪৮.৮০ | ৪৮.৮০ | ৪৮.৮০ | ৪৮.৮০ | ১৯৫.২০ |
| পানি রেইট | ৩% | ০.০০ | ৪৮.৮০ | ৪৮.৮০ | ৪৮.৮০ | ৪৮.৮০ | ১৯৫.২০ |
| বিবিধ | | --- | | | | | |
| মোট বিল | | ০.০০ | ৩২৫.২০ | ৩২৫.২০ | ৩২৫.২০ | ৩২৫.২০ | ১৩০০.০০ |

| করদাতা বর্তমানে কত কিস্তি পরিশোধ করবেন | বকেয়া | বকেয়া ও প্রথম কিস্তি একত্রে | | | মোট |
|--|--------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------|
| | | বকেয়া ও প্রথম কিস্তি একত্রে | বকেয়া ও (১ম-২য়) কিস্তি একত্রে | বকেয়া ও (১ম-২য়) কিস্তি একত্রে | |
| বর্তমান বিল | | ৩২৫.২০ | ৬৫০.০০ | ৯৭৫.২০ | ১৩০০.০০ |
| বিবেট | | ১৬.৩০ | ৪৮.৮০ | ৬৫.১০ | ১৩৫.২০ |
| বকেয়া | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ |
| সারচার্জ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ | ০.০০ |
| বকেয়াসহ মোট বিল | ০.০০ | ৩০৯.০০ | ৬০১.০০ | ৯০২.০০ | ১১৭০.০০ |

সহকারি কর আদায়কারী/কর কর্মকর্তা

প্রদিক/মেয়র

ব্যায়কের নাম : রূপালী বাকে

শাখা : মহিলা শাখা

একাউন্ট নং : চলতি-২২৪

পূঁহিত টাকা :

৯.৯ ফর্ম ১৭: কর আদায় একত্রীকরণ ফর্ম

| ফর্ম ১৭ (বিধি ৬৬ এর বিধানানুযায়ী) সার্কেল নং _____ সরকারের খতিয়ান | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|-------------|-----------------|--------------------|------------------|------------------|-----------------|--------------------|------------------|------------------|-----|
| তারিখ | পুরাতন বকেয়া | | পূর্ববর্তী বছর | | | | বর্তমান বছর | | | | মোট |
| | | | প্রথম ত্রৈমাসিক | দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক | তৃতীয় ত্রৈমাসিক | চতুর্থ ত্রৈমাসিক | প্রথম ত্রৈমাসিক | দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক | তৃতীয় ত্রৈমাসিক | চতুর্থ ত্রৈমাসিক | |
| ১ | ২ | | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ |
| | বসতবাড়ি | কনজারভ্যালি | | | | | | | | | |
| পূর্ববর্তী মাস হতে প্রাপ্ত দাবীর স্থিতি আদায়— প্রথম দ্বিতীয় ইত্যাদি | | | | | | | | | | | |
| মাসের মোট আদায় | | | | | | | | | | | |
| ছাড় সমূহ প্রথম দ্বিতীয় ইত্যাদি | | | | | | | | | | | |
| মাসের মোট ছাড় | | | | | | | | | | | |
| আদায় ও ছাড়ের মোট পরিমাণ | | | | | | | | | | | |
| স্থিতি | | | | | | | | | | | |

দ্রষ্টব্য - প্রতিটি কলামে প্রতিটি কর আলোদা আলাদা দেখানো উচিত

৯.১০ ফর্ম ক, বিধি ১০(১): কর খেলাপির নিকট প্রেরিতব্য নোটিশ

তফসিল ক
বিধি ১০(১)

বরাবর,

----- সিটি কর্পোরেশনের ----- নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা জনাব/বেগম -----
সংযোজিত বিল অনুযায়ী আপনার বকেয়া বিলের পরিমাণ ----- টাকা এবং আপনার নিকট ----- টাকা
দাবী করা হইতেছে। যদি আপনি এই নোটিশ জারীর ১৫(পনের) দিনের মধ্যে দাবীকৃত টাকা পৌরসভার ক্ষমতাপ্রাপ্ত
কর্মকর্তার নিকট বা পৌরসভা অফিসে প্রদান না করেনহস্তান্তর না করেন তাহলে সমুদয় আদায় ব্যয়সহ দাবীকৃত সমুদয়
অর্থ আপনার সম্পদ হুকুমদখলপূর্বক নিলামে বিক্রি করে অথবা অন্য কোন আইনানুগ উপায়ে আদায় ও সমন্বয় করা
হইবে।

তারিখঃ -----, ২০----- খ্রীষ্টাব্দ

মেয়র
-----সিটি কর্পোরেশন

জারিকারী কর্মকর্তার স্বাক্ষর

----- সিটি কর্পোরেশনের কার্যালয়
বিলের অনুপিত

বিল নং -----, হোল্ডিং নং -----, ওয়ার্ড নং -----, অঞ্চল/রাস্তার নাম -----

করদাতার নাম -----

পিতা/স্বামীর নাম -----

উপরে বর্ণিত বাড়ির ----- সনের ত্রৈমাসিক কিস্তির পরিমাণ ----- টাকা।

----- বছরের জন্য

ত্রৈমাসিক কিস্তি পর্যন্ত মোট বকেয়া:

ইমারত ও ভূমির উপর কর :

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা রেইট :

আলোকায়ন রেইট :

পানি সরবরাহের রেইট :

মোট :

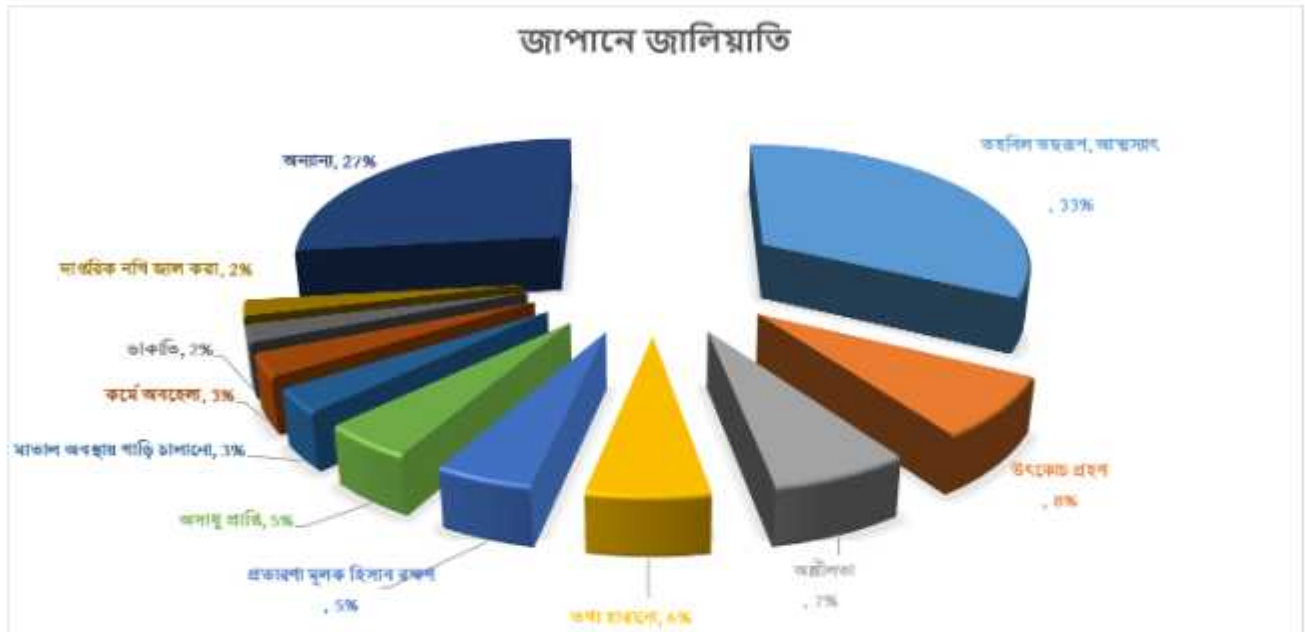
নম্বর -----

তারিখ -----

মেয়র/প্রিন্টের স্বাক্ষর
----- সিটি কর্পোরেশন

৯.১১ জাপানে জালিয়াতি

জাতীয় ও স্থানীয় সংস্থাসমূহ, উভয় ক্ষেত্রেই অনিয়ম সংঘটিত হয়ে থাকে। জাপানেও অনেক অনিয়ম সংঘটিত হয়। চিত্র ৫৩ এ জাপানের ২০০০ টি জালিয়াতি কেস বিশ্লেষণের ফলাফল দেখানো হলো।



জাপানে জালিয়াতি বেআইনি কেস

- তহবিল তহরুপ, আত্মসাত
কোন ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে থাকা বা কোন প্রতিষ্ঠানের মালিকানাধীন বা কোন ব্যবসার কাজে নিয়োজিত অর্থ চুরি।
- উৎকোচ গ্রহণ
কোন ব্যক্তি, বিশেষ করে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত বা গুরুত্বপূর্ণ পদে কর্মরত ব্যক্তির নিকট হতে অবৈধ সুযোগ বা সুবিধা লাভের উদ্দেশ্যে তাকে পটানোর জন্য নগদ অর্থ অথবা কোন মূল্যবান দ্রব্য প্রদান।
- অস্বীকার
এমন কোন আচরণ করা বা কথা বলা যা অপমানকর, যৌন, অশিষ্ট বা ন্যায্যজনক আচরণ করা বা কথা বলা যা অন্যের জন্য অস্বস্তিকর।
- তথ্য হারানো
- প্রতারণামূলক হিসাবরক্ষণ
একটি আন্তর্জাতিক হিসাব কারসাজি।
- অস্বাধু প্রাপ্তি
- মাতাল অবস্থায় গাড়ি চালানো
- কর্মে অবহেলা
- ডাকাতি
- দাপ্তরিক নথি জাল করা
- অন্যান্য

অন্যান্য জালিয়াতি

- শ্রমিক ব্যবস্থাপনা ইস্যু
- নথি, তথ্য পরিবর্তন
- তথ্য পাচার, দরপত্র প্রতারণার জন্য উৎকোচ সেন্দেদন
- তথ্য পাচার, তথ্য লুকানো
- বেআইনি তালাশ করা
- স্বাক্ষর জালিয়াতি, সোপাট
- দাপ্তরিক চিহ্ন জাল করা
- দুর্নাম ঢাকা দেওয়া
- দাপ্তরিক নথি হারানো
- ক্ষমতার অপব্যবহার
- অন্যান্য কার্যকলাপ

চিত্র ৫৩ জাপানে জালিয়াতি ^{২৬}

^{২৬} জাপানের সকল স্থানীয় সরকারকে বিবেচনায় রেখে ২০১৩ সালে গবেষণাটি পরিচালিত হয়েছিল।

চিত্র ৫৩ অনুযায়ী ২০০০ সালে উদঘাটিত অনিয়মসমূহের প্রায় সবগুলোই তহবিল তহরুপ এবং অর্থ আত্মসাতের ঘটনা। তহরুপ/আত্মস্যাৎ এমন একটি তহবিল চুরিকে বুঝায় যার মালিক কোন সংস্থা বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এবং তহবিল তহরুপ/আত্মস্যাৎকারী উক্ত সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানে উক্ত তহবিলের তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে কাজ করেন। তহবিল তহরুপ/আত্মস্যাৎকারীর সুনির্দিষ্ট উদাহরণ হিসাবে স্বাস্থ্য ও কল্যান কেন্দ্রের ৫৬ বছর বয়সি প্রধান কারণিকের নাম করা যায়, যার বিরুদ্ধে কাজের সময় জীবন রক্ষা তহবিলের প্রতর্পনকৃত ৫০০,০০০ ইয়েন চুরির অভিযোগ আনা হয়েছিল। তিনি অফিসে জীবিকা নির্বাহের জন্য বরাদ্দকৃত তহবিলের দু'জন গ্রহীতার নিকট হ'তে ফেরত প্রদানকৃত অর্থ সিদ্ধুক হতে চুরি করেছিলেন। সিদ্ধুকের চাবি সিদ্ধুকের উপরে ছিল। অন্যান্য কর্মীরা এই আর্থিক ক্ষতি লক্ষ্য করলে তিনি একটি ভুয়া হিসাব দিয়েছিলেন। তিনি স্বীকার করেন যে, বন্ধকী ঋণ পরিশোধ এবং জীবনযাত্রার ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের ঘাটতি হওয়ায় তিনি অর্থ আত্মস্যাৎ করেছিলেন। নগদ অর্থের লেনদেন তাকে জালিয়াতি করতে প্রলোভিত করেছিল। এ ধরণের অপরাধ নিয়ন্ত্রণের প্রতিব্যবস্থা হলো কাজের জায়গায় নগদ অর্থের লেনদেন নিষিদ্ধ করা।

৯.১২ অন্যান্য দেশে কর ব্যবস্থা (অস্ট্রেলিয়া, জাপান, নিউজিল্যান্ড, সিঙ্গাপুর, যুক্তরাজ্য)

অন্যান্য দেশ অস্ট্রেলিয়া, জাপান, নিউজিল্যান্ড, সিঙ্গাপুর এবং যুক্তরাজ্যের কর ব্যবস্থার সাথে পরিচিত হওয়া এই বিভাগটির লক্ষ্য। এই বিভাগের প্রথমার্ধে উল্লিখিত দেশগুলোর কর ব্যবস্থার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং দ্বিতীয়ার্ধে সম্পত্তি কর সম্পর্কিত বিষয়ে দৃষ্টি নিবদ্ধ করা হয়েছে।

৯.১২.১ দেশ অনুযায়ী কর ব্যবস্থার সংক্ষিপ্ত বিবরণ

প্রতিটি দেশ সময়ের সাথে সাথে নিজস্ব কর ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে; কিছু বৈশিষ্ট্য সর্বজনীন কিছু বৈশিষ্ট্য ভিন্ন। উপরে উল্লিখিত দেশগুলোর মধ্যে নিউজিল্যান্ডে সবচেয়ে সহজ এবং করদাতাদের অনুকূল কর ব্যবস্থা বিদ্যমান বলে জানা যায়। অন্যদিকে বিশ্বের দীর্ঘতম কর কোড যুক্তরাজ্যের কর ব্যবস্থার জটিলতাকে প্রভাবিত করে বলে ধারণা করা হয়। প্রশাসনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস সত্ত্বেও

কলামঃ আন্তর্জাতিক কর প্রতিযোগিতাসূচক র্যাংকিং

সারণি ২৪ হল যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক একটি বেসরকারি স্বাধীন ট্যাক্স নীতিমালা, ২০১৯ এর ট্যাক্স ফাউন্ডেশন দ্বারা মোখিত আন্তর্জাতিক কর প্রতিযোগিতাসূচক র্যাংকিং। এটি দেশগুলোর কর নীতিকে দুটি দিক দিয়ে মূল্যায়ন করেঃ প্রতিযোগিতা এবং নিরপেক্ষতা।

সারণি ২৪: আন্তর্জাতিক কর প্রতিযোগিতাসূচক র্যাংকিং^{১৯}

| সামগ্রিক জন্ম অনুযায়ী | দেশ | সর্বমোট ফলদায়ক | কর্পোরেট ট্যাক্স রেট | খসড়া ট্যাক্স রেট | ব্যয় ট্যাক্স রেট | সম্পত্তি ট্যাক্স রেট | আন্তর্জাতিক করের নিয়ম রেট |
|------------------------|--------------|-----------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------------|
| ১ | এস্তনিয়া | ১০০ | ২ | ১ | ৯ | ১ | ১১ |
| ২ | নিউজিল্যান্ড | ৮৬.৩ | ২৪ | ৪ | ৬ | ২ | ৯ |
| ৩ | ল্যাটভিয়া | ৮৬ | ১ | ৬ | ২৯ | ৬ | ৭ |
| | | | | | | | |
| ৭ | অস্ট্রেলিয়া | ৭৬.৪ | ২৮ | ১৫ | ৮ | ৩ | ১২ |
| | | | | | | | |
| ২৫ | যুক্তরাজ্য | ৬০.১ | ১৫ | ২২ | ১২ | ৩১ | ১০ |
| | | | | | | | |
| ২৮ | জাপান | ৫৭.১ | ৩৬ | ৩২ | ৩ | ৩০ | ২১ |

সিঙ্গাপুরের ইলেক্ট্রনিক কর পরিষেবাটি অত্যন্ত উন্নত।

^{১৯} বন, ডি, আসেন এলকে। (২ অক্টোবর ২০১৯) আন্তর্জাতিক কর প্রতিযোগিতাসূচক [ব্লগ পোস্ট] <https://www.mendeley.com/guides/web-citation-guide> থেকে প্রাপ্ত।

ক) কর কর্তৃপক্ষ

বিভিন্ন দেশে সরকারি পর্যায়ে কর কর্তৃপক্ষ এবং দায়িত্বে থাকা প্রশাসনের নাম সারণি ২৫ এ উল্লেখ করা হয়েছে। সব দেশগুলোতে সার্বজনীনভাবে ফেডারেল/জাতীয় সরকার দ্বারা করারোপণ করা হয়েছে। তবে, স্থানীয় সরকার পর্যায়ে কিছুটা পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। নিউজিল্যান্ড এবং যুক্তরাজ্যে (টেবিঙ্গে * দিয়ে চিহ্নিত) স্থানীয় সরকার একক কর হিসেবে সম্পত্তি কর আরোপ করে। অন্যদিকে, সিঙ্গাপুরে স্থানীয় সরকার কর্তৃক কোন কর আরোপ করা হয় না।

সারণি ২৫: দেশ অনুযায়ী কর কর্তৃপক্ষ

| | বাংলাদেশ | অস্ট্রেলিয়া | জাপান | নিউজিল্যান্ড | সিঙ্গাপুর | যুক্তরাজ্য |
|--------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------|-------------------|---|------------------------|
| ফেডারেল/ জাতীয় সরকার | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| প্রশাসনের নাম | জাতীয় রাজস্ব বোর্ড | অস্ট্রেলিয়ান কর কার্যালয় | জাতীয় কর সংস্থা | অভ্যন্তরীণ রাজস্ব | সিঙ্গাপুরের অভ্যন্তরীণ রাজস্ব কর্তৃপক্ষ | এইচএম আয় এবং শুল্ক |
| স্থানীয় সরকার | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓* |

খ) করের আইটেম

সারণি ২৬ হল দেশ ও সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ে দ্বারা শ্রেণিবিভাগ করা প্রধান কর আইটেম। যদিও কর আইটেমের নাম পৃথক, সব দেশে বেশিরভাগ করের আইটেমগুলোই প্রচলিত। উপরে উল্লেখিত হিসেবে নিউজিল্যান্ড এবং যুক্তরাজ্যের স্থানীয় সরকার করের একক ফর্ম এবং সিঙ্গাপুরে স্থানীয় সরকারের কোন আইটেম নেই। সিঙ্গাপুর ব্যতীত সম্পত্তি কর সব দেশেই স্থানীয় সরকার কর্তৃক পরিচালিত।

সারণি ২৬: দেশ ও সরকারের স্তর অনুসারে প্রধান কর আইটেম

| | বাংলাদেশ | অস্ট্রেলিয়া | জাপান |
|----------------------|--|---|--|
| ফেডারেল/জাতীয় সরকার | <ul style="list-style-type: none"> ব্যক্তিগত আয়কর কর্পোরেট আয়কর মূল্য সংযোজন কর পরিপূরক শুল্ক শুল্ক পরিবহন কর ভূমি রাজস্ব স্ট্যাম্প ডিউটি | <ul style="list-style-type: none"> আয়কর মূলধন লাভে কর পণ্য ও সেবা কর হস্তক্ষেপ সুবিধা কর চিকিৎসা সুবিধা কর ও সারচার্জ বার্ধক্য শুল্ক বিলাসবহুল গাড়ির কর শুল্ক আবগারি শুল্ক | <ul style="list-style-type: none"> আয়কর বিশেষ কর্পোরেট ট্যাক্স স্থানীয় কর্পোরেট ট্যাক্স বিশেষ স্থানীয় কর্পোরেট ট্যাক্স উত্তরাধিকার কর উপরেইট কর নিবন্ধন এবং লাইসেন্স কর স্ট্যাম্প ডিউটি ভোগ কর মোটর গাড়ির টেনেজ ট্যাক্স শুল্ক |
| স্থানীয় সরকার | <ul style="list-style-type: none"> ভূমি ও দালান কর অস্থাবর সম্পত্তির হস্তান্তর কর কঙ্কারডেসি কর লাইটিং কর পানি কর স্বাস্থ্য কর আবাসিক এবং হোটেল ব্যবসায়, পেশা ও কল কারখানা কর | <ul style="list-style-type: none"> স্ট্যাম্প ডিউটি বেতন কর ভূমি কর পরিবহন কর রেইট | <ul style="list-style-type: none"> আবাসিক কর উদ্যোক্তা কর আবাসন অধিগ্রহণ কর স্থায়ী সম্পত্তি কর জাতীয় স্বাস্থ্যবীমা কর স্থানীয় ভোগ কর পরিবহন কর |

| | নিউজিল্যান্ড | সিঙ্গাপুর | যুক্তরাজ্য |
|----------------------|--|--|--|
| ফেডারেল/জাতীয় সরকার | <ul style="list-style-type: none"> ব্যক্তিগত আয়কর কোম্পানি আয়কর হস্তক্ষেপ সুবিধা কর বিক্রয় ও আবগারি শুল্ক | <ul style="list-style-type: none"> আয়কর সম্পত্তি কর এস্টেট ডিউটি পরিবহন কর শুল্ক ও আবগারি শুল্ক পণ্য ও সেবা কর পন কর | <ul style="list-style-type: none"> আয়কর কর্পোরেট ট্যাক্স মূলধন লাভে কর উত্তরাধিকার কর বীমা সেলামি কর স্ট্যাম্প, জমি, পেট্রোলিয়াম ও রাজস্ব কর মূল্য সংযোজন কর শুল্ক |

| | | | |
|----------------|---|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • ক্যাসিনো কর • স্ট্যাম্প ডিউটি | <ul style="list-style-type: none"> • আবগারি শুল্ক |
| স্থানীয় সরকার | <ul style="list-style-type: none"> • সম্পত্তি কর | -- | <ul style="list-style-type: none"> • মিউনিসিপালিটি কর |

৯.১২.২ দেশ অনুযায়ী সম্পত্তি কর

দেশ অনুযায়ী সম্পত্তি করের বিভিন্ন উপায় এবং পদ্ধতি বিদ্যমান। অন্যান্য দেশের সম্পত্তি করের সংক্ষিপ্ত বিবরণ সারণি ২৭ উল্লেখ করা হয়েছে। প্রতিটি দেশের বিবরণ সারণি অনুসরণ করে (ম্যানুয়ালে বাংলাদেশ ও জাপান এর উল্লেখ আছে বলে সারণিতেও উল্লেখ করা হল)।

সারণি ২৭: দেশ অনুযায়ী সম্পত্তি করের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

| আইটেম | বাংলাদেশ | অস্ট্রেলিয়া | জাপান |
|--------------|---|--|--|
| করের নাম | হোল্ডিং ট্যাক্স | মিউনিসিপালিটি রেইট | স্থায়ী সম্পত্তি কর |
| কর কর্তৃপক্ষ | স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) | স্থানীয় সরকার (পরিষদ) | স্থানীয় সরকার (মিউনিসিপালিটি) |
| কর সামগ্রী | জমি | ০ | ০ |
| | দালান | ০ | ০ |
| করদাতা | স্বত্বাধিকারী | স্বত্বাধিকারী | স্বত্বাধিকারী |
| করের ভিত্তি | বার্ষিক মূল্য | প্রতিটি মিউনিসিপালিটি দ্বারা ধার্যকৃত | প্রতিটি মিউনিসিপালিটি দ্বারা মূল্যায়নকৃত মান |
| করের রেইট | <ul style="list-style-type: none"> • নিম্নে উল্লিখিত সামগ্রীর উপর প্রতি সিসি দ্বারা ধার্যকৃতঃ • জমি ও দালানের উপর কর • লাইটিং রেইট • কঙ্ক্রিট রেইট • পানি রেইট | <ul style="list-style-type: none"> • নিম্নে উল্লিখিত সামগ্রীর উপর প্রতি মিউনিসিপালিটি দ্বারা ধার্যকৃতঃ • সাধারণ রেইট • উপযোগের রেইট • বিশেষ রেইট ও চার্জ | <ul style="list-style-type: none"> • ১.৪% |

| আইটেম | নিউজিল্যান্ড | সিঙ্গাপুর | যুক্তরাজ্য |
|--------------|--|--|---------------------------------------|
| করের নাম | রেইট | সম্পত্তি কর | মিউনিসিপালিটি কর |
| কর কর্তৃপক্ষ | স্থানীয় সরকার (পরিষদ) | জাতীয় সরকার | স্থানীয় সরকার (পরিষদ) |
| কর সামগ্রী | জমি | ০ | - |
| | দালান | ০ | ০ |
| করদাতা | স্বত্বাধিকারী | স্বত্বাধিকারী | ১৮ বছর বয়সী স্বত্বাধিকারী/ভাড়াটিয়া |
| করের ভিত্তি | প্রতি মিউনিসিপালিটি দ্বারা ধার্যকৃত | বার্ষিক মূল্য | মূলধন মূল্য |
| করের রেইট | <ul style="list-style-type: none"> নিম্নে উল্লিখিত সামগ্রীর উপর প্রতি মিউনিসিপালিটি দ্বারা ধার্যকৃতঃ সাধারণ রেইট লক্ষ্যমাত্রা রেইট পার্থক্যমূলক রেইট অভিন্ন বার্ষিক সাধারণ চার্জ পানি রেইট | <ul style="list-style-type: none"> মালিক বা মালিক ব্যতীত অন্য কেউ কর্তৃক অধিকৃত আবাসিক সম্পত্তিঃ প্রগ্রেসিভ স্কেল অন্যান্য সকল সম্পত্তি ১০% | প্রতি মিউনিসিপালিটি দ্বারা ধার্যকৃত |

■ অস্ট্রেলিয়া

অস্ট্রেলিয়াতে মালিকানাধীন সম্পদে ৩ ধরনের কর আরোপিত হয়ঃ স্টাম্প ডিউটি, ভূমি কর, কাউন্সিল রেইট। রাজ্য সরকার কর্তৃক বিশেষ নথি এবং লেনদেন যেমনঃ সম্পত্তি হস্তান্তর ইত্যাদির উপর আরোপিত কর হল স্টাম্প ডিউটি। এলাকাভিত্তিক সরকার কর্তৃক মালিকানাধীন সম্পত্তিতে বার্ষিক ভূমি কর আরোপিত হয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এটি মূল বাড়ি বা স্থায়ী আবাসে আরোপিত হয় না। স্থানীয় সরকার কর্তৃক আরোপিত প্রতিটি মিউনিসিপালিটিতে সম্পত্তির মালিককে কাউন্সিল কর প্রদান করতে হয়। সম্পত্তির মূল্যায়নকে 'ডলারের হার' দিয়ে গুণ করে প্রদেয় কাউন্সিল রেইট গণনা করা হয়। সম্পত্তির মূল্য নির্ধারণের পদ্ধতি স্থানীয় সরকার ভেদে পার্থক্য রয়েছে। মিউনিসিপালিটির সকল ধার্যযোগ্য সম্পত্তির মোট মানকে ডলারের হার যা কর হারের সমতুল্য দিয়ে ভাগ করে গণনা করা হয়।

Total rates for the municipality


Councils determine Rates revenue needed within cap

\div 
Divided by Combined value of all rateable properties

$=$ 
To get The rate in the dollar

What you pay

$>$ 
To calculate Your rates for the year

$=$ 
Multiply The value of your property

\times 
By The rate in the dollar

চিত্র ৫৪: প্রদেয় হারের সূত্র ও ডলারের হার^{৩০}

■ নিউজিল্যান্ড

নিউজিল্যান্ডে সম্পত্তি সম্পর্কিত ২ ধরনের কর আরোপিত হয়ঃ আঞ্চলিক কাউন্সিল রেইট এবং স্থানীয় সরকার কর্তৃক আরোপিত কর। আঞ্চলিক কাউন্সিল রেইট হল অঞ্চল সরকার দ্বারা নির্ধারিত এবং স্থানীয় সরকার দ্বারা সংগৃহীত একটি যৌথ কর যা বায়োসিকিউরিটি, জরুরী অবস্থা এবং জমি ব্যবস্থাপনা মতো বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়। নিউজিল্যান্ডের প্রতিটি কাউন্সিলের সম্পত্তির মালিকের উপর স্থানীয় সরকার কর্তৃক নির্ধারিত রেইট আরোপ করা হয়। এখানেও রেইট নির্ধারণের বিভিন্ন পদ্ধতি বিদ্যমান। যেমনঃ

- সাধারণ রেইট- কোনও সম্পত্তির জমি, মূলধন বা ভাড়া মূল্যের উপর ভিত্তি করে সাধারণ রেইট নির্ধারিত হয়। এতে জমির ধরণ বিবেচনায় এনে সে অনুযায়ী রেইট আরোপ করা হয়। যেমন আবাসিক সম্পত্তি, পৃথকভাবে এক বা একাধিক ঘরের জন্য ব্যবহৃত রেইট আরোপযোগ্য জমি (স্বল্প সময়ের জন্য বানিজ্যিক আবাসন বাদে), আবাসিক অঞ্চলভুক্ত খালি জমি, কৃষি জমি এবং জীবনযাত্রার প্রয়োজনে ব্যবহৃত ব্লকগুলি এক ধরণের। পাশাপাশি বানিজ্যিক, শিল্প ও ব্যবসায়িক কারণে ব্যবহৃত জমির ধরন এক রকম।
- টার্গেট রেইট- এ রেইট কোনও সম্পত্তির বৈশিষ্ট্য এবং কোন বিশেষ পরিষেবার জন্য অর্থায়নের ভিত্তিতে গণনা করা হয়। যেমন সমুদ্রের ভাঙ্গন থেকে ক্ষতিগ্রস্ত অংশকে রক্ষার জন্য প্রাচীর নির্মাণে অর্থায়ন।
- অভিন্ন সাধারণ বার্ষিক চার্জ- সম্পত্তির মূল্যের সাথে সম্পর্কিত নয় এমন একটি আদর্শ ব্যয় নির্ধারণ করা (রেটের কেবলমাত্র ৩০% এই চার্জ থেকে আসে)।

^{২০} ভিক্টোরিয়া রাজ্য সরকার। রেইট গণনা করা হচ্ছে। স্থানীয় সরকার। <https://www.localgovernment.vic.gov.au/our-programs/a-fair-go-rates-system-for-victorians/calculating-rates> থেকে নেয়া।

■ সিঙ্গাপুর

সম্পত্তির প্রত্যাশিত ভাড়ার উপর ভিত্তি করে মালিকদের উপর সম্পত্তি কর আরোপ করা হয়। সম্পত্তির বার্ষিক মূল্যকে করের হার দিয়ে গুণ করে প্রদেয় সম্পত্তি কর গণনা করা হয় (চিত্র ৫৫)।



চিত্র ৫৫: প্রদেয় সম্পত্তি করের সূত্র

সম্পত্তির আনুমানিক বার্ষিক ভাড়া যা অনুরূপ বা তুলনামূলক সম্পত্তির আনুমানিক বাজার ভাড়ার ভিত্তিতে দালানের বার্ষিক মূল্য নির্ধারিত হয়। সম্পত্তি মালিকানাধীন, খালি বা ভাড়া যাই থাকুক না কেন মূল্য নির্ধারণে এতে কোন প্রভাব পড়ে না। জমি ও উন্নয়ন সাইটগুলোর জন্য বার্ষিক মান, নির্ধারিত ফ্রিহোল্ড বাজার মূল্যের ৫% নির্ধারণ করা হয় যা খালি জমি এবং নির্মাণাধীন জমি উভয় ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। সিঙ্গাপুরের অভ্যন্তরীণ রাজস্ব কর্তৃপক্ষ বাজার মূল্যের পরিবর্তন বিবেচনায় রেখে বার্ষিক মূল্য পর্যালোচনা করে।

মালিকানাধীন বা মালিকানাধীন নয় এর ভিত্তিতে আবাসিক সম্পত্তির উপর প্রোগ্রেসিভ হারে কর ধার্য করা হয়। মালিকানাধীন হলে ০ থেকে ১৬% এবং মালিকানাধীন না হলে ১০% থেকে ২০% পরিসরের মধ্যে থাকে। সকল অনাবাসিক সম্পত্তির জন্য বার্ষিক মূল্যের ১০% হারে কর দিতে হয়।

উপরন্ত, সিঙ্গাপুরে সম্পত্তি ক্রয়ের উপর ক্রেতাকে ক্রয় এবং অতিরিক্ত ক্রয়ের স্ট্যাম্প ডিউটি প্রদান করতে হয় যা সম্পত্তি ক্রয়ের

মূল্য এবং বাজারমূল্যের মধ্যে যেটা বেশি তার উপর ভিত্তি করে নির্ধারিত হয়। আবাসিক সম্পত্তি কেনার সময় মালিকানাধীন আবাসিক সম্পত্তির সংখ্যার উপর নির্ভর করে অতিরিক্ত ক্রয়ের স্ট্যাম্প ডিউটি আরোপ করা হয়। এখানে আবাসিক সম্পত্তিতে বাসাসহ দোকান এবং আবাসিক অনুমোদনসহ শপ হাউজ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

■ যুক্তরাজ্য

যুক্তরাজ্যে স্ট্যাম্প ডিউটি, ভূমি কর, মূলধন আয়ের উপর কর এবং কাউন্সিল কর আরোপ করা হয়। স্ট্যাম্প ডিউটি, ভূমি কর, মূলধন আয় কর স্টেট অর্থোরিটি থেকে আরোপ করা হয়। যখন ১২৫০০০ পাউন্ডের বেশি মূল্যের কোনও সম্পত্তি কেনার সময় বা ব্যবসায়ের সময় আনুষ্ঠানিকভাবে প্রদান করা হয় এবং কোনও বিক্রয় বা নিষ্পত্তি করার সময় স্ট্যাম্প ডিউটি, ভূমি কর ও মূলধন উপার্জন কর রাজ্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আরোপ করা হয়। কাউন্সিল কর প্রতিটি পরিবারের জন্য একটি বিল দিয়ে সম্পত্তির মালিককে বা ভাড়াটিয়ার উপর আরোপ করা হয়। বিবাহিত, একসঙ্গে বসবাসকারী, যৌথ মালিক বা যৌথ ভাড়াটিয়া হলে যৌথভাবে অর্থ প্রদানে দায়বদ্ধ। বাড়িতে বসবাসরত কমপক্ষে ২জন প্রাপ্তবয়স্কদের উপর ভিত্তি করে।

প্রদেয় কাউন্সিল কর এইচএমআরসি এর মূল্যায়ন অফিস এজেন্সি দ্বারা সম্পত্তিটি যে ভালু ব্যান্ডে স্থাপন করা হয়েছে তার উপর নির্ভর করে। খোলা বাজারে সম্পত্তি যে মূল্যে বিক্রয় করবে তার উপর মান ভিত্তি করে। প্রতিটি সম্পত্তি তার মূলধন মূল্য অনুযায়ী আটটি ব্যান্ডের একটি বরাদ্দ করা হয়েছে। এইচএম আয় এবং গুকের মূল্যায়ন অফিস এজেন্সির তালিকাভুক্ত কর্মকর্তারা করে থাকেন। সম্পত্তি মূল্যায়নে সম্পত্তির বিভিন্ন দিক আছে যেমন আকার, বিন্যাস, বৈশিষ্ট্য, অবস্থান, ব্যবহার পরিবর্তন ইত্যাদি। প্রতিটি কাউন্সিল ব্যান্ডের পরিসীমা দ্বারা কাউন্সিল কর নির্ধারণ।

৯.১২.৩ দেশ অনুযায়ী খতিয়ান

উপরে উল্লিখিত দেশগুলোর প্রতিটির কর আরোপের জন্য ব্যবহৃত খাত ও নিবন্ধনের নমুনা নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

- অস্ট্রেলিয়া

ভিক্টোরিয়া রাজ্যের কপিরাইট। এই প্রকাশনাটি কপিরাইট করা।
কপিরাইট আইনের বিধান অনুযায়ী বা কোন লিখিত চুক্তি ছাড়া কোনও অংশই কোন প্রক্রিয়া দ্বারা
পুনরুৎপাদন করা যাবে না। কেবলমাত্র 'প্ল্যাঙ্কটা রেজিঃ টিএম সিস্টেমে' থেকে জমির রেজিস্টার হতে প্রাপ্ত তথ্য
বৈধ বলে বিবেচিত হবে। ভিক্টোরিয়া রাজ্য পরবর্তী কোন প্রকাশনা বা তথ্যের পুনরুৎপাদনের জন্য কোনও দায়
স্বীকার করে না।

রেজিস্টারের অনুসন্ধান বিবৃতি

সুরক্ষা নংঃ ১২৪০০৪৭০৩৭৫৮-এক্স

ভিক্টোরিয়ার ভূমি

ভলিউম ০৯৮৯৫ ফলিও ৫৬০
তৈরিকৃত ০৬/০২/২০০৩ সকাল

০৯ঃ৫৯

জমির বর্ণনা

স্তর পরিকল্পনায় ০২৭৩২০০, ইউনিট ৩ এবং পরিকল্পনায় বর্ণিত সময়ের জন্য একটি অবিভক্ত সাধারণ সম্পত্তি।
প্যারেন্ট টাইটেল ভলিউম ০৯৭৭৩ ফলিও ৭১৯
দলিলটি তৈরিকৃত এসপিও২৭৩২০ডি ০৮/০১/১৯৯১

নিবন্ধন স্বত্বাধিকারী

এস্টেট ফি সিম্পল

যৌথ মালিকানাধীন

জন সিটিজেন

জেন সিটিজেন ২জন ৩/৩৯ ওয়ার্স রোড মারিবিরনং ৩০৩২

ডি ০৮০৬২৫ কিউ ০৭/১১/১৯৯৭

দায়, স্থপিতাদেশ, বিজ্ঞপ্তি

ভূমি আইন ১৯৫৩ এর স্থানান্তর ধারা ৯৮ অথবা ১৯৬৭ সালের স্ট্রাটা টাইটেলস্ আইন এর ফলে সৃষ্ট এবং নিম্ন
বর্ণিত 'নকশার অবস্থানের' এর কারণে পরিকল্পনায় কোন দায় অন্তর্ভুক্ত হলে -

নকশার অবস্থান

আরও বিশদ এবং সীমানার জন্য এসপি ০২৭৩২০ ডি দেখুন

শেষ ১০৫ দিনের লেনদেন কার্যক্রম

শুন্য

সমাপ্ত

চিত্র

চিত্র ৫৬: অস্ট্রেলিয়ায় জমি হস্তান্তরের নমুনা

কাউন্সিল পেনশনারদের জন্য ছাড়ের হারের আবেদন

ছাড়ের আবেদন ফর্ম

যদি যৌথ মালিকরা পেনশনার ছাড়ের জন্য যোগা হন তবে সর্বাধিক ছাড় পাওয়ার জন্য প্রতিটি মালিক দ্বারা পৃথক ফর্ম পূরণ করতে হবে,
অন্যথায় কেবল আংশিক ছাড় দেয়া হবে

| | |
|--|--------------------------|
| কাউন্সিল আকাউন্ট/মূল্যায়ন নাম্বার | |
| নাম | |
| ছাড়ের কার্ডের ধরন (যেমন পেনশনার কার্ড, ডিডিএ গোল্ড কার্ড) | |
| ছাড়ের কার্ড নাম্বার | |
| ছাড় দেয়ার অনুদানের তারিখ | / / |
| ফোন | |
| ইমেইল | |
| সম্পত্তির ঠিকানা | |
| এটাই কি আপনার একমাত্র/প্রধান বাসস্থান? | হ্যাঁ/না |
| আপনি কখন এই বাসস্থানে স্থানান্তরিত হয়েছেন? | / / |
| বিগত ১২মাসে আপনি কি অন্য কোনও সম্পত্তির পেনশনার ছাড়ের জন্য দাবি করেছেন? | হ্যাঁ/না |
| যদি উত্তর "হ্যাঁ" হয় তবে অনুগ্রহপূর্বক সেই সম্পদের ঠিকানা দিন | ঠিকানাঃ |
| আপনি কি এই সম্পত্তির একমাত্র মালিক? | হ্যাঁ/না |
| যদি না হন তবে অন্য অংশীদার কে? | স্ত্রী/অন্যান্য |
| (একের অধিক অংশীদার থাকলে প্রতি অংশীদারদের নাম এবং সম্পর্ক উল্লেখ করুন) | (প্রযোজ্য হলে) আরও বিশদঃ |

স্থানীয় সরকার আইন ১৯৯৩ এবং স্থানীয় সরকার (সাধারণ) প্রবিধান ২০০৫ এর অধীনে পেনশনার ছাড়ের রেইট নির্ধারণ করতে মূল্যায়নের জন্য এই আবেদন পত্রে উল্লিখিত তথ্য ভুলব করা হল।

এই আবেদনপত্রটি উপস্থাপনের মাধ্যমে আপনি সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে সকল তথ্য সত্য এবং আপনি আপনার জন্য এই আবেদনপত্র জমা দিচ্ছেন। মিথ্যা তথ্য প্রমাণিত হলে আপনাকে \$২২২০ জরিমানা করা হবে।

স্বাক্ষরঃ..... তারিখঃ.....

চিত্র ৫7: অস্ট্রেলিয়ায় পেনশনারদের জন্য ছাড়ের ফর্মের নমুনা

■ নিউজিল্যান্ড

কম্পিউটার ফ্রিহোল্ড রেজিস্টার
জমি হস্তান্তর আইন ১৯৫২ অনুযায়ী

ঐতিহাসিক দলিল

| | | |
|----------------------|----------------------------|-------------------------------|
| শনাক্তকারী | ১২০৪৫৬৭ | কম্পিউটার রেজিস্টার রেফারেন্স |
| জমি নিবন্ধনের জেলা | উত্তর যতকগরু | জমির অবস্থান (জেলা) |
| ইস্যুড তারিখ | ৬ ডিসেম্বর ২০০০ | ইস্যুড তারিখ |
| পূর্ববর্তী রেফারেন্স | এনএ ১৬০৫/১২০ | পূর্বের টাইটেল রেফারেন্স |
| এস্টেট | ফি সিংগল | |
| এলাকা | কম বা বেশি ৪০৯৬ বর্গমিটার | জমির বিস্তারিত বিবরণ |
| বিবিসম্মত বর্ণনা | ১-৪ ডিপোজিটেড প্লান ১২০৪৫৬ | |
| মূল স্বত্বাধিকারী | মূল স্বত্বাধিকারীর নাম | |
| বোডনী ব্রগস | | |
| স্বার্থ | | |

হস্তান্তর ১৮৫৪৯৭ এর মাধ্যমে 'ডিইএফ লিমিটেড' এর অনুকূলে ডিপি ১২০৪৫৬ এর 'এ' চিহ্নিত অংশের উপর পানি সরবরাহের অধিকার (সামগ্রিকভাবে) রয়েছে।
আনুষ্ঠানিক বিষয় হচ্ছে, ১৪/১০/১৯৭৭ তারিখ দুপুর ২.৩৩ ঘটিকায় প্রদত্ত সলেন্ডী সার্টিফিকেট এ৫৪৭৯১২১.১ অনুযায়ী ড্রেনেজ ব্যবহার অধিকার রয়েছে।

১৪/১০/১৯৭৭ তারিখ দুপুর ২.৩৩ ঘটিকায় প্রদত্ত সলেন্ডী সার্টিফিকেট এ৫৪৭৯১২১ অনুযায়ী ডিপি ১২০৪৫৬ এর 'সি' চিহ্নিত অংশের উপর ড্রেন ওয়াটার অধিকার রয়েছে।
৫৯৮৫৬২৮.৪ নির্বাহক হিসেবে জে ব্রগসকে হস্তান্তর - ২৯/৪/২০০৪ সকাল ৯ টায়
৫৯৮৫৬২৮.৫ জে ব্রগসকে হস্তান্তর - ২৯/৪/২০০৪ সকাল ৯ টায়
৮৭৭৭৪৮৩.৬ সলেন্ডী সার্টিফিকেট অনুযায়ী সমর্পণ ০২/০৬/২০১১ দুপুর ১.৫৮ মিনিট

ডকুমেন্ট রেফারেন্সের উদাহরণ

চিত্র ৫৪: নিউজিল্যান্ডের জমি হস্তান্তরের নিবন্ধনের নমুনা

■ সিঙ্গাপুর


| ৮৮৫৪-০৫৬২-৭-১০ | | প্রতিলিপি | | | |
|---|---|-------------------------|---------|-----------|--|
| | | এম | ১ | ভার ১ | |
| | | (অফিসের ব্যবহারের জন্য) | | | |
| ভূমি শিরোনাম আইন ইজারা | | | | | |
| ভূমির বর্ণনা | | | | | |
| সিটি | এমকে | টিএস | লট নং | লটের স্থর | |
| ভলিউম | ফোল্ডার | | | | |
| ৪৫৮ | ১৬৫ | ৫ | ৬৬৬৩ এম | সম্পূর্ণ | |
| ২৮০ হেক্টর জায়ান রোড সিঙ্গাপুর ৬০০২৮০ সংযুক্ত পরিকল্পনায় দেখানো হয়েছে ইজারাদাতা | | | | | |
| নাম | আবাসন ও উন্নয়ন বোর্ড | | | | |
| ঠিকানা | ৩৪৫১, জাফান বুদ্ধিত মেগা, এইচডিবি সেন্টার, সিঙ্গাপুর ১৫৯৪৫৯ | | | | |
| (নিবন্ধিত স্বত্বাধিকারী) নিবন্ধিত ভূমির নিম্ন বর্ণিত ইজারাদাতাকে ইজারা দেয়া হলোঃ | | | | | |
| ইজারাদাতার | | | | | |
| নাম | | | | | |
| ঠিকানা | | | | | |

চিত্র ৫৭: সিঙ্গাপুরের ভূমি শিরোনাম আইন অনুযায়ী ইজারা সংক্রান্ত ডকুমেন্টের প্রতিলিপি

| | |
|--|---|
| <p>সম্পত্তি কর আইনের অধীনে মূল্যায়ন বিজ্ঞপ্তি সেকশন ২০(১) ১ জানুয়ারী ২০১৪ থেকে বার্ষিক মান সংশোধন সেকশন ২২(১) ৪ ডিসেম্বর ২০১৩ থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত কর পুনরুদ্ধার সম্পত্তির বর্ণনাঃ ৭ ওয়াটারফ্রন্ট এসটি কর রেফারেন্স নম্বরঃ ৮১২৩৪৫৬৭ ডি নোটিশ নম্বরঃ ১০৬-১১-১২৩৪৫৬৭৮৯-০-০ উপরোক্ত সম্পত্তির বার্ষিক মান ১ জানুয়ারী ২০১৪ থেকে \$৪২০০০ এ প্রস্তাবিত। এটি নতুন সম্পদ হওয়াতে কর ৪ ডিসেম্বর ২০১৩ থেকে কর প্রদেয় হবে। আপন পৃষ্ঠায় কর গণনা দেখানো হল। ডান দিকের প্রদেয় নির্দেশনা রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে।</p> <p>স্বাক্ষর</p> <p>(ওয়াং টেক পোং) প্রধান কর নির্ধারক এবং সম্পত্তি করের সহকারী হিসাব নিয়ন্ত্রক</p> | <p>১। বিলিখে কর প্রদানের জন্য ৫% জরিমানা এড়াতে অনুগ্রহপূর্বক ২ জুন ২০১৪ এর মধ্যে \$ ১৪৫০.২৯ প্রদান করবেন। ২। আপত্তিপত্র জমা দেয়া থাকলেও নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে কর প্রদান করতে হবে। ৩। কর প্রদানের সময় প্রদান রশিদ নং উল্লেখ করতে হবে। ৪। ১২ মাসের সুদমুক্ত কিস্তি এবং এককালীন জিরো/GIRO সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুবিধা পেতে সম্পত্তি কর শূন্য করে রাখতে হবে। ৫। GIRO-তে নিবন্ধনের উপায়ঃ আপনার প্রদেয় করের রশিদটি সংযুক্ত করুন। অথবা, ইন্টারনেট ব্যাংকিং এর মাধ্যমে। অথবা, আইআরএএস থেকে GIRO-এর আবেদনপত্র সংগ্রহ করুন। ৬। এই বিজ্ঞপ্তিতে ২২ এপ্রিল ২০১৪ তারিখের পরের প্রদানগুলো দেখানো হয় নি। অতি গঠন এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে আপনার অংশগ্রহণের জন্য ধন্যবাদ।</p> |
|--|---|

| আপনার সম্পত্তি আকাউন্টের ব্যালেন্স | | |
|--|--|---|
| সংস্করণের পর সম্পত্তি কর (ক) | | \$ ১৪৬৮.৩৯ তিস্যার |
| সংস্করণের পূর্বে সম্পত্তি কর (খ) | | \$ ০.০০ |
| কর সমন্বয় (ক খ) | | \$ ১৪৬৮.৩৯ তিস্যার |
| ২২ এপ্রিল ২০১৪ পর্যন্ত আকাউন্ট ব্যাল্যান্স | | \$ ০.০০ |
| প্রদেয় পরিমাণ | | \$ ১৪৬৮.৩৯ তিস্যার |
| আপনার সম্পত্তি কর গণনা | | |
| সময় | বার্ষিক মূল্য ও কর হার | ডলার |
| (ক) সংস্করণের পর সম্পত্তি কর | | |
| ২০১৩ | | |
| ৪ ডিসেম্বর ২০১৩ - ৩১ ডিসেম্বর ২০১৩ | বার্ষিক মূল্য \$ ৪২০০০ প্রথম \$ ৬০০০ পরবর্তী \$ ৩৬০০০, ৪% হারে (মালিক-ভাড়াটিয়ার কর হার) | \$ ০.০০ \$ ১০৮.৩৯ উপমোট \$ ১০৮.৩৯ |
| ২০১৪ | | |
| ১ জানুয়ারী ২০১৪ - ৩১ ডিসেম্বর ২০১৪ | বার্ষিক মূল্য \$ ৪২০০০ প্রথম \$ ৮০০০ পরবর্তী \$ ২৪০০০, ৪% হারে (মালিক-ভাড়াটিয়ার কর হার) | \$ ০.০০ \$ ১০৬০.০০ উপমোট \$ ১০৬০.০০ |
| | | \$ ১৪৬৮.৩৯ |
| (খ) সংস্করণের আগে সম্পত্তি কর | | |
| সংস্করণের পূর্বে আপনার সম্পত্তি করে সম্পর্কে আরও জানতে অনুগ্রহপূর্বক মাইটাঙ্ক পোর্টালে লগ ইন করুন। | | |

চিত্র 60: সিঙ্গাপুরের মূল্যায়ন বিজ্ঞতির নমুনা

| | |
|---|-----------------------------------|
| এইচএম ভূমি নিবন্ধন | শিরোনাম নম্বরঃ সিএস ২৫৬৬৭২ |
|  | সংস্কারের তারিখঃ ৭ জানুয়ারি ২০০৩ |
| ক। সম্পত্তি নিবন্ধন এই নিবন্ধন শিরোনামে জমি এবং এন্টেন্টের বর্ণনা কর্ণপ্যারার ০ঃ ম্যারাতন | |
| ১। (১৬ আগস্ট ১৯৯৯) উপরোক্ত নিবন্ধনভুক্ত শিরনামের পরিকল্পনার জমিটি লাল প্রান্তযুক্ত দেখানো হয়েছে। | |
| ২। (১৬ আগস্ট ১৯৯৯) পরিকল্পনার পাইপের মাধ্যমে জলের নিষ্কাশন সুবিধা রয়েছে যতক্ষণ না পাইপটি জমির বাইরে থাকে। | |
| ৩। (২২ নভেম্বর ২০০১) দায়েরকৃত পরিকল্পনার সবুজ প্রান্তযুক্ত জমিটি শিরোনাম থেকে সরানো হয়েছে এবং উল্লিখিত পরিকল্পনার শিরোনাম নম্বর বা সবুজ দেখানো সংখ্যার অধীনে নিবন্ধিকৃত হয়েছে। | |
| ৪। (৭ জানুয়ারী ২০০৩) দায়েরকৃত পরিকল্পনার ভিত্তিতে জমিটি চিহ্নিতকৃত এবং ৭ জানুয়ারী ২০০৩ এ এই শিরোনামে যুক্ত হয়েছে। | |

চিত্র 61: যুক্তরাজ্যে সম্পত্তি নিবন্ধনের নমুনা

কাউন্সিল ট্যাক্স বিল ২০-২১ ২৪ ঘণ্টা প্রদানের জন্য লাইন

১ আপনার আকাউন্ট নম্বরঃ ডেবিট/ক্রেডিট কার্ড দিয়ে প্রদান

২ বিলের তারিখঃ করার জন্য কল করুনঃ ০৮৭০৭০৭০৭৭৭৩

৩ জনাব আনান্দার
১ ট্রিস্টল স্ট্রীট

৪ ট্রিস্টল
বিএস৯৯ ৯এক্সএক্স

আনান্দার কাউন্সিল করের দায় আপনার কাউন্সিল কর সম্পত্তির ব্যাড **১২**

৫ ১ ট্রিস্টল স্ট্রীট
ট্রিস্টল
বিএস৯৯ ৯এক্সএক্স প্রতিরক্ষিতের জন্য হ্রাসকৃত ব্যাড (যদি প্রযোজ্য হয়) **১৩**

| | | | | |
|---------------------|---------|---------------|---------------|---------|
| ৬ সময়ের জন্য চার্জ | ব্যাড এ | ১ এপ্রিল ২০২০ | ৩১ মার্চ ২০২১ | ১৩৭৪.০১ |
| প্রদের মোট পরিমাণ | | | | ১৩৭৪.০১ |

৭ নিম্নলিখিত তারিখে নিম্নলিখিত অর্থ প্রদান করুনঃ

| প্রদানের তারিখ | অর্থ প্রদান | প্রদানের তারিখ | অর্থ প্রদান |
|-------------------|-------------|------------------|-------------|
| ১ এপ্রিল ২০২০ | ১৪১.০১ | ১ অক্টোবর ২০২০ | ১৩৭.০০ |
| ১ মে ২০২০ | ১৩৭.০০ | ১ নভেম্বর ২০২০ | ১৩৭.০০ |
| ১ জুন ২০২০ | ১৩৭.০০ | ১ ডিসেম্বর ২০২০ | ১৩৭.০০ |
| ১ জুলাই ২০২০ | ১৩৭.০০ | ১ জানুয়ারী ২০২১ | ১৩৭.০০ |
| ১ আগস্ট ২০২০ | ১৩৭.০০ | | |
| ১ সেপ্টেম্বর ২০২০ | ১৩৭.০০ | | |

৮ আপনি কিভাবে পরিশোধ করেন ঃ মাসিক সরাসরি প্রদান

৯ এই বিলের বার্ষিক কারণঃ.....
কাউন্সিল ট্যাক্স নিম্নলিখিত পরিবেশবাহুল্যে অবদান রাখে

| ১০ পরিষেবা | গত বছর থেকে বৃদ্ধি | অর্থ |
|--------------------------------|--------------------|---------|
| ট্রিস্টল সিটি কাউন্সিল | ২.০% | ১০৬৯.৭৩ |
| প্রাপ্তবয়স্কদের সামাজিক বৃত্ত | ২.০% | ১০২.৪৫ |
| আতন ও সমারসেটের জন্য পিসিসি | ৪.০% | ১৫১.৮৭ |
| আতন অগ্নি কর্তৃপক্ষ | ২.০% | ৪০.৯৬ |

১১ ব্যাডের জন্য মোট কাউন্সিল ট্যাক্স ১৩৭৪.০১

চিত্র ০২: যুক্তরাজ্যের কাউন্সিল কর বিলের নমুনা